সংখ্যার খেলা

সুজিত পাঠক

একক্ষর পাবলিকেশন
শ্যাম নগর
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

SANKHYAR KHELA
By
SUJIT PATHAK

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩১ শে অক্টোবর, ২০২১, রবিবার
১৩ কার্তিক, ১৪২৮

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের
কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইনত
দণ্ডনীয়

প্রচ্ছদ ঃ সৌমাল্য

স্বত্ব ঃ সুজিত পাঠক

email : sujit.bharati933@gmail.com

পরিবেশক, প্রাপ্তিস্থান
ঘোষ এন্টারপ্রাইজ
জয়ন্ত ঘোষ, ভাগ্যজয় পত্রিকা
১/১ ডেকার্স লেন
কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন - ৯৮৩১৩ ৩৭৩২১

মূল্য ঃ ১৬৫ টাকা

উৎসর্গ

‘গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরোবে নমো’

আমার পরম গুরুর শ্রী চরণে উৎসর্গ করলাম

ভূমিকা

সময় যত এগিয়েছে, বদল হয়েছে মানুষের জীবন যাত্রায়। চার দেওয়ালের গণ্ডী ছেড়ে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে। সবই সময়ের গতি

এই 'সময়' নির্ধারিত হয় বিশেষ কিছু সংখ্যার দ্বারা। সেই সংখ্যা ধরেই এগিয় চলেছে সমগ্র চরাচর, সমগ্রি জাতি, সমগ্র সভ্যতা।

জন্মের 'সময়' সংখ্যা হোক, কিংবা মৃত্যুর 'সময়' সংখ্যা, মহাকাশে পাড়ি জমানোর 'সময়' সংখ্যা হোক, কিংবা যুদ্ধের দামামা বাজানোর 'সময়' সংখ্যা - সেই প্রাচীন কাল থেকেই সংখ্যার জালে আমরা আবদ্ধ। সংখ্যার দ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সংখ্যার প্রয়োজনিয়তা অপরিসীম। তা সে রাশির সংখ্যা হোক বা নক্ষত্রের সংখ্যা, গ্রহের সংখ্যা হোক বা ভুক্ত সময়ের সংখ্যা।

মিশর, গ্রীস, ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর সবাই সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংখ্যাই আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের চাবি, সংখ্যাই আমাদের ভাগ্যের উন্মেষ ঘটানোর চালক।

তাই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে তৈরি করা আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস 'সংখ্যার খেলা' বইটি। আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে এই সংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বইটি লিখতে অন্যান্য কিছু পুস্তকের যরণাপন্ন আমাকে হতে হয়েছে। বইটি পড়ে জ্যোতিষ অনুরাগী ও শিক্ষার্থী যারা আছেন, তারা অনেক কিছুই জানতে পারবে। এছাড়াও পেশাগত জ্যোতিষ যারা আছেন, তাদেরও উপকারে আসবে।

আমার এই বইটি পড়ে যদি আপনারা বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন, তবে আমি আমার এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। এবং পরবর্তী কিছু করার উৎসাহ পাব।

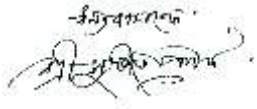

প্রথম পরিচ্ছদ
(এক)

'ভাগ্য কী? তা জানার উপায় কী?

সুখদুঃখের আবর্তে পড়ে প্রত্যেক মানুষকেই হাসি কান্নার জোয়ারে ভাসতে হয়। এই হাসিকান্না থেকে তার মুক্তি কোথায়? মানুষ জানে মৃত্যুই শেষ পরিণতি, কঠিন ও বাস্তব! তবুও বিড়ম্বিত ভাগ্যের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ভীত চকিত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন।

মনে হয় সব কিছু সহ্য করা চলে - কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু ভাগ্যের বিষণ্ণতা রাশি রাশি দুঃখের ঝরা পাতা দিয়ে মানুষকে ঘিরে রাখে কষ্টের অগ্নিতে দাহ করার জন্য।
শোক আছে, আছে দুঃখ, জরা আছে, আছে মৃত্যু - আমরা সব জানি। জানি সম্মুখে নাই নাই ধ্বনির অসীম পাথার, যা অমাবস্যার রাতের গভীর অন্ধকারের মতোই ভীষণ।
দারিদ্রের শ্মশান শূন্যতা আর শোকের বজ্র যন্ত্রণা - এর হাত থেকে সবাই চান পরিত্রাণ পেতে। তাইতো মানব সভ্যতার উদয় লগ্নের প্রথম মুহূর্ত থেকে প্রজ্ঞাবান ঋষিগণ এ নিয়ে করে গেছেন দুস্তর সাধনা। এবং তাদের সাধনালব্ধ সিদ্ধফল অমৃত রূপে, যুগ যুগ ধরে চতুর ও ভক্তিমান নরনারী আস্বাদন করে পার্থিব জগতে নিজেদের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে সমৃদ্ধির উচ্চধাপে পৌঁছেছেন।

ভাগ্য ও ভাগ্যবান নিয়ে সামাজিক মহলে অনেক মতবিরোধ আছে। কেননা ভাগ্য বলতে একটা ব্যাপক অর্থ জড়িত। এবং সেই তথাকথিত ভাগ্যকে যিনি করায়ত্ব করতে পারেন তিনিই ভাগ্যবান। এখানেও নানা মতভেদ আছে।
কেউ প্রচুর ধনসম্পদ লাভকে ভাগ্যবান বলেন। কেউ দৈহিক কামনা বাসনা লাভকে ভাগ্যবান বলেন। কেউ অনাবিল আনন্দ লাভকে ভাগ্যবান বলেন। কেউ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি লাভের সুযোগকে ভাগ্যবান বলেন। কেউ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে সংসার করাকে ভাগ্যবান বলেন। আবার কেউ দ্রুত মৃত্যুর কোলে নিজেকে সঁপে দিতে পেরে ভাগ্যবান বলেন।

যদিও বর্তমান গ্রন্থে আমি জরা ও মৃত্যুর থেকে উদ্ধার লাভের পথ বাতলানোয় অবতীর্ণ হইনি। প্রাচীন ঋষিগণের বাক্যকেই আমি আমার পাথেয় করেছি। এবং মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি মানব মাত্রই ভাগ্যের দাস। এবং এ-ও বিশ্বাস করি ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করার চেষ্টা বা পথ

আবিষ্কার করাটাই হলো পুরুষাকার এবং এই পুরুষাকার কোনও দৈহিক শক্তি নয়। এ হলো বুদ্ধি কর্তৃক আবিষ্কৃত ওষুধ বা মন্ত্রসিদ্ধ দ্রব্য।
যেমন বস্তুতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী মানুষেরা বলেন - কাজ কর, ফল পাবি। কিন্তু কাজ করলেই যে ফল পাওয়া যাবে এ কথা সর্বক্ষেত্রে সত্যি বলে আমার মনে হয়নি।
কারণ কোনও মানুষ কী কাজ করলে শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা বলবে কে? ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষজন বলবে - কিন্তু কেন? ভগবান বা ঈশ্বরকে ডাকো তাহলেই সকল দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হবে। কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন।
কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করলে অভীষ্ট পুরণ হবে? কে দেখাবে সেই পথ? সংসার ত্যাগী সাধকগণের কথা আলাদা। সাধারণ মানুষ যারা সংসার সাগরের অতলে তলাবার সময় সহজে কোনও মুক্তিদাতার করুণাঘন পেলব হাতের স্পর্শ পান? যদি পেতেন, তাহলে পৃথিবীতে দুঃখের বিষণ্ণতা ও অভাবের এতো কান্না কেন? কেন এতো হাহাকার?

অতএব মনকে মনের সারথী করে এই আপ্তবাক্যগুলোকে হৃদ্-মহলায় সাজাই আসুন -
আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি
আমি জানি সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি
আমি জানি একমাত্র তিনিই জগতের পিতা
আমি ভাগ্যকে মানি
আমি গ্রহ নক্ষত্রদের জানি
আমি বিশ্বাস করি গ্রহ নক্ষত্রদের ক্রিয়াকলাপ
আমি জানি গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি ঈশ্বরের অধীন
আমি মানি ঈশ্বরের নির্দেশে গ্রহরা আমাদের চালায়
আমি মানি ভাগ্যের উপর সকলকেই নির্ভর করতে হয়
ঈশ্বর অতি দূরের বস্তু।।।
গ্রহগণ তার থেকে অনেক কাছে। এবং আমরা জানতে পারি কোন গ্রহ আমাদের জীবনে বাধাস্বরূপ। আমরা তাহলে তার নিমিত্তে পূজার্চনা হোমাদি করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। কিন্তু এ কাজও খুব সহজ নয়।

আমার এই গ্রন্থ এগোনোর ক্ষেত্রে আমি সবকটা গ্রহকে মান্যতা দেব না বা গ্রহণ করবো না। এদের মধ্যে প্রধান নয়টি গ্রহকেই আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রাখবো।
এবারে অনেকেই ভাবতে পারে ন'টি গ্রহ ছাড়া কী আরও গ্রহ আছে নাকি !!
অবশ্যই আছে। গ্রহ যেমন আরও আছে, নক্ষত্রও আছে শত শত। তবে তার থেকে শুধু মাত্র সাতাশটি নক্ষত্রকেই বেছে নেওয়া হয়েছে জ্যোতিষ শাস্ত্রে। নক্ষত্রদের কথা পরে প্রয়োজন অনুসারে আলোচনা করা যাবে।

আগে জানি গ্রহদের - ----
আমরা জানি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি,শুক্র, শনি, রাহু, কেতুর নাম। এছাড়া হার্সেল

বা নেপচুন, ইউরেনাস এবং প্লুটোও আছে। তবে এখানে শেষ তিনটি বাদে বাকিদের নিয়েই আলোচনা করবো।

১) রবি
২) চন্দ্র
৩) মঙ্গল
৪) বুধ
৫) বৃহস্পতি
৬) শুক্র
৭) শনি

এই সাতটি গ্রহ আমাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করার মূল অবলম্বন। রাহু ও কেতু প্রচ্ছন্ন মদতদাতা। এদের সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োগে দেখব।

এবার জানা দরকার গ্রহগণের গুনাগুন। গ্রহগণের গুনাগুন বিনা, বিচার অর্ধ থেকে যায়। তাই গ্রহগণের গুনাগুন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু আলোচনা করে নেব।

তবে তার আগে বলি কী কী বিষয় নিয়ে ভাগ্যোন্নতির পথগুলি আলোচনা করব -

১) জন্ম রাশি
২) জন্ম লগ্ন
৩) জন্ম মাস
৪) জন্ম বার
৫) জন্ম তারিখ
৬) জন্ম নক্ষত্র
৭) জন্ম স্থান
৮) জন্ম সাল
৯) জাতকের নাম

মোটামুটি এই ক'টি প্রক্রিয়ায় আলোচনা করে ভাগ্যের প্রতিকূল ও অনুকূল দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

(দুই)

এবার সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক গ্রহদের শুভাশুভ ক্রিয়াকলাপ ও সঞ্চার।

রবি

আত্মার কারক বলা হয় রবিকে। রবিকে নিয়ে আজও অনুসন্ধানের শেষ নেই। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে রবি বা সূর্য একটি নক্ষত্র। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে রবিকে গ্রহ বলা হয়েছে। কারণ সূর্য হলো ব্রহ্ম - তার থেকেই জগত সংসারের সৃষ্টি। কিন্তু সেই ব্রহ্ম সদা অদৃশ্য। রবি দৃশ্যমান। অতএব সে গ্রহ।

রবির বর্ণ হলো উজ্জ্বল, তপ্ত, রক্ত বর্ণ। ৩৬৫ দিনে সে সমগ্র রাশিচক্রকে প্রদক্ষিণ করে। এবং প্রতিদিন ১° (ডিগ্রি) করে অগ্রসর হয়।
রবি পূর্বদিকের অধিপতি এবং গ্রহগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে রবিকে নৈসর্গিক অশুভ গ্রহের আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
রবির স্বভাব বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সরল, স্পষ্ট।

রবির শুভ ভাবগুলি - সম্মান, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, দান, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, প্রচণ্ডতা, ভক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রতিভা, শিক্ষা, পিতৃত্ব, স্নেহ, কোমলতা, আধ্যাত্মিক চেতনা।
রবির অশুভ ভাবগুলি - সন্দেহপ্রবণ, অবিবেচক, কুটিলতা, হঠকারিতা, শ্লথ, আদর্শহীন, কলহপ্রিয়তা, যুদ্ধস্পৃহা, কপটতা, মলিনতা, খুঁতখুতে ভাব, দারিদ্র ও দীনতা।
রবির ব্যাধিগুলি - মস্তিষ্ক ও ললাট প্রদাহ ও যন্ত্রণা, নেত্ররোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি, বাত, পিত্তজ্বরাদি, হাইড্রোসিল, অর্শ, সন্ন্যাসরোগ, উন্মাদরোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দন্তরোগ এবং আমাশয় ও হৃদরোগ।
রবির ব্যবসা - পাথর, যুদ্ধাস্ত্র, ঠিকাদারি, তামা ও সোনার ব্যবসা, ইমারতি দ্রব্য, ওকালতি, পরিবহণ।
রবির কর্ম - সরকারি উচ্চপদে চাকরি, প্রশাসনিক পদ, বিমান চালক।
রবির প্রতিভা - সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র।

রাশিচক্রে রবির নীচস্থ গৃহ হলো তুলা। তুঙ্গ গৃহ হলো মেষ। স্বগৃহ সিংহ। প্রিয় মাস বৈশাখ এবং ভাদ্র। প্রিয় বার রবিবার। প্রিয় সংখ্যা ১
প্রিয় বর্ণ তাম্রাভ ও স্বর্ণাভ। প্রিয় রত্ন চুনি। প্রিয় ধাতু তামা। প্রিয় মূল বিম্ব।

চন্দ্র

চন্দ্র মনের কারক। চন্দ্র স্নিগ্ধ ও শীতল গ্রহ। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে সে একটি দ্রুত প্রভাবশালী গ্রহ। এবং চন্দ্রের অবস্থানের উপর জাতক জাতিকার জন্ম রাশি নির্ভর করে।
প্রতিটি রাশিতে চন্দ্র সোওয়া দুইদিন অবস্থান করে। এবং সম্পূর্ণ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করতে তার সাড়ে সাতাশদিন সময় লাগে।
আমাদের মন ও চিন্তার উপর চন্দ্র ক্রিয়াশীল। শরীরে জলের নিয়ন্ত্রণ করে চন্দ্র।
চন্দ্রের শুভ ভাব - মানবিকতা, পরদুঃখ কাতরতা, স্নিগ্ধতা, স্নেহ, মমতা, প্রেম, দাম্পত্য জীবনে সুখের ছোঁয়া, মাতৃত্ব, উচ্ছ্বাস, দ্রুততা, কল্পনাপ্রবণ, আবিষ্কার, তৃপ্ততা, আনন্দ শিক্ষা ও ভ্রমণ।
চন্দ্রের অশুভ ভাব - লাম্পট্য, নীচতা, বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্ভোগইচ্ছা, কাপুরুষতা, চপলতা, চিন্তা, অশান্তি, নীতিহীনতা, দুর্বলতা ও চৌর্যবৃত্তি।

চন্দ্রের ব্যাধি - ক্যানসার, শ্লেষ্মা, যক্ষা, হৃদ রোগ, উন্মাদ রোগ, বাতপিত্ত রোগ, যকৃৎ রোগ, উদ্বেগ এবং রক্ত দূষণ।
চন্দ্রের ব্যবসা - সূতির বস্ত্র, জল, রাসায়নিক দ্রব্য, ট্রান্সপোর্ট বা পরিবহণ যোগাযোগ, মাছ, ঘটক, পুস্তক প্রকাশনা, মসি বৃত্তি বা লেখালেখি।
চন্দ্রের কর্ম - শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, নাবিক, ডুবুরি, ট্যুরিস্ট গাইড এবং কেরানি।
চন্দ্রের প্রতিভা - কাব্যকলা, অভিনয়, সংগীত, নৃত্য, বিজ্ঞান গবেষণা।

রাশিচক্রে তুঙ্গ গৃহ বৃষ। নীচস্থ গৃহ বৃশ্চিক। স্বগৃহ কর্কট। প্রিয় মাস জৈষ্ঠ্য ও শ্রাবণ। প্রিয়বার সোমবার। প্রিয় সংখ্যা ২। প্রিয় বর্ণ সাদা। প্রিয় রত্ন চন্দ্রকান্ত মণি। প্রিয় ধাতু রূপা। প্রিয় মূল ক্ষিরীকা।

মঙ্গল

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে মঙ্গল পুরুষ এবং নৈসর্গিক অশুভ গ্রহ। রোমানরা মঙ্গলকে তাদের যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পুজো করেন। রক্তিম বর্ণ, উজ্জ্বল এবং ঈষৎ তপ্ত।
দক্ষিণ দিকের পালক সে। মঙ্গল এক একটি রাশিতে প্রায় দেড়মাস অবস্থান করে। মঙ্গলের নিজস্ব ঘর হলো মেষ এবং বৃশ্চিক।
তার মধ্যে মেষ হলো সক্রিয় গৃহ এবং বৃশ্চিক হলো নিস্ক্রিয় গৃহ। মঙ্গলের তুঙ্গ ক্ষেত্র হলো মকর এবং নীচস্থ ক্ষেত্র হলো কর্কট। এই গ্রহটি যে কোনও জাতক জাতিকার প্রতাপ, প্রাণশক্তি, ধনরত্ন, দুর্ঘটনা ও মেজাজের উপর নির্ভর বা ক্রিয়াশীল।

মঙ্গলের শুভ ভাব - তেজ, সাহস, পুরুষাকার, গাম্ভীর্য, মহানুভবতা, মেধাশক্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা, ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ভ্রমণ এবং উদারতা।
মঙ্গলের অশুভ ভাব - অশান্তি, কুটিলতা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, বিষণ্ণতা, সম্ভোগস্পৃহা, কদর্যতা, বাচাল, হত্যাকারিকে প্রশ্রয় দান, যন্ত্রণা, চিন্তা এবং বিষাদপ্রিয়তা।
মঙ্গলের ব্যাধি - আমাশয়, মস্তিষ্ক রোগ, ব্যথা, বাত, অর্শ, নেত্র রোগ, গল ব্লাডার, রক্তচাপ, দুর্ঘটনায় পঙ্গুতা, গ্যাংগ্রিন, কলেরা, ফ্লু, টাইফয়েড, গোপন ব্যাধি, মজ্জারোগ, অকালে কেশ পক্কতা এবং অতিসার।
মঙ্গলের ব্যবসা - কলকারখানা, মাটি, রসায়ন দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, ওষুধ, তৈলজাত, খাদ্যশস্য, পোলট্রি, প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটার এবং প্রোমোটারি।
মঙ্গলের কর্ম - যুদ্ধবিদ্যা, মন্ত্রিত্ব, নায়ক, সেনাপতি, ড্রাইভার, বিদ্যুৎ কর্মী এবং খাদ্য ভবন।
মঙ্গলের প্রতিভা - যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা, বক্তা, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, নাট্যকার, শল্যবিশারদ।

মঙ্গলের প্রিয় মাস বৈশাখ ও অগ্রহায়ন। প্রিয় বার মঙ্গলবার। প্রিয় সংখ্যা ৯। প্রিয় বর্ণ

রক্ত বর্ণ ও তাম্র বর্ণ। প্রিয় রত্ন রক্তমুখী প্রবাল। প্রিয় ধাতু সোনা ও তামা। প্রিয় মূল অনন্ত মূল। স্ব-গৃহ মেষ, বৃশ্চিক। নীচস্থ গৃহ কর্কট। তুঙ্গী গৃহ মকর।

বুধ

জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে বুধ বালক ও ব্রাহ্মণ গ্রহ এবং নৈসর্গিক শুভ গ্রহ। বুধের মধ্যে আছে মিষ্টতা। পূর্ব দিকের পালক সে। প্রতি রাশিতে বুধ মাত্র আঠেরো দিন অবস্থান করে।
আমাদের মন, প্রেম, চিন্তা, প্রতিভা, মস্তিষ্কের উপর সে ক্রিয়াশীল। ছোট শিশুর ন্যায় তার আচরণ। কিন্তু বুদ্ধির ভাণ্ডার সে।

বুধের শুভ ভাব - কল্পনা, প্রতিভা, চিন্তা, বুদ্ধি, ভদ্রতা, সৌজন্য, সম্মান, যশ, প্রজ্ঞা, রহস্য ভেদক, উদারতা, কোমলতা, স্নেহ এবং আবিষ্কারের ক্ষমতা।
বুধের অশুভ ভাব - অস্থিরতা, বাচালতা, নোংরামি, লাম্পট্য, কুটিলতা, উন্মাদনা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুখরতা।
বুধের ব্যাধি - চক্ষু রোগ, কর্ণ রোগ, নাসিকা এবং জিহ্বার রোগ, অম্লশূল, পায়োরিয়া, বক্ষরোগ, রক্তচাপ, ক্ষুধামন্দতা, উন্মাদ রোগ, প্রস্রাবের পীড়া এবং ফোঁড়া।
বুধের ব্যবসা - প্রকাশনা, কাগজ, বই বাঁধাই, প্রেস, এজেন্সি, সুদে টাকা ধার দেওয়া, ফুল, রেস, জুয়া, শেয়ার বাজার, হোটেল এবং জমি বাড়ির দালালি।
বুধের কর্ম - জীবন বিমা, ব্যাঙ্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আয়কর বিভাগ, বিমান বন্দর।
বুধের প্রতিভা - অভিনেতা, লেখক, নর্তকী, বাদ্যকর, রাজনীতিবিদ, ধর্মজ্ঞ ও বক্তা।

বুধের স্ব-গৃহ মিথুন ও কন্যা। তুঙ্গী গৃহ কন্যা। নীচস্থ গৃহ মীন। প্রিয় মাস আষাঢ় ও আশ্বিন। প্রিয়বার বুধবার প্রিয় সংখ্যা ৫। প্রিয় বর্ণ সবুজ। প্রিয়রত্ন মরকতমনি। প্রিয় ধাতু সোনা এবং কাঁসা। প্রিয় মূল বৃহদ্দারক মূল।

বৃহস্পতি

জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী বৃহস্পতি গ্রহ গুরু রূপে আরাধ্য এবং নৈসর্গিক শুভ।
বৃহস্পতির কৃপায় মানব জীবন সুখৈশ্বর্যে ভরে ওঠে। মানুষের যা কিছু ভালো তার বেশির ভাগটাই বৃহস্পতির জন্য। সে স্নিগ্ধ, পীত বর্ণ এবং কান্তি যুক্ত।
প্রতিটি রাশিতে বৃহস্পতি প্রায় আটমাস থেকে এক বছর অবস্থান করে। মানুষের চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা, ভদ্রতা, আনন্দ, বিদ্যা, এবং ন্যায় নিষ্ঠার উপর তার অসীম কর্তৃত্ব।

বৃহস্পতির শুভ ভাব - দয়া, মায়া, শ্রম, বিদ্যা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অর্থ, মানবিকতা,

পরদুঃখ কাতরতা, পরিকল্পনা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কর্তৃত্ব এবং সত্যবাদিতা।
বৃহস্পতির অশুভ ভাব - চারিত্রিক কলুষতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, খল, পাপকাজে নিপুণতা, বাচাল, দুরারোগ্য ব্যাধি এবং কুৎসিত মুখশ্রী।
বৃহস্পতির ব্যাধি - পাকস্থলির ঘা, জন্ডিস, অম্লশূল, টাকপড়া, জিভে ঘা, অনিদ্রা, বহুমূত্র, বদ হজম, রক্তস্রাব, টিউমার এবং রক্তের ক্যানসার।
বৃহস্পতির ব্যবসা - রেশম, পশম, বস্ত্র, ফল, ফুল, যজমানী, শাস্ত্রশিক্ষা, মুদ্রণ, পাথর, কাঠ, মনোহরী দ্রব্য এবং মাংস ও ডেয়ারী।
বৃহস্পতির কর্ম - সরকারি দফতর, জীবনবিমা, ব্যাঙ্ক, অধ্যাপনা, আয়কর দফতর, বিক্রয় কর দফতর।
বৃহস্পতির প্রতিভা - পাণ্ডিত্য, ধর্মপ্রচার, সাহিত্য, সাধক, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রিত্ব।

বৃহস্পতির স্ব-গৃহ ধনু ও মীন। তুঙ্গী গৃহ কর্কট। নীচস্থ গৃহ মকর। প্রিয় বর্ণ হলুদ। প্রিয় মাস পৌষ ও চৈত্র। প্রিয় বার বৃহস্পতি বার। প্রিয় সংখ্যা ৩। প্রিয় রত্ন পুষ্পরাগমনি। প্রিয় ধাতু সোনা ও রূপা। প্রিয় মূল বামনহাটির মূল।

শনি

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শনি গ্রহ হলো মহা দুঃখদাতা। এবং নৈসর্গিক অশুভ।
এই গ্রহের বিরূপতাই সকলে ঘোষণা করতে সদাব্যস্ত। কিন্তু আমার মতে গ্রহরাজ হলেন সাত্ত্বিক। কোনও অন্যায় সে বরদাস্ত করতে পারে না। শনি এক একটি রাশিতে আড়াই বছর করে অবস্থান করে।
সে মানুষের চিন্তা, কর্ম, প্রেরণা, বিশ্বাস, বন্ধু, প্রাণ, প্রীতি ও মানবিকতার উপর সদাক্রিয়াশীল। শাস্ত্রানুযায়ী সে ঈষৎ কালো ও বৃদ্ধ।

শনির শুভ ভাব - শাস্ত্রকার, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, স্বল্পবাক, তীক্ষ্ণতা, ধার্মিকতা, বিচার ক্ষমা, রাজনৈতিক বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠত্ব, মান এবং ঐশ্বর্য।
শনির অশুভ ভাব - দুঃখ, শোক, দারিদ্র, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা, নিষ্ঠুরতা, দীনতা, ব্যাধি, মৃত্যু, অবজ্ঞা, অগ্নিভয় এবং বাস্তুহারা।
শনির ব্যাধি - জ্বর, বাত, ক্যানসার, টাইফয়েড, নেত্ররোগ, সিফিলিস, যক্ষা, হৃদরোগ, লিভার বৃদ্ধি, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মজ্জা ও দূষিত রক্তের রোগ।
শনির ব্যবসা - লোহা, টিন, সীসা, কয়লা, তেল, গ্যাস, অভ্র, ঠিকাদারী, কলকারাখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, জমিবাড়ি বিক্রয় এবং শস্য।
শনির কর্ম - চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, কায়িক শ্রম, মজুর মিস্ত্রি।
শনির প্রতিভা - রাজনীতি, শাস্ত্রকার, তন্ত্র ও মন্ত্র সাধনা, গুপ্তবিদ্যা।
শনির স্ব-গৃহ মকর ও কুম্ভ। তুঙ্গী গৃহ তুলা। নীচস্থ গৃহ মেষ। শনির বর্ণ কালো ও নীলাভ।

প্রিয় মাস মাঘ ও ফাল্গুন। প্রিয় বার শনিবার। প্রিয় সংখ্যা ৮। প্রিয় রত্ন নীলকান্ত মনি। প্রিয় ধাতু সীসা ও লোহা। প্রিয় মূল শ্বেত বেড়ালা।

শুক্র

জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে শুক্র হলো গুরু গ্রহ। এবং নৈসর্গিক শুভ।
দৈত্যকূলের প্রধান গুরু মানব কূলের ভাগ্যকে শুভ করে তোলে। সে শীতল ঈষৎ নীলাভ শুভ্র।
শুক্র প্রতিটি রাশিতে ২৪ দিন অবস্থান করে। সে কামনা বাসনা, ভোগ, পাণ্ডিত্য, দীক্ষা, শৌখিনতার উপর সক্রিয়।

শুক্রের শুভ ভাব - সুন্দর গৃহ, যানবাহন, ঐশ্বর্য, শিক্ষা, দীক্ষা, পাণ্ডিত্য, শক্তি, মানসিক তেজ, স্থিরতা, প্রফুল্লতা, দয়া, ত্যাগ ও সেবা।
শুক্রের অশুভ ভাব - কামনা, বাসনা, যৌন সংসর্গ, ব্যাকুলতা, হঠকারিতা, বাচালতা, চপলতা, কুস্থানে গমন এবং কুকার্যে প্রেরণাদাতা।
শুক্রের ব্যাধি - যৌন রোগ, মধুমেহ, পতন, মূর্চ্ছা রোগ, বায়ুরোগ, বাত, প্লীহা, অজীর্ণতা এবং রক্তাল্পতা।
শুক্রের ব্যবসা - মনোহারী দ্রব্য, ফুল, শস্য, বস্ত্র, অলংকার, সিনেমা, আমদানি রফতানি, অর্থলগ্নী।
শুক্রের কর্ম - কেরীনি, গুরুগিরি, যজমানী, পূজাপাঠ।
শুক্রের প্রতিভা - শিল্পী, অভিনয়, লেখক, আবিষ্কারক, জ্যোতিষ চর্চা।

শুক্রের স্ব-গৃহ বৃষ ও তুলা। তুঙ্গী গৃহ মীন। নীচস্থ গৃহ কন্যা। প্রিয় মাস কার্তিক ও জৈষ্ঠ্য। প্রিয় বার শুক্র বার। বর্ণ ঈষৎ আকাশি নীল। প্রিয় সংখ্যা ৬। প্রিয় রত্ন হীরক। প্রিয় ধাতু প্ল্যাটিনাম। প্রিয় মূল রামবাসকের মূল।

তিন
সংখ্যার আপনি

বহু যুগ ধরেই ভাগ্যকে স্বীকার করেছে মানুষ। সেই সভ্যতার প্রথম যুগে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধের স্পৃহায় কবলিত মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও জিততে পারেনি। তুষার যুগের মরণ শীতল হিমের কাছে একদিকে আত্মসমর্পণ, অপর দিকে ম্যামথের মাংস পাওয়ার উন্মুখ চিন্তা - ক্ষুধা নিবৃত্তির নিদারুণ আশা।
সেই যুগ থেকেই মানুষ জানে তার দৈহিক শক্তির উপরেও আরও একটি শক্তি আছে। এবং সেই শক্তির দ্বারাই মানুষ চালিত হচ্ছে। এই দৈবকে বা ভাগ্যকে মানুষ স্বীকার করেছে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা শক্তির দ্বারা।
মানুষের চিন্তা শক্তি আছে বলেই আজ তারা সভ্যতার শিখরে বিরাজমান। কিন্তু তবুও সে তার জীবনের সুখ দুঃখকে দূর করতে পারেনি। সেখানেই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে - আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে ভাগ্যের কাছে।

এই ভাগ্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করেছে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও হস্তরেখা বিজ্ঞান।
কিন্তু তারও আগে সে আবিষ্কার করেছে সংখ্যা। এবং দেখেছে সংখ্যার উপরে প্রতিটি মানুষের জীবনের শুভাশুভ নির্ভরশীলতা।

আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন সিন্ধু-জনপদ সভ্যতা, ব্যাবিলনের সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, মিশরের ফারওএর সভ্যতা ও চিনের হোয়াংহো সভ্যতায় আমরা এর নিদর্শন পাই।
সে সময় মানুষ সংখ্যাকে শুধু আবিষ্কারই করেনি, সংখ্যার যে অদৃশ্য শক্তি মানুষের ভাগ্যকে পরিচালিত করে তা তারা বিলক্ষণ জানতো। তাই তো সিন্ধু সভ্যতার স্তম্ভ, লিঙ্গমূর্তি, পুরী, কোনারক মন্দির, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মন্দির গুলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে বোঝা যায়, দেবালয়ের গাত্রে খচিত মূর্তি স্তম্ভ প্রতিটি এক একটি সাংকেতিক সংখ্যার নিদর্শন। সেই ধারা অব্যাহত বর্তমান সময়েও - বাড়ির নম্বর থেকে টেলিফোন নম্বর, রেল, বাস, বিমানের সিটের নম্বর, টাকার নম্বর - জীবনের কোনও ক্ষেত্রকেই নম্বর বা সংখ্যা থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। এই সংখ্যার কানেকশানে ভাগ্যের উন্নতি যেমন ঘটে, সংখ্যা অনুকূল না হলে বিপত্তিও ষোলআনা ঘটে।

তাই সংখ্যাকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

প্রাচীন ভারতের আর্য গণ, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা আবিষ্কার করে, বাকি সংখ্যা লেখার যে প্রণালী চালু করেছেন, তার পেছনেও সংখ্যা ও ভাগ্য গণনার ইঙ্গিত ছিল। এবং সেই ভাগ্য গণনা যখন হয়, তখনও জ্যোতিষ শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি।

সাধারণত ১ থেকে ৯ সংখ্যা দিয়েই যাবতীয় সংখ্যাকে লেখা যায়। ০ (শূন্য)র কথা পরে বলছি। এর রহস্যও অন্তহীন।
আমরা সকলেই ছোটবেলায় বইতে পড়ে এসেছি -
১ এ চন্দ্র।
২ এ পক্ষ
৩ এ নেত্র
৪ এ বেদ
৫ এ পঞ্চবাণ
৬ এ ঋতু
৭ এ সমুদ্র
৮ এ অষ্টবসু
৯ এ নবগ্রহ
এবং ১০ এ দিক।

এবারে কথা হলো চন্দ্র যেমন একটি, সূর্যও তো তেমন একটি। তাহলে এক এ চন্দ্র হলো, সূর্য কেন হলো না?
তার কারণ হলো বৈদিক পতিদের চোখে সূর্য হলো ব্রহ্ম। সেটা আগেই গ্রহ সম্পর্কে লেখার সময়ে আমি লিখেছি। তাই ব্রহ্মের মূল্যায়ন করা কঠিন ব্যাপার।

সূর্য গ্রহ নয় - সে-ই হলো গ্রহের স্রষ্টা। তাই সূর্যের প্রকৃত সংখ্যা হলো ০ ।
যখন ক্যালেন্ডার বা মাস আবিষ্কার হয়নি, তখন চন্দ্রের বিচার দিয়ে দিন গোনা হতো। এবং সেই থেকে তিথির আবিষ্কার।

তবে ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে মনে হয়, '২' হলো জীবনের প্রতীক (পরে বলবো)। জন্ম মৃত্যু নিয়েই তো জীবন।
আর '৭' হলো জীবন ও জ্ঞানের উৎস। সাতটি সমুদ্র ও সাত ঋষির কথা আমরা জানি। এই ২ + ৭ = ৯ হয়। '৯' হলো সংখ্যাতত্ত্বের শেষ সংখ্যা এবং ৯টি গ্রহই আমাদের পরিচালিত করে।
প্রাচীন ঋষিরা যেমন সংখ্যার গোপন রহস্য আবিষ্কার করেছেন তেমনই মিশরীয় ও চ্যালিডনরাও তা আবিষ্কার করেছেন। কাবালা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা পরে করবো।
আজকের গণিতজ্ঞগণ অনেক মাথা খাটিয়ে সূর্যের যে সায়ন সিদ্ধান্তে এসেছেন, হাজার হাজার বছর আগে হিন্দু ঋষিগণ তা আবিষ্কার করেছিলেন।
হিন্দু, মিশরীয়, চীনা ও চ্যালিডনরা শুধুমাত্র আবিষ্কারই করেননি, তাঁরা প্রমাণও করেছিলেন প্রতিটি নামের একটি সংখ্যা আছে।
যেমন অসীম ও চিরন্তনের ইঙ্গিত '০'। ১ মানে একেশ্বরবাদ, ২ যেমন জীবন, ৩ হলো পুষ্টি, আত্মা, তেমনই ৪ হলো মহাজ্ঞান চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ৫ এর মধ্যে পাই পঞ্চইন্দ্রিয়ের সংকেত,

৬ বলতে মানব জীবনের ছয়টি ধাপ - নবজাতক, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। ৭ হলো জ্ঞানের উৎস এবং ৮কে তাঁরা বললেন ধী শক্তি ও ধৈর্য্যশীল, ৯ হলো সর্বাধিনায়ক ও জীবন রহস্যের পূর্ণতার ইঙ্গিত।

ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, টেনিস থেকে ক্যারাম সব খেলাতেই আমাদের গুণতে হয় সংখ্যাকে।
জন্মতারিখের মধ্যে খুঁজি নম্বর।
মৃত্যুর দিনও নম্বর।
চাকুরির দিন বোঝাতেও নম্বর।
পরীক্ষার দিনেও দেখি নম্বর।
সর্বোপরি লটারি, জুয়া, রেস, সর্বত্রই নম্বর আর নম্বর।

আমাদের আধ্যাত্মবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা। সে-ও ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই নিরিখে দেখতে গেলে ১+ ৮ = ৯ যা জীবন রহস্যের পূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ ৯ সংখ্যা, সংখ্যাতত্ত্বের শেষ একক সংখ্যা।
৯ কে ৯ দিয়ে যোগ করলে যোগফলের একক সংখ্যা ৯ই হবে।
যেমন ৯ + ৯ = ১৮ ১+ ৮ = ৯
৯ + ৯+ ৯ = ২৭ ২ + ৭ = ৯
৯ + ৯ + ৯ + ৯ = ৩৬ ৩+ ৬ = ৯
আবার ৯কে যা দিয়েই গুণ করুন একক সংখ্যা ৯ ই হবে।
যেমন ৯ X৬ = ৫৪ ৫ + ৪ = ৯
৯ X ১১ =৯৯ ৯ + ৯ = ১৮ ১ + ৮ = ৯

বাইবেলও এই সংখ্যাকে প্রতীক রূপে জেনেছে। ১ হলো স্রষ্টা ও ০ হলো চিরন্তন।
আসুন ০ বিন্যাসকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করি। মহাশূন্যের অস্তিত্বকে।
সংখ্যা এমনই এক অলৌকিক বস্তু যা বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই সংখ্যার যে গুরুতর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবনে পতিত হয়, তার গোপন কথার সন্ধান একমাত্র ঋদ্ধিমান সাধক সন্ন্যাসীরাই পেয়েছেন এবং নরনারীর জীবনের শেষ পরিণতি কী তা এই সংখ্যার মাধ্যমেই ঘোষণা করেছেন।
সংখ্যার মধ্যে যে অসীম তেজস্ক্রিয় সম্পন্ন শক্তি, যে শক্তি সনাতন শাশ্বত ও স্পন্দনশীল।

আমার স্থির বিশ্বাস সংখ্যার স্পন্দন ক্ষমতা কতদূর বিস্তৃত তা জানতে না পারলে কোনও মতেই ভাগ্যকে বিচার করা যাবে না। সংখ্যার ভাষা খুবই কঠোর, আবার কোমলও বটে। আমাদের জীবন এক একটি সংখ্যা। যে সংখ্যার বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে আমাদের প্রাণ স্পন্দিত হয়ে থাকে।
আপনার নাম, বাড়ির নম্বর, পাড়ার নাম, রাস্তার নাম,আপনার কর্মক্ষেত্রে যোগদানের

তারিখ, দৈনিক কর্মসূচীর তালিকা, গাড়ির নম্বর, টেলিফোন নম্বর, এবং লটারি টিকিট - সবই সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

এক একটি সংখ্যা এক একটি জীবনের প্রতিভূ। অতএব সংখ্যা আপনার ভাগ্য বলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সংখ্যার কোনও শেষ নেই। একক, দশক, শতক থেকে লক্ষ, নিযুত, কোটি। আরো আছে শংখ, পাম, পরার্ধ পর্যন্ত। কিন্তু ভুললে চলবে না এত বড় সংখ্যা তৈরি হয় মাত্র দশটি সংখ্যায় - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ০

১ থেকে ৯ পর্যন্ত সাজিয়ে বা পাশাপাশি লিখে বড় সংখ্যা তৈরি করা যায়। কিন্তু '০' না বসালে তার সার্বজনীনতা প্রকাশ পায় না। ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৭০, ১০২, ১১০ এভাবে লক্ষ কোটি লিখতেও '০' প্রয়োজন।

'০'-এর যে একটি মূল্য আছে তা প্রাচীন ভারত, মিশর, মেসোপটেমিয়া, রোম, গ্রীক দেশে প্রজ্ঞাবান পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন বারংবার। সেই '০' (শূন্য) দিয়েই শুরু করবো।

অবশ্য শূন্য দিয়ে সূক্ষাতিসূক্ষ বিচার বৈদিক যুগের চেয়ে উপনিষদ কালে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সে খোঁজ পাওয়া যায়। যে কোনও সংখ্যা ভাঙা যায়। যেমন

১, ১২, ১৪, ১৮, ১১০ এই রকম। কিন্তু শূন্য (০) কে কোনও ভাবেই ভাঙা যায় না। তাই সে চিরন্তন।

ভারতীয় দর্শনে আছে শূন্য (০) থেকে সব সৃষ্টি। আবার শূন্যতেই (০) সব শেষ। ফলে সংখ্যা থেকে ভাগ্য জানার জন্য শূন্যকে বিশেষ স্থান দিতেই হবে।

কারো নামের সংখ্যা বা জন্ম তারিখ সংখ্যা ইত্যাদি একক করার আগে দশক সংখ্যা থাকলে যেমন ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ এদের একক সংখ্যায় পরিণত করতে হবে।

যেমন ধরুন ১০ = ১

২০ = ২

৩০ = ৩

৪০ = ৪

৫০ = ৫

৬০ = ৬

৭০ = ৭

৮০ = ৮

৯০ = ৯

এই দশক সংখ্যার যে বিচার্য বিষয়, তার সঙ্গে একক সংখ্যার বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে তার পরে ভাগ্য বিচার করা প্রয়োজন।

শতক সংখ্যার মধ্যে কোনও শূন্য (০) থাকলে তাকে অবলীলাক্রমে বাদ দিয়ে দেওয়াটা কিন্তু উচিত হবে না। তার খুবই প্রয়োজন আছে।

শূন্য '০' মাহাত্ম্য

এক অভিনব সুন্দর বস্তু এই '০' শূন্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। '০' শূন্য হলো অনাদি ও অক্ষয়।
পার্থিব অপার্থিব বস্তু এর মধ্যে বিরাজ করছে। এক প্রবল আধ্যাত্মিক চেতন শক্তিতে সে স্পন্দিত। কোনও ভঙ্গুর জিনিসের প্রতি তার আকর্ষণ খুবই কম। জগতটা যে স্বপ্ন ও মায়া - তার চূড়ান্ত সংকেত হলো এই '০' শূন্য।
সীমা থেকে অসীমে যাবার জন্য সে উন্মুখ। বস্তু তান্ত্রিকতার কঠিন আবর্তের মধ্যে পতিত হয়েও '০' যে কোনও উপায়ে হোক না কেন, সীমাহীন আকাশের দিকে ধাবিত হবে।
ক্ষুদ্র পরিবেশ, সীমিত চিন্তা, সংকীর্ণ মন, সামান্য বস্তু, ইন্দ্রিয় ভোগ, যৌন কামনা সে পছন্দ করে না।
অনাবিল আনন্দ, ত্যাগের মধ্যে ভোগ, ঐশী শক্তির প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, মানবতাবাদ, বিশ্বমৈত্রী তার একান্ত কাম্য।
'০' মনকে উদার করে। করে তোলে উদাস। বাউল-ভাবে সর্বদাই সে মগ্ন। শত কষ্টকে হাসি মুখে সহ্য করার ক্ষমতা সে রাখে। '০' সীমার মাঝে অসীমের সুর বাজিয়ে সকলকে তন্ময় করে রাখে।
'০' প্রথম জীবনে বাধার সৃষ্টি করে। যেন মনে করিয়ে দেয় জীবনটা দুঃখ দুর্দশায় পরিপূর্ণ। হতাশাময় এক সংসার। কিন্তু পরবর্তীকালে সকল ভ্রান্তি দূর হয়। দূর হয় সকল ক্লান্তি ও শ্রান্তি। তখন বিভিন্ন দিকে থেকে বৈচিত্র্যে ভরে ওঠে মন। '০' চিন্তার মধ্যে থাকে সুতীক্ষ্ণ গভীরতা।

সংসার - সমস্যা দূরীভূত হয়ে এক অপার আনন্দের অপরূপ আস্বাদ সে লাভ করতে পারে।
'০' সহ্য করার ক্ষমতার প্রতীক। কর্ম জীবনে সে প্রকৃত কর্মী হওয়ার প্রেরণা জোগায়। প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই তার একমাত্র সঙ্গীত। '০' কষ্টকে নীরবে সহ্য করে। আবার সুখকেও অপ্রকাশ্যে অনুভব করে।
পিতামাতা, সন্তান, প্রেমিক, স্ত্রী, বন্ধু, পরিজন সকলের প্রতি সে সর্বদাই সদয়।
'০'-এর রোগভোগ হলেও তা তাকে ধ্বংস করতে পারে না। মনের এবং চরিত্রের দৃঢ়তার দ্বারা সবকিছুকেই সে জয় করতে প্রস্তুত।
যাদের জন্ম তারিখ ১০, ১৯, ২০, ২৮, ৩০ তারিখে হয়, বা দশমী ও অমাবস্যা তিথিতে হয়, তাদের উপর '০'-এর প্রভাব পড়ে।

১ সংখ্যার মাহাত্ম্য

এটি এমন একটি বিশিষ্ট সংখ্যা যা নরনারীর জীবনে প্রতিক্ষণে নানা বস্তুর সংহতির ঐকতান সৃষ্টি করে। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অণুপরমানুকে সে শুধু স্পন্দিতই করে না, সর্বদা তার

দিকে আকর্ষণ করে। জীবনের স্বাদ বিস্বাদ - উভয়েরই কেন্দ্রীভূত বিন্দু যেন সে।
'১' হলো জীবনের এক দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সংখ্যা জীবনের বুকে অনিবার্য কারণ বশত ঘাত প্রতিঘাত চালায়। যার ফলে এই '১' সংখ্যার জাতক জাতিকা সাংসারিক সুখ থেকে বিরাট ব্যবধানে বঞ্চিত হন।
'১' সদা সর্বদা ক্লান্তি মুখর ও বেদনা মেদুর দিন যাপনের গ্লানিরই ইঙ্গিত দেয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে একটা দিশেহারা সাইক্লোন মাত্র। তাই '১' এর মধ্যে সর্বদাই এক সচেষ্ট ভাব থাকে।

কিন্তু এই '১' এর মধ্যে যে কত শুভ রহস্যঘন বস্তু আত্মগোপন করে আছে তা অনেকেরই অজানা।
হিন্দু পুরোহিতগণ ও তিব্বতীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ '১' এর গোপন রহস্যকে অনাবৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। তারাই উদঘাটিত করেছেন এই চূড়ান্ত সত্যকে যে '১' বলে দেবে আঁধারের অপর পাড়ে কে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ যিনি সদা সর্বদা জাগ্রত বলেই সূর্য, চন্দ্র, তারকারা আলো দানে প্রস্তুত।
বেদবাদী ও ভক্তিবাদীদের কাছে '১' হলো চিরোজ্জ্বল। মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ - তার মূলেও হলো এই সংখ্যা। অজানা জগত থেকে জানার জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য '১' এর প্রস্তুতি অনস্বীকার্য।
তাই '১' এর মাহাত্ম্য কেবল ১ই। তার দ্বিতীয় কোনও সংখ্যা নেই, যাকে সে নির্ভর করতে পারে।
জীবন দর্শনের অদম্য স্পৃহাকে সে হোমশিখার মতোই দ্যুতিময় করে তোলে। তাকে ঘিরে সব কিছুই চলছে যেন নৃত্যের তালে তালে।

'১' নরনারীকে সর্বদা সতর্ক করে রাখে। সে বুঝিয়ে দেয় কখন কোন মুহূর্তে কোন দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। এবং সেই বিপদকে মোকাবিলার প্রেরণাও দেয় সে।
'১' কর্মক্ষেত্রে যে গুরুদায়িত্ব বহন করে তাতে চূড়ান্ত ক্লান্তি বোধ করলেও নিজেকে কখনও অসহায় ভাবে না। জীবন যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়া তার কাছে মৃত্যুসম।
এ কারণেই সে যেন সর্বদা রণসজ্জায় সজ্জিত থাকে। '১' এর চিন্তাশক্তি প্রবল। দুর্ধর্ষ বেদুইন ভাব তার মধ্যে। যে শত্রু, সে শত্রুই থাকে। সুযোগ পেলে অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।
এ কারণে শত্রুকে সমূলে বিনাশ করতে তার হাত এবং হৃদয় কোনওটাই কাঁপে না।
'১' এর মর্যাদা জ্ঞান তার কাছে যেন দুর্লভ রত্ন সমান। একলা চলো নীতিকে সে জন্ম থেকেই গ্রহণ করেছে। কোনও সময়েই মাথা নত করার ভীরুতা তার নেই। তাই সর্বদাই '১' জয়ের ভেরি বাজিয়ে থাকে।
'১' এর প্রধান বিশেষত্ব - সে সর্বদাই কৌশলরত। তাকে বোঝা অতি ধূর্তের পক্ষেও কঠিন। তার ক্ষমতা লোলুপতা, তার প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা, তার দায়িত্বজ্ঞান, তার শৌর্য্য বীর্য দেখার মতো।

'১' সংখ্যা কারুর অধীনতা স্বীকার করে না। উল্টে তার অধীনেই সকলকে সে থাকতে বাধ্য করে।
প্রতিপদ ও দশমীতে জন্মগ্রহণ করলে '১' এর প্রভাব পড়ে।

২ সংখ্যার মাহাত্ম্য

'২' সংখ্যার মধ্যে আছে কুসুমের কোমলতা, মেঘের কমনীয়তা, জলের ও হরিণের চঞ্চলতা এবং মাদকতা।
মিশরীয় পুরোহিতেরা বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন। তারা '২' সংখ্যার প্রকৃত কার্য ক্ষমতা প্রথমে ঠিক মতোন বুঝে উঠতে পারেননি।
'২' সংখ্যাকে বিচার করার পূর্বে ১ সংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ কার্যকারিতা এতে সংমিশ্রণ করতে হবে। এবং সেটাই করা উচিত।
একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ১ + ১= ২ হয়। অতএব ২ কে কেবল মাত্র নারীসুলভ কোমল, কমনীয় ভাবাটা একেবারেই সঠিক নয়।

'২' সংখ্যা এমনই একটি সংখ্যা যে আত্মার সাথে আত্মীয়তা করতে জানে। তবে '২' সংখ্যা কখনই '১' এর মতো নিজেকে প্রকাশিত করবে না। তার কার্যকলাপ কখনও প্রত্যক্ষ, আবার কখনও পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করবে। চঞ্চলতা থাকলেই উল্কার মতো আকস্মিকতা তার ভেতরে পাওয়া যায় না। সে সর্বদাই ধীরে এগোয়। কোনও কিছু করার আগে বারবার ভাবনা চিন্তা করে তার পরে কাজ করে। তার এই চিন্তাই হলো তার জীবন দর্শনের চাবিকাঠি।

তার মধ্যে আবেগকে কখনই সে সব সময় প্রকাশ করে না, তা সংরক্ষণ করার ক্ষমতা তার ভিতরে থাকবে। '২' সংখ্যা হাসিমুখে যে কোনও উৎপীড়ন সহ্য করতে পারে, পারে পরিস্থিতির সাথে নিজেকে সুন্দর ভাবে মানিয়ে নিতে। কেন না সে ভাল মতোন জানে - যে সয় সেই রয়।

'২' সংখ্যার দায়িত্বজ্ঞান প্রচণ্ড রকম। তার তীক্ষ্ণ অনুভবীয় ক্ষমতায় সে তার পারিপার্শ্বিক যে কোনও পঠভূমিকাকে পাল্টে ফেলতে দক্ষ।
'২' তার লক্ষ্যে স্থির থাকতে ভালোবাসে। যে কোনও লক্ষ্যই হোক, যদি দেরিও হয়, সে স্থির থেকে সেই লক্ষ্যে ঠিক পদার্পণ করে।
'২' সংখ্যার মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মপ্রত্যয় থাকে 'Melody ' বলতে যা বোঝায়, তার একটা খনি পাওয়া যায় ২ সংখ্যার জাতক জাতিকার মধ্যে।
'২' সংখ্যার মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ প্রবল। এবং সাংসারিক জীবনেও তার কর্তব্যবোধ চোখে পড়ার মতো।

'২' সংখ্যা প্রচণ্ড আশাবাদী। একঘেয়ে জীবন যাপন তার না পসন্দ্। হতাশা তার জীবনে কোনওখানে বা কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। জন্ম গ্রহণ যদি কেউ করে থাকে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে - তা বলে বাঁচার আকাঙ্খা থাকবে না? তাই জীবনকে উপভোগ করে বাঁচার মতো বাঁচার আকাঙ্খা তীব্র।

২ সংখ্যা যেমন সৎ। সততাই তার মূলধন, আবার তার কুটিলতা অন্যদের হার মানাতে পারে। সে যে রকম সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা রাখে তেমনই মিথ্যাকে কোনও ভাবে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগও করতে পারে।
কোন সময় কার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে আর কখন কার সাথে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, সেটা ২ সংখ্যা ভালোই বোঝে। অহংকার কিছু হলেও তার মধ্যে থাকে। কিন্তু অনেক সময় তা জাহির করে না।

'২' সংখ্যার উচ্চাশা যেন মেঘে ঢাকা তারা। তবে তাদের উচ্চাশা একটু বেশি বয়সে বাস্তবায়িত হয়। এবং অন্যের মঙ্গল চিন্তায় তাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

'৩' সংখ্যার মাহাত্ম্য

'৩' সংখ্যা প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকদের কাছে আশার দ্যুতি সম বিচ্ছুরিত। প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, চিন্তা, সংযম, স্বচ্ছলতা, ধূর্ততা, রাজনৈতিক কুশলতা, দূরদর্শিতা, এমনই নানা গুণ এই '৩' সংখ্যার মধ্যে অবস্থান করছে।

যদি মিশরীয় শাসনকালে দেখি এই '৩' সংখ্যাকে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য সন্তান বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সদাই প্রস্তুত এই '৩' সংখ্যা। তাই তো এর প্রতীক এক হাতে বজ্র, অন্য হাতে অভয়।
তিব্বতীয় বৌদ্ধরা '৩' কে সমাদর করেন এবং তারা মনে করেন এই সংখ্যা মঞ্জুশ্রী দ্বারা আচ্ছাদিত। যদি ভারতীয় বৈদিক সভ্যতাকে দেখি, তাহলে বলতে হয়, বৈদিক ভারতের মঙ্গলময়ের যথার্থ প্রতীক হলো এই '৩' সংখ্যা। ভারতীয় বেদ বেদাঙ্গ বিদ্যা শিক্ষার পবিত্র হোমশিখা।

'৩' সংখ্যা হলো ত্রাণকর্তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালীর কঠোরতা থেকে দুর্বলের ত্রাণ করা এর প্রধান কাজ।
তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত, '৩' সংখ্যার মধ্যে কিন্তু '২' সংখ্যার অশুভ দোষ এবং '১' সংখ্যার শুভ গুণ বিরাজমান।
'৩' সংখ্যার মধ্যে সব সময়ই যুগ্মভাব অবস্থান করছে।
অর্থাৎ ২ + ১ = ৩

তাই এই সংখ্যার কিছু শুভ অশুভ গুণ দোষের চার্ট দেওয়া হলো

'৩' সংখ্যার দোষ গুণ ভাব

শুভ

প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বিচক্ষণতা, শুচিতা, ধীরতা, সংযম, ভক্তিবাদ, দর্শন চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা, স্থিরতা, মধুর স্বভাব, সুন্দর তনু, মন্ত্রিত্ব, দক্ষতা, পরামর্শদাতা, ঈশ্বরবিশ্বাসী, যোগী, জ্ঞানদাতা, কর্তব্যপরায়ন, ধনী, সর্বত্যাগী, সত্যবাদী, অহিংস।

অশুভ

কামোন্মাদ, মূর্খতা, অন্যায়কারী, বাচালতা, ধূর্ততা, ঋণ, সম্ভোগ, নারী আসক্তি, অশুচি, বিকৃত চিন্তা, বিষয়ী, কামনা ও বাসনা মত্ত, অহংকারী, দাম্ভিক, নাস্তিক, দুঃখী, লোভী, মিথ্যাবাদী, চৌর্য্যবৃত্তি, কূটিল, মদ্যপ, হিংস্র।

কোনও জাতক বা জাতিকা যদি দ্বাদশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করে, তার ভিতরে '৩' সংখ্যার গুণাবলী থাকবে। এবং সেটা যদি শুক্ল পক্ষের হয়ে থাকে তাহলে '২' এর প্রভাব বেশি থাকবে। তৃতীয়া তিথিতে জন্মালেও '৩' সংখ্যার প্রভাব তার মধ্যে থাকবে।

'৪' সংখ্যার মাহাত্ম্য

'৪' এমন একটি সংখ্যা, যার রহস্যময়তা প্রবল। এর নাম শুনলেই সবাই নিজ নিজ ধর্মের ইষ্ট জপ করেন। বিতর্কিত একটি সংখ্যা হলো '৪'। শুধুমাত্র এর রহস্যময়তাকে ঘোষণা করেই পুরোহিতগণ থামেননি, তিব্বতি তান্ত্রিকগণ এই '৪' সংখ্যার মধ্যে আধিভৌতিকতার সন্ধান পেয়েছেন। মিশর ও গ্রীকদের কাছে এই '৪' সংখ্যা হলো সর্বনাশের করাল মূর্তির প্রতীক স্বরূপ।

তবে '৪' সংখ্যাকে নিয়ে এই ভীতিভাব সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য এক জাগ্রত প্রহরী হলো '৪'। যারএক হাতে মধুর বাঁশরী, অন্য হাতে দুষ্ট দমনের জন্য রণতূর্য।

'৪' সংখ্যা হলো বাস্তববাদীকতার নিদর্শন। জীবন যে আরাম কেদারা বা পুষ্প বিছানো নরম শয্যা নয়, সেটা '৪' সংখ্যা বেশ ভালো মতোন জানে। আকাশ কুসুম চিন্তা বা দিবাস্বপ্ন ভরা নয় জীবন, তা মরমে উপলব্ধি করতে পারে '৪' সংখ্যার জাতক জাতিকা।
কোনও কাজ করতে গিয়ে তারা বারংবার আঘাত পায়। হাজার আঘাত পেয়েও আবার উঠে দাঁড়ায় এবং সবেগে আক্রমণ শানায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রুখে দাঁড়ায় ও জয়ী হয়।

'৪' সংখ্যা হলো বর্তমান সময়ের পারমানবিক শক্তি। '৪' এর মধ্যে যে প্রতিভা থাকে তা

যদি সঠিক ভাবে প্রকাশ পায়, তাহলে তার প্রতিভা সমগ্র বিশ্বজগতের কাছে সমাদৃত হয়। এবং তারা বিশ্ববন্দিত হয়।
'৪' সংখ্যার জাতক কিছু মানুষের কাছে প্রিয় এবং কিছু মানুষের কাছে অপ্রিয় হয়। কিন্তু '১' সংখ্যার মতো সহজ সোজা কথা বলতে ভালোবাসে। '৩' সংখ্যার মতো তার ভিতরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকে ভরপুর। আবার '২' সংখ্যার মতো কোমল ও কুটিলতায় হয় সেরা। অর্থাৎ '৪' সংখ্যার ভিতরে ১, ২, ৩ সংখ্যার প্রভাব দেখা যায়।
১+৩=৪ ২+২=৪

'৪' সংখ্যার জাতক বা জাতিকা যুক্তিতে ঈশ্বর বিশ্বাসী, রহস্যময়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আস্থাবান, প্রেমিক, সদালাপী, দৃঢ়চেতা, রাজনীতিবিদ, কামার্ত, বেহিসাবি, উদার, বিদ্বান, তার্কিক, পণ্ডিত এবং নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে।
সাধারণত ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করলে জাতক বা জাতিকা '৪' সংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং চতুর্থী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করলেও এই প্রভাব থাকে। এরা সর্বদাই ভ্রমণরত হয়ে থাকে। যেন পায়ের তলায় সর্ষে!

'৫' সংখ্যার মাহাত্ম্য

এই সংখ্যা রহস্যবাদীদের প্রথম থেকেই প্রলুব্ধ করে এসেছে। বৈদিক, পৌরাণিক ভারত, পারস্য বা মিশর, গ্রীক - সব দেশের ঋষিদের আরাধ্য হলো এই '৫' সংখ্যা। কথিত আছে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সপ্তাহে একবার এই '৫' সংখ্যার আরাধনা করেন ভগবান তথাগত রূপে। '৫' সংখ্যা খুব রমণীয় একটি সংখ্যা।

'৫' হলো চির নবীন, চির সবুজ, চির অনন্ত, চির উল্লাস, চির উদার এবং চির দুর্বার। তবে '৫' সংখ্যাকে বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। কাঁটায় ভরা খেজুর গাছের মাঝে মিষ্টি রসের আধার বা কঠিন আস্তরণে মোড়া নারকেলের মধ্যে নরম শাঁস আর সুমিষ্ট জল কেমন করে পান করতে হয় তা '৫' সংখ্যা বেশ ভালোই জানে।

চিন্তার অসীম গগনে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দেওয়া যেমন তার কাজ, জ্ঞানের অতলে গমন করে মনি মানিক্য তুলে আনাও তার কাজ। ত্যাগের উচ্চশিখরে উড্ডিয়মান কেতন হলো '৫'। চারিত্রিক শুচিতার অলকনন্দায় তার নিত্য স্নান। বুদ্ধির তীব্র মশাল অগ্নি তার স্বরূপ। পরদুঃখকাতরতার শোক সিন্ধু ভরা তার নয়ন যুগল।
সৃষ্টির নব উচ্ছ্বাসের ধ্বনি তার স্বতস্ফূর্ত লেখনীতে। '৫' সংখ্যা সবাইকে তার দিকে আকর্ষণ করতে পারে। বর্ণ বিভেদ তার কাছে তুচ্ছ। '৫' সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বাঁচতে ভালবাসে।
'৫' সবাইকে নিয়ে একসাথে চলতে ভালোবাসে। শত্রু মিত্র ভেদ তার মধ্যে নেই। বিশ্বজোড়া বহু প্রাণের মধ্যেই সে মহাপ্রাণের জয়গান সর্বদা রচনা করে চলে।

'৫' সংখ্যার মধ্যে '২' এর অশুভ প্রভাব এবং '৩' এর শুভ প্রভাব দেখা যায়।
২ +৩ =৫

কিছু ক্ষেত্রে '১' সংখ্যা ও '৪' সংখ্যার প্রভাবও তার মধ্যে থাকে।
৪ + ১ = ৫
তাই তো সে তার মনকাড়া বাঁশির সুরে সবাইকে পাগল করে তোলে। এবং তার আকর্ষণীয় চুম্বক শক্তির কাছে হার মানে সবাই।
পঞ্চমী বা চতুর্দশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করলে '৫' এর প্রভাব পড়ে।
'৫' হলো স্নিগ্ধতা, আকর্ষণ, বিদ্রোহ, বিলাসিতা, উদারতা, সংলাপ, কামনা, বাসনা, সর্বত্যাগী, বুদ্ধি, রাজনীতি, ঐশী ভাব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভাগ্যে বিশ্বাসী, হঠাৎ মৃত্যু, সুকর্মী, দুর্ঘটনা ও উজ্জ্বল ভাব।

'৬' সংখ্যার মাহাত্ম্য

প্রাচীন ভারত, মিশর, গ্রীসে এই '৬' সংখ্যা যেন জাদুকর! অসম্ভবকে সম্ভব করতে সিদ্ধহস্ত এই সংখ্যা।
'৬' যৌবনের উন্মাদনায় কামভাব অতিপ্রিয়, আবার পর মুহূর্তেই সে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী - কামনা, বাসনা, সর্বস্ব ত্যাগের প্রতীক।
ছ'টি ঋতুর সমাহার এই সংখ্যাতেই পাওয়া যায় - যেন গ্রীষ্মের মরুভূমি, বর্ষার উচ্ছ্বাস, শরতের শিউলি, হেমন্তের পাকাধান, শীতের শুষ্কতা, বসন্তের রঙিন পুষ্প।

'৬'-এর ধৈর্য্য শক্তি প্রবল। তন্ত্র মন্ত্রে বেশ পারদর্শী, জীবনের সব গোপন কথা তার ঠোঁটস্থ, বাক চাতুর্য তার স্বভাব সিদ্ধ, সমগ্র জীবন দর্শন তার হস্তগত।
'৬' মৃত্যুকে অমৃত রূপে দেখাটাই তার বেদজ্ঞান। ক্ষমা তার কাছে চেতনা শক্তি।
'৬' চিকিৎসা বিজ্ঞান, নাটক, সংলাপ, সাজসজ্জা, প্রেমে পটু।
'৬' প্রকৃত শিক্ষক, তার কাছে অনেক শেখার আছে।
'৬' সংখ্যার মধ্যে যে অমৃত ভাণ্ড সঞ্চিত থাকে তাতে দুটি গুণ - একটি স্বগুণ, একটি নির্গুণ ভাব থাকে। অচলকে সচল করার মন্ত্র তার জিহ্বাগ্রে। '৪' থেকে স্বগুণ, এবং '২' থেকে নির্গুণ ভাব এই সংখ্যায় প্রকাশ পায়।
৪ + ২ = ৬ এবং
৩ এর প্রভাবও থাকে। ৩ + ৩ = ৬

'৬' এর সন্তানের প্রতি দরদ অসীম। আবার '৬' যেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ, তেমনই সে অন্যের জন্য জীবন দান পর্যন্ত করতে পারে।
'৬' পারে দূরকে নিকট করতে। বা মানবিক আবেদনে সাড়া দিতে। আবার '৬' পারে বিকৃত

কামনার শিকার করে কত যৌবনকে পায়ে দলে দিতে। '৬' পারে যত প্রকার নোংরা কাজ করতে। যারা ষষ্ঠী, পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের উপর '৬' প্রভাব ফেলে।

'৭' সংখ্যার মাহাত্ম্য

'৭' হলো এমন এক রহস্যময় সংখ্যা, যাকে নিয়ে মত বিরোধের অন্ত নেই। প্রাচীন ঋষিগণ একে আদি দৈবিক সংখ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন।
'৭' সর্বদা মঙ্গলময়, ঐশ্বর্য প্রদানকারী, হিতকর, প্রেমময় এবং সম্পদ বৃদ্ধিকারি।
'৭' নিজেকে সংযত করার দক্ষতা রাখে। এমনিতে অলস ভারাক্রান্ত হলেও সে কোনও কিছুতেই ধৈর্য্য হারায় না। তাই সে কোনও কাজে হাত দিলে সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করতে পারে।
'৭' কে ঋষিগণ স্বয়ং বসুমাতার প্রতীক বলে মনে করতেন।
'৭' এর দৃঢ়তা আছে প্রবল। '৭' এর উপর সহজে কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে যেটা মনে করবে, সেটা করেই ছাড়বে - তা সে যত কঠিনই হোক না কেন।
'৭' প্রচণ্ড কষ্ট সহিষ্ণু। এর সামাজিক সম্মান প্রবল। মুখে প্রকাশ না করেও সে হাসি মুখে কষ্টকে সহ্য করতে পারে। সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলার পক্ষপাতি। কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে চায় না।
'৭' এর আত্মিক বিকাশ ও পরদুঃখকাতরতা দেখার মতো। অন্যের দুঃখে কাঁদতে পারে। কিন্তু সেই কান্না চাপা। কেউ টের পাবে না।

'৭' এর ভিতরে থাকে '৫' এবং '২' এর প্রভাব।
৫ + ২ = ৭ এবং
'৪' ও '৩' এর প্রভাব। ৪ + ৩ = ৭
'৭' কাউকে ছোট বা বড় করে না। সকলকেই সমান চোখে দেখে। '৭' এর মধ্যে থাকে মার্জিত ব্যবহার। হাসিমুখে সর্বদা সে সবকিছুকে বরণ করে নিতে পারে।
'৭' বস্তু হিসেবে ভালো মনের ও ভালো মানের হয়ে থাকে। এবং সন্তান ও বন্ধুত্বের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। এরা মিথ্যা চিন্তার ধার ধারে না। প্রেমিক হিসেবে হয়ে থাকে খাঁটি মানুষ।
যারা সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাদের উপর '৭' এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

'৮' সংখ্যার মাহাত্ম্য

এই '৮' সংখ্যাও প্রকৃত পক্ষে একটি রহস্যের প্রতীক। প্রাচীন কাল থেকেই '৮' সংখ্যাকে ঋষিমুনিগণ অতি পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে পুজো করে আসছেন। যতগুলি সংখ্যা আছে তার মধ্যে '৮' সংখ্যা এমন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংখ্যা - যার মধ্যে বিশ্বতন্ত্রের সুর বাধা

আছে। রহস্যবাদীরা '৮' সংখ্যাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা কল্পনা করে এসেছে। এবং এখনও করে চলেছে।

'৮' কে নিয়ে কত মত বিরোধ, কত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার কোনও ইয়ত্ত্বা নেই।
'৮' প্রতিহিংসা পরায়ণ কুটিল মনা, দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রনার দাহক ও শ্মশান শূন্যতার নিঃশ্বাস। এর মধ্যে যেন শুভ ভাব প্রকাশই পায় না। '৮' এর কাছ থেকে সবাই যেন দূরে, বহু দূরে থাকতে পছন্দ করে। '৮' তির্যক ভাবে আঙুলের সংকেত করে যেন রুদ্র সুন্দরের বলিষ্ঠ ঈশারা। জীবন যন্ত্রনার যা কিছু - অর্থাৎ জীবন জিজ্ঞাসা, জীবন দর্পণ, জীবন যুদ্ধ - সব কিছুই এই '৮' সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
'৮' সংখ্যা যেন সামরিক বাহিনীর কড়া নিয়মন শৃঙ্খলা ও অনুশাসন নিয়ে হাজির হয়ে আছে।

তবে '৮' সংখ্যার মাহাত্ম্য তারাই বেশি বর্ণন করেন, যারা তার জীবন স্পন্দনের সুদূরপ্রসারী স্বাদ গ্রহণ করেছেন।
'৮' হলো সাধু সন্তদের কাছে কালবৈশাখীর তাণ্ডব শেষে স্নিগ্ধ শান্তির কোমল ও উর্বরময় রূপ। যেন সংহারের, পর মুহূর্তেই সৃষ্টির স্বীকৃতি।
'৮' সংখ্যা জীবনকে কষ্টিপাথরে যাচাই করে তারপর জীবনের মূল্যায়ন করে। আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান, সাধন, ত্যাগ, যোগ এবং একাগ্রতা ও সততা ও নিষ্ঠা যার পরতে পরতে।

'৮' সংখ্যার নির্দেশ হলো, কাজ করো - যশ লাভ হবেই, তা সে দ্রুত হোক বা বিলম্বে।
'৮' সংখ্যা আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের দূত। তন্ত্র, সাধক, জ্যোতিষীগণের কাছে অতি পূজনীয়। কারণ সে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে জানে। অন্যকে কশাঘাতে জর্জরিত করলেও '৮' ন্যায়ের অঙ্গে শান্তির প্রলেপ প্রদান করে।
'৮' সংখ্যা অলসতাকে ঘৃণা করে। আরাম তার কাছে লজ্জা, কর্মময় জীবন তার বড় প্রিয়।
'৮' সংখ্যা সর্বদাই সক্রিয়। দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়।
'৮' সংখ্যা বিনীত, চারিত্রিক দৃঢ়তা, চিন্তাশীল, নিঃসঙ্গ, সাধনাসিদ্ধ, তন্ত্রমন্ত্র সিদ্ধ, শাস্ত্রবিশারদ, জেদী, সৎ, অদ্বৈতবাদী, অকৃত্রিম, দায়িত্ববোধ, পরামর্শদাতা, সর্বদা বিশ্বাসী, স্বয়ী সত্ত্বাযুক্ত এবং অনলস কর্মী হয়ে থাকে।

'৮' সংখ্যাকে '৮' দ্বারাই বিচার করা সম্ভব, তবুও '৩' স্বভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চললেও '৫' তার উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।
৫ + ৩ = ৮ আবার '৪' সংখ্যার কিছু প্রভাবও এর উপর বিস্তারিত হয়।
৪ + ৪ = ৮
অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করলে তার উপর '৮' এর প্রভাব থাকে।

‘৯’সংখ্যার মাহাত্ম্য

‘৯’সংখ্যা একাই একশো। তার তেজ, তার গুণ, তার পরাক্রম প্রবল। সেই অর্থে‘৯’সংখ্যা হলো সর্বাধিনায়ক। যুগ যুগ ধরে তাকে নিয়ে এতো গুঞ্জন। মিশরীয় ও গ্রীক ঋষি, এমনকি প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ মনে করেন ‘৯’ সংখ্যা গভীর রাতের দিগন্ত প্রান্তরে উন্মুক্ত তরবারির ন্যায়। যার বিবেক, বুদ্ধি, ধ্যান ধারণা, বিচক্ষণতা, দর্শন এবং আদর্শ সকলের থেকেই আলাদা।

‘৯’অদম্য কামনা শক্তিকে নিজের অন্তরালে চেপে রাখতে সক্ষম।‘৯’ফুটন্ত জোয়ালামুখী, যার তেজ সমগ্র দুষ্টতাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে।
‘৯’সংখ্যার সাহস প্রবল। তার ভিতর মৃত্যু ভয় নেই। জাগতিক জীবনে ন্যায়ের অস্ত্র তুলতে যেমন সে প্রস্তুত, তেমনই তার ভিতর এক প্রেমিকের সত্ত্বা অবস্থান করছে। তবে তা বোঝার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন।
‘৯’এর প্রেমিক সত্ত্বাকে সবাই উপলব্ধি করতে পারবে না।
‘৯’যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সদাই প্রস্তুত। যে কোনও ন্যায়ের গৃহে এক অতন্দ্র প্রহরী।
‘৯’যেমন নিষ্ঠুরতার সাথে কারো সামনে উপস্থিত হতে পারে, প্রয়োজনে বন্ধুর মতো তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতেও পারে।

‘৯’সংখ্যা এমনই এক সংখ্যা যার মধ্যে ‘১’ থেকে ‘৯’ পর্যন্ত সবারই প্রভাব থাকে। সকল সংখ্যার গুণাবলী সম্মিলিত এক পরিপূর্ণ সংখ্যা। তাইতো যোদ্ধা, প্রশাসনিক কর্তা - এদের বড়ো প্রিয় এই সংখ্যা।
‘৯’সংখ্যা জীবনকে উপভোগ করতে জানে। তার মধ্যে শৌখিনতা থাকে, সে প্রেমিক, সে সাধু আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী।
‘৯’দিব্য কান্তি যুক্ত এক মঙ্গলময় সংখ্যা যার কোনও বিকল্প হয় না।

যদি‘৯’সংখ্যার সঙ্গে অন্য সংখ্যার সম্পর্ক নিয়ে বলি, তাহলে এই রকম হয় -
৯ X ১ = ৯ = বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, প্রশাসনিক কর্তা, প্রভূত্ব, লোভনীয় চাকুরি।
৯ X ২ = ১৮ ১+ ৮ = ৯ = মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না। আদর্শ প্রেমিক, বাসনা, কামনা এবং প্রবল শৌখিনতা থাকবে।
৯ X ৩ = ২ ৭ ২ +৭ = ৯ = ব্যবসা বাণিজ্যে মন আকৃষ্ট হবে। চাকুরি করলেও ব্যবসার প্রতি ঝোঁক, হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে চাকুরি।
৯ X ৪ = ৩ ৬ ৩ + ৬= ৯ = জীবনে মাঝে মধ্যে হতাশা আসবে - তাতে রাগ ও জেদ বাড়বে। আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।
৯ X ৫ = ৪ ৫ ৪ + ৫ = ৯ = নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারবে। বাক চাতুর্য থাকবে, সম্মানী হবে।

৯ X ৬ = ৫৪ ৫ + ৪ = ৯ = অদম্য কামনায় বা বিকৃত কামনায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি। তবে ব্যবসা ও চাকুরি করলে আশাতীত উন্নতি।

৯ X ৭ = ৬৩ ৬ + ৩ = ৯= সাংসারিক সুখলাভ, বিষয় সম্পত্তি লাভ, শরীর সম্পর্কে যত্নশীল, সন্তান বিষয়ে বিব্রত।

৯ X ৮ = ৭২ ৭ + ২ = ৯ = সব সময় আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করতে পারবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, কোনও প্রাপ্তি যোগ থাকে, নিজের প্রতিভাকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পারে।

৯ X ৯ = ৮১ ৮ + ১ = ৯ = দীপ্ত এবং উজ্জ্বল কান্তি যুক্ত, সাহসী, নির্ভীক ভাবে যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়তে সক্ষম, কর্মঠ, সুঠাম চেহারা।

কোনও মাসের নবমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করলে জাতকের উপর '৯' সংখ্যার প্রভাব থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ
সংখ্যার সম্যক জ্ঞান ও নাম

প্রতিটি সংখ্যার একটি করে ভাগ্য নিয়ন্ত্রা আছে। এবং প্রতিটি নামেরও একটি গোপন সংখ্যা আছে। নামের সংখ্যা কী ভাবে করা যায়, তার একটি ধারণা তুলে ধরা হলো -

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JK LM NO P Q R
12 3 4 5 6 7 8 9

ST U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8

তাহলে দাঁড়ালো -

A. J. S = 1
B. K. T = 2
C. L. U = 3
D. M. V = 4
E. N. W = 5
F. O. X = 6
G. P. Y = 7
H. Q. Z = 8
I. R = 9

যদি আমরা কোনও নামের একক সংখ্যা বার করি, সে টা কী ভাবে করতে হবে, তার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো

RABINDRA NATH TAGORE
91 2954 91 5128 217695

যোগ করলে 40 (4+0)=4 16 (1+6)=7 30(3+0)=3
4 + 7 + 3
= 14 (1+4) = 5

SUBHAS CHANDRA BOSE
132811 3815491 2615

যোগ করলে
16 (1+6) 31(3+1) 14 (1+4)
7 + 4 + 5
= 16 (1+6) = 7

দেখে নেব সংখ্যার সাথে সাতটি বার-এর যোগ এবং গ্রহের যোগ -
রবি গ্রহের সংখ্যা ১
চন্দ্র গ্রহের সংখ্যা ২
বৃহস্পতি গ্রহের সংখ্যা ৩
রাহু (গ্রহের) সংখ্যা ৪ *

বুধ গ্রহের সংখ্যা ৫
শুক্র গ্রহের সংখ্যা ৬
কেতু (গ্রহের) সংখ্যা ৭ *
শনি গ্রহের সংখ্যা ৮
মঙ্গল গ্রহের সংখ্যা ৯
*** (এখানে রবি গ্রহের নিষ্ক্রিয় গুণাত্মক সংখ্যা হলো ৪ সংখ্যা। রাহু যেহেতু গ্রহ নয়, তাই রবির এই নিষ্ক্রিয় গুণাত্মক '৪' কে রাহুর সংখ্যা ধরা হয়। এবং চন্দ্রের নিষ্ক্রিয় গুণাত্মক সংখ্যা হলো '৭', কেতু যেহেতু কোনও গ্রহ নয়, তাই চন্দ্রের এই নিষ্ক্রিয় গুণাত্মককে কেতুর সংখ্যা ধরা হয়।)**

বার হিসেবেও এই রকম সংখ্যা আসবে।

রবি - ১, সোম - ২, মঙ্গল - ৯, বুধ - ৫, বৃহস্পতি - ৩, শুক্র - ৬ এবং শনি - ৮
রবি বারকে পরিচালিত করে রবি গ্রহ, সংখ্যা '১' ও '৪' (নিষ্ক্রিয় গুণাত্মক)
সোম বারকে পরিচালিত করে চন্দ্র গ্রহ, সংখ্যা '২' ও '৭' (নিষ্ক্রিয় গুণাত্মক)
মঙ্গল বারকে পরিচালিত করে মঙ্গল গ্রহ, সংখ্যা '৯'
বুধ বারকে পরিচালিত করে বুধ গ্রহ, সংখ্যা '৫'
বৃহস্পতি বারকে পরিচালিত করে বৃহস্পতি গ্রহ, সংখ্যা '৩'
শুক্র বারকে পরিচালিত করে শুক্র গ্রহ, সংখ্যা '৬'
এবং শনি বারকে পরিচালিত করে শনি গ্রহ, সংখ্যা '৮'

বাংলা ও ইংরাজি বারোটা মাসের সংখ্যা এবং কোন গ্রহ দ্বারা তারা পরিচালিত সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো -

January - 1, February - 2, March - 3, April - 4, May - 5, June - 6,
July - 7, August - 8, September - 9, October - 10, November - 11, December - 12
বৈশাখ - ১, জৈষ্ঠ্য - ২, আষাঢ় - ৩, শ্রাবণ - ৪, ভাদ্র - ৫, আশ্বিন - ৬, কার্তিক - ৭, অগ্রহায়ণ - ৮, পৌষ - ৯, মাঘ - ১০, ফাল্গুন - ১১, চৈত্র - ১২

এই বারোটি মাসকে যে নয়টি গ্রহ চালিত করে, তারা হলো -
২১শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের অধীনে।
২০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত শুক্র গ্রহের অধীনে।
২০শে মে থেকে ২০শে জুন পর্যন্ত বুধ গ্রহের অধীনে।
২১শে জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত চন্দ্র গ্রহের অধীনে।
২৩শে জুলাই থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত রবি গ্রহের অধীনে।
২২শে আগস্ট থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুধ গ্রহের অধীনে।
২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত শুক্র গ্রহের অধীনে।
২৩শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের অধীনে।

২২শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহের অধীনে।
২২শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত শনি গ্রহের অধীনে।
২১শে জানুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শনি গ্রহের অধীনে
এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহের অধীনে চালিত হয়।

বাংলা মাস

এক্ষেত্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে ১২টি রাশি অধিপতিগণ আছেন, তারা বাংলা মাসগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন।
আমরা যদি রাশিচক্র লক্ষ্য করি অবশ্যই সহজে তা অনুধাবন করতে পারব।
বৈশাখ মাস মঙ্গল গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৯'। অধিপতি রাশি হলো মেষ।
জৈষ্ঠ্য মাস শুক্র গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৬'। অধিপতি রাশি হলো বৃষ।
আষাঢ় মাস বুধ গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৫'। অধিপতি রাশি হলো মিথুন।
শ্রাবণ মাস চন্দ্র গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '২'। অধিপতি রাশি হলো কর্কট।
ভাদ্র মাসে রবি গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '১'। অধিপতি রাশি হলো সিংহ।
আশ্বিন মাসে বুধ গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৫'। অধিপতি রাশি হলো কন্যা।
কার্তিক মাস শুক্র গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৬'। অধিপতি রাশি হলো তুলা।
অগ্রহায়ণ মাস মঙ্গল গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৯'। অধিপতি রাশি হলো বৃশ্চিক।
পৌষ মাস বৃহস্পতি গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৩'। অধিপতি রাশি হলো ধনু।
মাঘ মাস শনি গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৮'। অধিপতি রাশি হলো মকর।
ফাল্গুন মাস শনি গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৮'। অধিপতি রাশি হলো কুম্ভ।
চৈত্র মাস বৃহস্পতি গ্রহের অধীনে সংখ্যা হলো '৩'। অধিপতি রাশি হলো মীন।

ইংরাজি মাস ধরে রাশি ও গ্রহ বিন্যাস -

২১শে মার্চ থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত মেষ রাশি অধিপতি গ্রহ মঙ্গল।
২০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত বৃষ রাশি অধিপতি গ্রহ শুক্র।
২০শে মে থেকে ২০শে জুন পর্যন্ত মিথুন রাশি অধিপতি গ্রহ বুধ।
২১শে জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত কর্কট রাশি অধিপতি গ্রহ চন্দ্র।
২৩শে জুলাই থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত সিংহ রাশি অধিপতি গ্রহ রবি।
২২শে আগস্ট থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কন্যা রাশি অধিপতি গ্রহ বুধ।
২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত তুলা রাশি অধিপতি গ্রহ শুক্র।
২৩শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত বৃশ্চিক রাশি অধিপতি গ্রহ।
২২শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধনু রাশি অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি।
২২শে ডিসেম্বর থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত মকর রাশি অধিপতি গ্রহ শনি।
২১শে জানুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কুম্ভ রাশি অধিপতি গ্রহ শনি।
এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত মীনরাশি অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি।

এবার দেখে নেওয়া যাক, আপনার জন্ম কী বারে এবং সেই বারকে কোন সংখ্যা ও কোন গ্রহ প্রভাবিত করছে বা কার অধীনে সেই বার।

১) রবিবারে জন্ম হলে রবি গ্রহের অধীনে সংখ্যা '১' ও '৪' নিয়ন্ত্রণ করবে।
২) সোমবারে জন্ম হলে চন্দ্র গ্রহের অধীনে সংখ্যা '১' ও '৭' নিয়ন্ত্রণ করবে।
৩) মঙ্গল বারে জন্ম হলে মঙ্গল গ্রহের অধীনে সংখ্যা '৯' নিয়ন্ত্রণ করবে।
৪) বুধ বারে জন্ম হলে বুধ গ্রহের অধীনে সংখ্যা '৫' নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫) বৃহস্পতি বারে জন্ম হলে বৃহস্পতি গ্রহের অধীনে সংখ্যা '৩' নিয়ন্ত্রণ করবে।
৬) শুক্র বারে জন্ম হলে শুক্র গ্রহের অধীনে সংখ্যা '৬' নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭) শনি বারে জন্ম হলে রবি গ্রহের অধীনে সংখ্যা '৮' নিয়ন্ত্রণ করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন সপ্তাহের শুরু হলো রবিবার। এই রবির সংখ্যা '১'। এবং এই সংখ্যাকে আরো শক্তিশালী করতে হলে অন্য সংখ্যা দ্বারা যুক্তফল '১'কেই নিয়ে আসা। যাতে জন্ম সংখ্যা শক্তিশালী হয় এবং তার মিত্র সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়।
যেমন ১ = ১ হয়
৪ + ৬ = ১০ = ১ ৫ + ৫ = ১০ = ১
২ + ৮ = ১০ = ১ ৩ + ৭ = ১০ = ১
৯ + ১ = ১০ = ১ ৬ + ৪ = ১০ = ১

এবার জন্মবারের শুভাশুভ

রবি বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার রবিবার শুভ।
সোম বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার সোম + রবিবার শুভ।
মঙ্গল বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার মঙ্গল + রবিবার শুভ।
বুধ বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার বুধ বার শুভ।
বৃহস্পতি বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার বৃহস্পতি + শনি বার শুভ।
শুক্র বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার শুক্র + রবিবার শুভ।
শনি বারে জন্ম হলে জাতক / জাতিকার শনি + সোম বার শুভ।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

সংখ্যার সাথে সংখ্যার সম্পর্ক

প্রথমেই বলা হয়েছে এক একটি সংখ্যা গ্রহের প্রতীক। তাই দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে এই সংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। নীচে দেওয়া তালিকা গুলি সঠিক ভাবে মনে রাখতে হবে।

(Sun) রবির প্রতীক সংখ্যা '১' ও '৪'
(Mon)চন্দ্রর প্রতীক সংখ্যা '২' ও '৭'
(Marce) মঙ্গলের প্রতীক সংখ্যা '৯'
(Mercury) বুধের প্রতীক সংখ্যা '৫'
(Jupiter) বৃহস্পতির প্রতীক সংখ্যা '৩'
(Venus) শুক্রের প্রতীক সংখ্যা '৬'
(Saturn) শনির প্রতীক সংখ্যা '৮'
(Urenus) ইউরেনাসের প্রতীক সংখ্যা '৪'
(Neptune) নেপচুনের প্রতীক সংখ্যা '৭'
(প্রসঙ্গত রবির নিষ্ক্রিয় প্রতীক হলো '৪' সংখ্যা এবং চন্দ্রের নিষ্ক্রিয় প্রতীক হলো '৭' সংখ্যা)

ভারতীয় মতে দেখতে গেলে -
রবি '১', চন্দ্র '২', বৃহস্পতি '৩', রাহু '৪', বুধ '৫', শুক্র '৬', কেতু '৭', শনি '৮' এবং মঙ্গল '৯' সংখ্যার প্রতীক।

প্রতিটি সংখ্যার সাথে তাদের মিত্র সংখ্যা ও শত্রু সংখ্যা গুলি কী কী ?

'১' সংখ্যা - রবি
রবির বন্ধু - চন্দ্র '২', বৃহস্পতি '৩' এবং মঙ্গল '৯'
রবির শত্রু - শুক্র '৬' এবং শনি '৮'
রবির সম বা নিরপেক্ষ - বুধ '৫'

'২' সংখ্যা - চন্দ্র
চন্দ্রের বন্ধু - বুধ '৫' এবং রবি '১'
চন্দ্রের শত্রু - নেই
চন্দ্রের সম বা নিরপেক্ষ - মঙ্গল '৯', বৃহস্পতি '৩', শুক্র '৬' এবং শনি '৮'

‘৩’সংখ্যা - বৃহস্পতি
বৃহস্পতির বন্ধু - রবি ‘১’, চন্দ্র ‘২’ , মঙ্গল ‘৯’
বৃহস্পতির শত্রু - বুধ ‘৫’ এবং শুক্র ‘৬’
বৃহস্পতির সম বা নিরপেক্ষ - শনি ‘৮’

‘৪’ সংখ্যা - রাহু
রাহুর বন্ধু - বুধ ‘৫’ এবং শুক্র ‘৬’
রাহুর শত্রু - রবি ‘১’, চন্দ্র ‘২’ , মঙ্গল ‘৯’
রাহুর সম বা নিরপেক্ষ - বৃহস্পতি ‘৩’

‘৫’ সংখ্যা - বুধ
বুধের বন্ধু - রবি ‘১’ এবং শুক্র ‘৬’
বুধের শত্রু - চন্দ্র ‘২’
বুধের সম বা নিরপেক্ষ - মঙ্গল ‘৯’, বৃহস্পতি ‘৩/ এবং শনি ‘৮’

‘৬’ সংখ্যা - শুক্র
শুক্রের বন্ধু - বুধ ‘৫’ এবং শনি ‘৮’
শুক্রের শত্রু - রবি ‘১’ এবং চন্দ্র ‘২’
শুক্রের সম বা নিরপেক্ষ - মঙ্গল ‘৯’ এবং বৃহস্পতি ‘৩’

‘৭’ সংখ্যা - কেতু
কেতুর বন্ধু - রবি ‘১’, চন্দ্র ‘২’ এবং বৃহস্পতি ‘৩’
কেতুর শত্রু - বুধ ‘৫’
কেতুর সম বা নিরপেক্ষ - শুক্র ‘৬’, শনি ‘৮’

‘৮’ সংখ্যা - শনি
শনির বন্ধু - বুধ ‘৫’ এবং শুক্র ‘৬’
শনির শত্রু - রবি ‘১’, চন্দ্র ‘২’ এবং মঙ্গল ‘৯’
শনির সম বা নিরপেক্ষ

‘৯’ সংখ্যা - মঙ্গল
মঙ্গলের বন্ধু - রবি ‘১’, চন্দ্র ‘২’, বৃহস্পতি ‘৩’
মঙ্গলের শত্রু - বুধ ‘৫’
মঙ্গলের সম বা নিরপেক্ষ শুক্র ‘৬’ এবং শনি ‘৮’

প্রতিটি সংখ্যাই আরও সংখ্যাকে আকর্ষণ করে, তার তালিকা ঃ

‘১’ আকর্ষণ করে ‘৪’ এবং ‘৮’ কে
‘২’ আকর্ষণ করে ‘৭’ এবং ‘৯’ কে
‘৩’ আকর্ষণ করে ‘৫’, ‘৬’ এবং ‘৭’ কে
‘৪’ আকর্ষণ করে ‘১’ এবং ‘৮’ কে
‘৫’ আকর্ষণ করে ‘৩’ এবং ‘৯’ কে
‘৬’ আকর্ষণ করে ‘৩’ এবং ‘৯’ কে
‘৭’ আকর্ষণ করে ‘১’ এবং ‘৬’ কে
‘৮’ আকর্ষণ করে ‘২’ এবং ‘৪’ কে
‘৯’ আকর্ষণ করে ‘১’ এবং ‘৪’ কে

প্রতিটি সংখ্যার অশুভ এবং অল্প অশুভ সংখ্যার তালিকা ঃ

‘১’ এর সঙ্গে ‘৬’ এবং ‘৭’ এর অসদ্ভাব বা অশুভ।
‘২’ এর সঙ্গে সব সংখ্যার ভাব বা শুভপ্রদ।
‘৩’ এর সঙ্গে ‘৪’ এবং ‘৮’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৪’ এর সঙ্গে ‘৩’ এবং ‘৫’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৫’ এর সঙ্গে ‘২’ এবং ‘৪’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৬’ এর সঙ্গে ‘১’ এবং ‘৮’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৭’ এর সঙ্গে ‘১’ এবং ‘৯’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৮’ এর সঙ্গে ‘৩’ এবং ‘৬’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।
‘৯’ এর সঙ্গে ‘৭’ এবং ‘৯’ এর অল্প ভাব বা মধ্যম।

বারোটি রাশির সাথে সংখ্যার শুভ, অশুভ প্রভাব ও তার শুভাশুভ

মেষ রাশি, সংখ্যা - ১
শুভ সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৬, ৮ এবং ৯
অশুভ সংখ্যা - ৫

বৃষ রাশি, সংখ্যা - ২
শুভ সংখ্যা - ১, ৫, ৬, ৮
অশুভ সংখ্যা - ৩
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ২, ৯

মিথুন রাশি, সংখ্যা - ৩
শুভ সংখ্যা - ৩, ৫, ৬
অশুভ সংখ্যা - ২, ৮
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ১, ৯

কর্কট রাশি, সংখ্যা - ৪
শুভ সংখ্যা - ২, ৩, ৬, ৯
অশুভ সংখ্যা - ৫
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ১, ৮

সিংহ রাশি, সংখ্যা - ৫
শুভ সংখ্যা - ১, ৩, ৬, ৯
অশুভ সংখ্যা - ২
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ৫, ৮

কন্যা রাশি, সংখ্যা - ৬
শুভ সংখ্যা - ৩, ৫, ৬, ৮
অশুভ সংখ্যা - ১, ৯
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ২

তুলা রাশি, সংখ্যা - ৭
শুভ সংখ্যা - ২, ৫, ৬, ৮, ৯
অশুভ সংখ্যা - ৩
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ১

বৃশ্চিক রাশি, সংখ্যা - ৮
শুভ সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৬, ৮, ৯
অশুভ সংখ্যা - ৫
নিরপেক্ষ সংখ্যা - নেই

ধনু রাশি, সংখ্যা - ৯
শুভ সংখ্যা - ১, ৩, ৫, ৯
অশুভ সংখ্যা - ২
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ৬, ৮

মকর রাশি, সংখ্যা - ১০ (১ + ০) = ১ *
শুভ সংখ্যা - ২, ৫, ৬, ৮, ৯
অশুভ সংখ্যা - ১, ৩
নিরপেক্ষ সংখ্যা - নেই

কুম্ভ রাশি, সংখ্যা - ১১ (১ + ১) = ২ *
শুভ সংখ্যা - ১, ৫, ৬
অশুভ সংখ্যা - ২, ৩
নিরপেক্ষ সংখ্যা - ৮, ৯

মীন রাশি, সংখ্যা - ১২ (১ + ২) = ৩ *
শুভ সংখ্যা - ১, ৩, ৫, ৯
অশুভ সংখ্যা - ৮
নিরপেক্ষ সংখ্যা - নেই
***(মকর, কুম্ভ এবং মীন রাশিকে মূল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।)**

১ সংখ্যা ও রাশি কারকতা

রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষ, যার সংখ্যা হলো ১। এই রাশির অধিপতি হলো মঙ্গল, যার সংখ্যা ৯। অতএব (৯ + ১) = ১০ = ১ এই হলো মেষ রাশির জাতক জাতিকা।

এদের মনে আশা আকাঙ্খা থাকবে প্রবল। জীবনের গহীন রহস্যের সন্ধান পেতে এরা এরা সর্বদাই মুখিয়ে থাকে। এদের দীপ্ততা ও বুদ্ধিমত্তা প্রবল। এরা জীবনে নানা ধরণের ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। আমুদে প্রকৃতির হলেও গাম্ভীর্য থাকে। জীবনে এরা কোনওদিনই অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয় না।
এদের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩, ৬, ৮, ৯ ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬০, ৭১, ৭২ - বছরগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে।
এদের মধ্যে পুরুষ ভাব বেশি। চর রাশি এবং অগ্নি তত্ত্ব।

২ সংখ্যা ও রাশি কারকতা

রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি বৃষ, যার সংখ্যা ২। এই রাশির অধিপতি হলো শুক্র, যার সংখ্যা হলো ৬। অর্থাৎ (২ + ৬) = ৮ ফলে শুভ সংখ্যা ২ ও ৮

এদের জীবনে সর্বদাই উত্থান পতন থাকে। তার মধ্যেও হাজারো বাধাকে অতিক্রম করে এরা অগ্রসর হয়। এবং সব বাধা অতিক্রম করেই এরা সুখের খোঁজ পায়। নানা দিক থেকে সুযোগ সুবিধার একটা খোঁজ আসে। পরিবারিক জীবনে এরা খুব সুখী হয় না। একটু বেশি বয়সে আর্থিক উন্নতি হয়। সমস্যা এলেও সবকিছুর সাথে মোটামুটি এরা মানিয়ে চলতে পারে। এবং সকলের সাথে সমতা বজায় রাখতে পারে।
এদের ক্ষেত্রে - ২, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৭১ - বছরগুলি উল্লেখযোগ্য।
এদের মধ্যে স্ত্রী ভাব বেশি। স্থির রাশি এবং পৃথ্বী তত্ত্ব।

৩ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি মিথুন, যার সংখ্যা ৩ এবং অধিপতি গ্রহ বুধ, যার সংখ্যা ৫। অতএব (৩ + ৫) = ৮ অর্থাৎ ৮ এবং ৩ এর শুভ সংখ্যা।

এরা নানা ভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। আর্থিক উন্নতি ধীর গতিতে হলেও সরলতা,

সততা এবং সত্যবাদিতা এদের মূলধন। আত্মীয় পরিজনদের থেকে এরা সম্মান ও ভালোবাসা পায়। এদের গতিপ্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝা অসম্ভব। এরা লটারি বা ফাটকা অর্থ পেতে পারে। ভ্রমণের প্রতি এদের প্রবল অনুরাগ। এদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রতি প্রবল আকাঙ্খা থাকলেও প্রতি পদে বাধা বিঘ্ন আসে।
এদের ক্ষেত্রে - ৩, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭১ - বছরগুলি উল্লেখযোগ্য।
এদের মধ্যে পুরুষভাব যুক্ত, দ্বিষভাব রাশি এবং বায়ুতত্ত্ব।

৪ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

রাশিচক্রের চতুর্থ রাশি কর্কট, সংখ্যা হলো ৪। অধিপতি গ্রহ চন্দ্র, যার সংখ্যা ২।
অর্থাৎ (৪ + ২) = ৬ এদের শুভ সংখ্যা

এরা পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল হয়, এদের প্রবল উচ্চাশা থাকে। এরা নিজেদের কল্পনাকে বাস্তব রূপদানের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। জীবনে নানা কষ্ট আছ, আর্থিক হানি হয়, তাও দমে না থেকে হাসিমুখে এগিয়ে চলে। এদের দ্বারা অনেকেই উপকৃত হয়। এদের প্রেম জীবন তেমন সুখকর হয় না। এরা আধ্যাত্মিক পথে এগোলে উন্নতি সাধন হয়। এরা কথাবার্তায় যথেষ্ট পটু হয়। কিন্তু এদের বাস্তব চিন্তাশক্তির অভাব থাকে।
এদের ক্ষেত্রে ২, ৩, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৯, ৭২ - বছরগুলি উল্লেখযোগ্য।
এদের স্ত্রী ভাব যুক্ত। এবং চর রাশি ও জল তত্ত্ব।

৫ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

রাশিচক্রের পঞ্চম রাশি সিংহ, যার সংখ্যা ৫। অধিপতি গ্রহ রবি, যার সংখ্যা ১।
অর্থাৎ (৫ + ১) = ৬ এদের শুভ সংখ্যা

এদের জীবন গতিময় হয়, সুন্দর ও প্রাণোচ্ছল, তবুও দূর্ভাগ্য এদের পিছনে ছুটে চলে। এদের অর্থ ভাগ্য এবং বিবাহিত জীবন তেমন সুখের হয় না। সমাজসেবা, রাজনীতি, অভিনয়, সংগীত চর্চা এদের প্রিয় হয়। এরা জীবনে এইগুলি অবলম্বন করেই বাঁচতে চায়। এরা ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়, ফলে সহজেই অনেকের থেকে আঘাত পায়। এরা প্রেমিক, প্রেমের পূজারি হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ ক্ষেত্রে অনেক সম বিচ্ছেদ হয়। কর্মক্ষেত্রে থাকে বিস্তর বাধা। এরা যাদের উপকার করবে, পরে তারাই এদের শত্রুতা করবে।

এরা মধ্য বয়সের পর থেকে সুখের মুখ দেখতে থাকে, অল্প বয়স থেকেই তাই অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি জোর দেওয়া কর্তব্য।
এদের ক্ষেত্রে ৩, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৬৬, ৬৯, ৭২ বছর উল্লেখযোগ্য।
পুরুষ ভাব সম্পন্ন, স্থির রাশি - অগ্নি তত্ত্ব।

৬ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

রাশিচক্রের ষষ্ঠ রাশি কন্যা, যার সংখ্যা ৬, এর অধিপতি গ্রহ হলো বুধ, যার সংখ্যা ৫ । অতএব (৬ + ৫) = ১১ ১ + ১ = ২ এদের শুভ সংখ্যা।

এরা জীবনে প্রচুর উন্নতি করে। তবে তার জন্য প্রচুর বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে এদের আগ্রহ প্রবল। এবং উচ্চাশাও থাকে। এরা অনেক বেহিসাবি খরচ করে। বিভিন্ন নরনারীর সাথে এদের পরিচয় ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা এরা আহত হয়। কেননা এদের জীবনে বিচিত্র প্রেমের উদয় ঘটে।
জীবনকে এরা ফাটকা বাজি মনে করে এগিয়ে যায়। বিবাহিত জীবন এদের সব সময় ভালো হয় না। অনেক সময় যন্ত্রণাময় হয়। অন্যের জন্য এরা পরিশ্রম করে যায়। এদের ক্ষেত্রে ৩, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২ বছর উল্লেখযোগ্য।
দ্বিস্বভাব রাশি, স্ত্রী ভাব সম্পন্ন, পৃথ্বীতত্ত্ব।

৭ সংখ্যা এবং রাশির কারকতা

রাশিচক্রের সপ্তম রাশি তুলা, যার সংখ্যা ৭, অধিপতি গ্রহ শুক্রের সংখ্যা ৬।
অর্থাৎ (৭ + ৬) =১৩ ১+ ৩ = ৪ এদের শুভ সংখ্যা।

এরা সংযমী, আত্মকেন্দ্রিক এবং অত্যন্ত স্নেবপ্রবণ হয়ে থাকে। তবে এরা ভীষণ বাস্তববাদী, ও বাস্তবতাকে দিয়েই জীবন উপভোগ করে। এরা নিজেদের জন্য নিজেরাই ভাগ্যকে গড়ে তোলে। যেখানে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। এদের কাছে প্রেম হলো একটি পবিত্র বিষয়। এরা কোনও কাজকে ফেলে রাখতে পছন্দ করে না। সর্বদা কাজের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। এরা দৈব শক্তির আশীর্বাদ প্রাপ্ত। এবং সেই শক্তির দ্বারাই রক্ষিত হয়।
এরা কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারে। বন্ধু সংখ্যা কম থাকে, এবং সমাজে নানা সম্মানে ভূষিত হয়।

এদের ক্ষেত্রে ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ বছর উল্লেখযোগ্য।
চর রাশি, পুরুষ স্বভাব এবং বায়ুতত্ত্ব।

৮ সংখ্যা এবং রাশির কারকতা

রাশিচক্রের অষ্টম রাশি বৃশ্চিক সংখ্যা ৮, অধিপতি গ্রহ মঙ্গল সংখ্যা ৯।
ফলে (৮ + ৯) = ১৭ ১ + ৭ = ৮ এদের শুভ সংখ্যা।

এদের মধ্যে একটা বীর যোদ্ধার সত্ত্বা যেন সর্বদাই উপস্থিত। এরা নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্দোলনে যেন এরাই সর্বাগ্রে অবস্থান করে। এরা কোনও কাজেই পিছপা হয় না। সব বাধার মধ্য দিয়ে লড়াই করে জিতে আসার নেশা এদের মধ্যে প্রবল। এরা মানুষকে প্রচণ্ড ভালোবাসবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রেমের ক্ষেত্রে এদের সমস্যা ও বাধা থাকে। দাম্পত্য জীবন থাকে মধ্যম প্রকার। সন্তান দ্বারা সুখী হয়।
এদের ক্ষেত্রে ১, ২, ৩, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৩ বছর উল্লেখযোগ্য।
স্থির রাশি, স্ত্রী স্বভাব এবং জল তত্ত্ব।

৯ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

রাশিচক্রের নবম রাশি ধনু, সংখ্যা ৯, অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতির সংখ্যা ৩।
অর্থাৎ (৯+৩)= ১২ ১+২= ৩ সংখ্যা এদের পক্ষে শুভ।

এরা পরিশ্রমী, অলস নয়, ভ্রমণ এদের প্রচণ্ড প্রিয়, এরা ভাগ্যকে মানে। যেমন কথার ফুলঝুরি ফোটায়, আবার সময় এলে মৌন থাকতে পারে। এরা একদিকে যেমন আত্মকেন্দ্রিক, তেমনই অন্যদিকে অন্যের জন্য প্রাণ কাঁদে এদের। এমনই সব দ্বৈত সত্ত্বা এদের মধ্যে থাকে। এরা প্রেমিক, আবার আঘাত পেলে প্রত্যাঘাত দিতে পিছপা হয় না। দাম্পত্য জীবনে এরা সুখী হয়। এরা নাস্তিক হয়, কিন্তু বিপদে পড়লে আস্তিকও হয়।
এদের ক্ষেত্রে ১, ৩, ৫, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৭২ বছরগুলি উল্লেখযোগ্য।
দ্বিস্বভাব রাশি, পুরুষ স্বভাব এবং অগ্নি তত্ত্ব।

১০ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

১ সংখ্যার যে কারকতা দেখানো হয়েছে, সেটি দেখুন।
দশম রাশি মকর সংখ্যা ১০= ১ অধিপতি গ্রহ শনি সংখ্যা ৮।
সুতরাং (১ + ৮) = ৯ এদের শুভ সংখ্যা।

এদের ক্ষেত্রে ২, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩ বছর উল্লেখযোগ্য।
চর রাশি, স্ত্রী স্বভাব সম্পন্ন এবং পৃথ্বী তত্ত্ব।

১১ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

২ সংখ্যার যে কারকতা দেখানো হয়েছে, সেটি দেখুন।
একাদশ তম রাশি কুম্ভ সংখ্যা ১১। অধিপতি গ্রহ শনি, সংখ্যা ৮।
অর্থাৎ (১১ + ৮) = ১৯= ১ +০ = ১ এদের শুভ সংখ্যা।

এদের ক্ষেত্রে ২, ৫, ৬, ১০, ১৪, ১৫, ১৯, ২৩, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪১, ৪২, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭৩ বছর উল্লেখযোগ্য।
স্থির রাশি, পুরুষ স্বভাব, বায়ুতত্ত্ব।

১২ সংখ্যা ও রাশির কারকতা

৩ সংখ্যার যে কারকতা দেখানো হয়েছে, সেটি দেখুন। দ্বাদশতম রাশি মীন, সংখ্যা ১২, অধিপতি বৃহস্পতি সংখ্যা ৩। অর্থাৎ (১২ + ৩) = ১৫ ১ +৫ = ৬ এই রাশির শুভ সংখ্যা।

এদের ক্ষেত্রে ১, ৩, ৫, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৬২ বছর উল্লেখযোগ্য।
দ্বি স্বভাব রাশি, স্ত্রী স্বভাব এবং জল তত্ত্ব।

কোন সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব শুভ বা বিবাহ শুভ হয়ে থাকে

১ সংখ্যার মানুষেরা	৪, ৭, ১০	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
২ সংখ্যার মানুষেরা	৫, ৮, ১১	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৩ সংখ্যার মানুষেরা	৬, ৯, ১২	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৪ সংখ্যার মানুষেরা	১, ৭, ১০	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৫ সংখ্যার মানুষেরা	২, ৮, ১১	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৬ সংখ্যার মানুষেরা	৬, ৯, ১২	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৭ সংখ্যার মানুষেরা	১, ৪, ১০	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৮ সংখ্যার মানুষেরা	২, ৫, ১১	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
৯ সংখ্যার মানুষেরা	৩, ৬, ১২	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
১০ সংখ্যার মানুষেরা	১, ৪, ৭	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
১১ সংখ্যার মানুষেরা	২, ৫, ৮	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন
১২ সংখ্যার মানুষেরা	৩, ৬, ৯	রাশি সংখ্যার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করুন

সংখ্যার দ্বারা মানব দেহ ও তার রোগকে নিয়ন্ত্রণ

১ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **থুতনির হাড়, হাঁটু, নাভি** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

২ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **বুক, স্তন, গাল, নোখ** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৩ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **কান, পাকস্থলি, কেশ বা চুল** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৪ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **বুক, মাথা, চোখ ও রক্ত সঞ্চালন** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৫ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **জংঘা, জানু, হৃদপিণ্ড** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৬ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **নাক, মূত্রাশয়, যোনি, লিঙ্গ** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৭ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **নিম্নাঙ্গ, পায়ের তলা** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৮ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **মাথা এবং ঘাড়** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

৯ সংখ্যার দ্বারা মানব দেহের **হাত, চোখ এবং গুহ্যদেশ** ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক বোঝায় এবং সেই স্থলে কোন রোগ

দেহের উপাদান সমূহের নিয়ন্ত্রণ করে সংখ্যা ঃ

১ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **হাড় বা অস্থি**
২ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **রক্ত**
৩ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **চর্বি বা মেদ এবং মজ্জা**
৪ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **হাড় বা অস্থি**
৫ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **চর্ম**
৬ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **বীর্য বা শ্রোণিত**
৭ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **রক্ত**
৮ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **শিরা, উপশিরা, ধমনী**
৯ সংখ্যার নিয়ন্ত্রনে **মজ্জা**

কোন সংখ্যা কোন শারীর বৃত্তিয় ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক ঃ

১ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **নিঃশ্বাস ও পিত্তকে**
২ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু ও কফকে**
৩ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু, পিত্ত ও কফকে**
৪ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু ও শ্লেষ্মাকে**
৫ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু, পিত্ত ও নিঃশ্বাসকে**
৬ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **কফ ও বায়ুকে**
৭ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু ও শ্লেষ্মাকে**
৮ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **বায়ু ও কফকে**
৯ সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে **পিত্তকে**

কোন সংখ্যা কোন স্বাদের নিয়ন্ত্রক ঃ

১ সংখ্যায় **কটূ স্বাদ**
২ সংখ্যায় **লবণাক্ত স্বাদ**
৩ সংখ্যায় **মিষ্ট স্বাদ**
৪ সংখ্যায় **ঝাল স্বাদ**
৫ সংখ্যায় **কষায় স্বাদ**
৬ সংখ্যায় **টক বা তিক্ত স্বাদ**
৭ সংখ্যায় **লবণাক্ত স্বাদ**
৮ সংখ্যায় **স্বাদু স্বাদ**
৯ সংখ্যায় **কষায় ও লবণাক্ত স্বাদ**

প্রতিদিনের শারীরিক কষ্টের বিপদ সংকেত সংখ্যা এবং রোগভোগের সংখ্যা

প্রতিদিনের ১ সংখ্যার অশুভ সংকেত	১২ মিনিট
প্রতিদিনের ২ সংখ্যার অশুভ সংকেত	৬ মিনিট
প্রতিদিনের ৩ সংখ্যার অশুভ সংকেত	২ মিনিট
প্রতিদিনের ৪ সংখ্যার অশুভ সংকেত	২৪ মিনিট
প্রতিদিনের ৫ সংখ্যার অশুভ সংকেত	৪ মিনিট
প্রতিদিনের ৬ সংখ্যার অশুভ সংকেত	১ মিনিট
প্রতিদিনের ৭ সংখ্যার অশুভ সংকেত	২৪ মিনিট
প্রতিদিনের ৮ সংখ্যার অশুভ সংকেত	২৪ মিনিট
প্রতিদিনের ৯ সংখ্যার অশুভ সংকেত	৩০ মিনিট

রোগভোগের ১ সংখ্যার অশুভ সময়	৬ মাস
রোগভোগের ২ সংখ্যার অশুভ সময়	৪৮ মাস
রোগভোগের ৩ সংখ্যার অশুভ সময়	১ মাস
রোগভোগের ৪ সংখ্যার অশুভ সময়	৮ মাস
রোগভোগের ৫ সংখ্যার অশুভ সময়	২ মাস
রোগভোগের ৬ সংখ্যার অশুভ সময়	১৫ দিন
রোগভোগের ৭ সংখ্যার অশুভ সময়	৩ মাস
রোগভোগের ৮ সংখ্যার অশুভ সময়	১ বছর
রোগভোগের ৯ সংখ্যার অশুভ সময়	৭ দিন

কোন সংখ্যয় কী রোগ বা ফাঁড়া আসার সম্ভাবনা ঃ

১ সংখ্যার রোগ

জন্ডিস, পোড়া ঘা, জ্বর, বিষক্রিয়া, কুষ্ঠ, অস্ত্রাঘাত, সাপে কাটা, মাথার রোগ, হিংস্র জন্তুর দংশন, হৃদপিণ্ডের সমস্যা, পেটের রোগ, চোখের সমস্যা, চর্মরোগ, গনোরিয়া, পিশাচ ভয়, প্রেতাত্মা জনিত ভয়, পতন বা পড়ে যাওয়া।

২ সংখ্যার রোগ

অবসাদ, আলস্য, স্মৃতি বিভ্রম, ছানি পড়া, আঘাত, জলে ডোবা, শ্লেষ্মা, বদহজম, উকুন, গরু বা মোষ দ্বারা গুঁতো খাওয়া, যক্ষ্মা, রক্তের পীড়া, চোঁয়া ঢেকুর, জন্ডিস।

৩ সংখ্যার রোগ

কোষ্ঠকাঠিন্য, পিত্তবিকার, হাড়ের রোগ, অগ্নিদাহ, অস্ত্রাঘাত, বিষক্রিয়া, মজ্জার রোগ, রক্তাল্পতা, জ্বর, বায়ুবিকার, লিভার বা যকৃতের সমস্যা, গণ্ডরোগ।

৪ সংখ্যার রোগ

আত্মহত্যার প্রবণতা, ভূতপ্রেত দ্বারা পীড়িত, মূর্চ্ছা রোগ, মৃগী, চর্ম পীড়া, কুষ্ঠ, অগ্নিদগ্ধ, বিষক্রিয়া, সর্পভয়।

৫ সংখ্যার রোগ

যকৃত বা লিভারের পীড়া, প্লুরিসি বা ফুসফুসের রোগ, ফ্লু, চর্মরোগ, নেত্র পীড়া, ঘাড়ের যন্ত্রণা, টাইফয়েড, মানসিক বিকার, উন্মাদ, উকুন, অর্শ, শ্বেতী, গোপন ব্যাধী, অম্লশূল, অ্যাপেনডিক্স, কিডনির সমসা।

৬ সংখ্যার রোগ

মূত্রাশয়ের রোগ, দুশ্চিন্তা, অবসাদ, ছানি পড়া, শ্বেতী, কফের পীড়া, বাত রোগ, যৌন রোগ, বিকৃতকাম, সংক্রমণ ব্যাধি, জরায়ুর পীড়া, থাইরয়েড, মধুমেহ।

৭ সংখ্যার রোগ

অস্ত্রোপচার, কোষ্ঠকাঠিন্য, বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া, রক্তাল্পতা, ডায়রিয়া, সর্প ভয়, হিংস্র পশুর আক্রমণ, কুষ্ঠ, স্নায়ু পীড়া, চর্ম পীড়া।

৮ সংখ্যার রোগ

পাকস্থলীর পীড়া, গর্ভপাত, বদহজম, মানসিক বিকার, দুশ্চিন্তা, বাত, অস্থি পীড়া, অস্থি ভঙ্গ, অর্শ, দুর্ঘটনা, নেত্রপীড়া, সিফিলিস, ফিসচুলা।

৯ সংখ্যার রোগ

বদহজম, ফোঁড়া, ব্রণ, গর্ভপাত, রক্তপাত, রক্তের দূষিত হওয়া, চর্মরোগ, অর্শ, দুর্ঘটনা, অস্ত্রাঘাত, অগ্নিদগ্ধ, গোপনব্যাধি, সাইনাস, আধকপালি, পিত্তবিকার।

কোন সংখ্যার ব্যক্তি কোন সংখ্যার রোগে ভুগতে পারেঃ

যারা	১	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	১ ও ৮	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	২	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	২ ও ৯	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৩	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৩ ও ১	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৪	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৪ ও ২	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৫	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৫ ও ৩	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৬	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৬ ও ১	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৭	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৭ ও ২	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৮	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৮ ও ৩	সংখ্যার	রোগে ভুগবে
যারা	৯	সংখ্যার জাতক বা জাতিকা, তারা	৯ ও ৪	সংখ্যার	রোগে ভুগবে

আয়ু নির্ণয়ে সংখ্যার ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ সংখ্যার দ্বারা আয়ু নির্ণয়ের একটি পন্থা বার করেছিলেন। এবং তারা সেটা মানতেন। সেই অনুসারে কোন রাশির কোন তারিখে বা সংখ্যায় জন্ম হলে তার আয়ু কত হতে পারে তারই একটি তালিকা দেওয়া হলো ঃ

০ মেষ রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ হয়, আয়ু ১০০ বছরের কাছাকাছি।
০ বৃষ রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ হয়, আয়ু ৮৫ বছরের কাছাকাছি।
০ মিথুন রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ও ৯ হয়, আয়ু ৮৩ বছরের কাছাকাছি।
০ কর্কট রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ হয়, আয়ু ৮৬ বছরের কাছাকাছি।
০ সিংহ রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯ হয়, আয়ু ৮৬ বছরের কাছাকাছি।
০ কন্যা রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ হয়, আয়ু ৮৩ বছরের কাছাকাছি।
০ তুলা রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮ হয়, আয়ু ৮৬ বছরের কাছাকাছি।
০ বৃশ্চিক রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৯ হয়, আয়ু ৭৪ বছরের কাছাকাছি।
০ ধনু রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৯ হয়, আয়ু ৭৮ বছরের কাছাকাছি।
০ মকর রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯ হয়, আয়ু ৮৬ বছরের কাছাকাছি।
০ কুম্ভ রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ হয়, আয়ু ৮৫ বছরের কাছাকাছি।
০ মীন রাশিতে যদি জন্ম তারিখ বা সংখ্যা - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯ হয়, আয়ু ৮০ বছরের কাছাকাছি।

চতুর্থ পরিচ্ছদ

বিভিন্ন জন্ম তারিখ অনুসারে রাশিগত ভাগ্য বিচার

এক

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২১শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে হয়, তাহলে সে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সংযত ও স্বাধীন চেতা। প্রতিভা থাকবে সহজাত, যে কোনও কাজে ভীতিহীন হয়ে এগিয়ে যাবে। কোনও প্রকার নীচ মানসিকতা তার থাকবে না। তবে এদের আর্থিক কষ্ট দূর হতে সময় লাগবে। কর্মক্ষেত্রে কম বেশি ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থাকবে। এদের প্রতিভা সহজাত হলেও তেমন মূল্যায়ন হবে না।

এদের বৃহস্পতি ও মঙ্গলকে তুষ্ট রাখতে হবে।

দুই

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ৩১শে মার্চ থেকে ৯ই এপ্রিলের মধ্যে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে চপলতা থাকবে, একটা কবি সুলভ ভাব থাকবে। শিল্পী হবে এবং এদের মধ্যে সততা থাকবে। শারীরিক ভাবেও বেশ সবল থাকবে। এদের জীবনে রবির প্রভাব পূর্ণ ভাবে পড়বে।

কিন্তু সেটা রবির নিষ্ক্রিয় প্রভাব হলে রবিকে তুষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন।

তিন

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে হয়, তাহলে সে হবে কল্পনাপ্রবণ, ভীষণ ভাবে সংবেদনশীল, ভাবুক। অন্তরে যদি কোনও দুঃখের উন্মেষ ঘটেও থাকে, তবু কাউকে বুঝতে না দিয়ে আনন্দ মুখর করে রাখতে পারবে সমগ্র বাতাবরণ। সৌন্দর্যের পূজারি হবে, তাদের ভিতর শৌখিনতা থাকবে ষোলোআনা। গাছ লাগাতে বা তার পরিচর্যা করতে ভালবাসবে, ন্যায় নীতি নিয়ে চলবে। শুক্র এবং বৃহস্পতি এদের জীবনকে পরিচালিত করবে। শুক্র ও বৃহস্পতির অধীনস্থ ব্যবসা বা চাকুরি এরা লাভ করবে।

ফলে শুক্র ও বৃহস্পতিকে তুষ্ট করতে হবে।

চার

যদি কোনও জাতক জাতিকার ২০শে এপ্রিল থেকে ১৯শে মে'র মধ্যে জন্ম হয়, সে যত কিছুই করুক না কেন, হতাশা তাকে বিদ্ধ করবে। জীবনে রোমান্স এলেও নষ্ট হবে এবং উচ্চাশা থাকলে তা ধ্বংস হতে পারে। রাগ থাকবে ভীষণ (২০শে এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল)।

এরা সৎ প্রকৃতির, কঠোর এবং পরিকল্পনা মাফিক চলবে। কোনও কিছুতেই পিছু হটবে না। নারীসঙ্গ লোলুপ হবে। নানা ব্যাধিতে কষ্ট পেতে পারে। শ্বেতপ্রদর রোগে ভোগার সম্ভাবনা

প্রবল। চন্দ্র ও বুধ এদের নিয়ন্ত্রণ করবে। চন্দ্র ও বুধের বাণিজ্য ও চাকুরি শুভ (৩০ শে এপ্রিল থেকে ৯ই মে)
পর দুঃখকাতরতা থাকবে, এদের মধ্যে থাকবে নানা গুণের আধার। কর্মক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এদের জীবন শনি দ্বারা নিয়ন্ত্রি হওয়ায় উন্নতি হবে একটি দেরিতে (১০ই এপিলে থেকে ১৯শে মে)

পাঁচ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২০শে মে থেকে ২০শে জুনের মধ্যে হয়, তবে সে নিয়ম শৃঙ্খলা ভীষণ ভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী। অন্যের প্রতি যত্নশীল, দয়ালু এবং দায়িত্ব পরায়ন হবে। এদের জীবন একটা হতাশার মধ্য দিয়ে যায়। কিছু না পাওয়ার আকাঙ্খা তীব্রতর হয়ে ওঠে (২০শে মে থেকে ২৯শে মে)।
এরা সব কাজেই একটা জেদ ধরে এগিয়ে যায়। তাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। উন্নতির জন্য অনেক সুযোগ এদের সামনে উপস্থিত হয়। অনেক কাজ মুখের কাছে এসেও নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গল ও শুক্র এদের নিয়ন্ত্রণ করে। (৩০শে মে থেকে ৪ই জুন)
এদের হাতে মুঠো ভর্তি টাকা এলেও যেন অর্থ চিন্তা যায় না। চিন্তা ভাবনায় সর্বদা একটা খুঁতখুঁতে ব্যাপার থাকবে। এদের প্রতিভার স্ফুরণ যেমন দ্রুত গতিতে হয়, তেমনই নষ্টও হয় দ্রুত গতিতে। শনি ও রবি এদের নিয়ন্ত্রণ করে। (৯ই জুন থেকে ২০শে জুন)

ছয়

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২১শে জুন থেকে ২২শে জুলাইয়ের মধ্যে হয়, তবে সে পরিকল্পনাপ্রিয় ও কর্মঠ হয়। এদের সৌভাগ্য ও যৌবন - কোনওটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুক্র এবং চন্দ্র এদের নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকে, সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে। এদের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ভর করে মঙ্গল ও বুধের উপর। (২১শে জুন থেকে ১২ জুলাই)।
যে কোনও কাজে এরা এদের দক্ষতা দেখাতে পারে। এরা কোনও বিষয়ে দীর্ঘদিন লেগে থাকতে পারে না। নানদিকে ক্লেশ থাকবে (১৩ই জুলাই থেকে ২২শে জুলাই)।

সাত

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২৩শে জুলাই থেকে ২১শে আগস্টের মধ্যে হয়, তবে সে জীবনকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে উঠতে পারে না। নানা দুর্ভোগ এদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এদের জীবনে পদে পদে বাধা আসে। মনের মধ্যে সব সময় একটা বিপ্লব করার বাসনা থাকে। শনি এদের জীবনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এদের জীবনে উন্নতি হয় বেশ দেরিতে। (২৩শে জুলাই থেকে ১লা আগস্ট)
এদের বিদ্যে বুদ্ধি থাকবে দেখার মতো। তেজি ও ক্ষুরধার সম্পন্ন। এদের জীবনে কিছু আদি দৈবিক ও আদি ভৌতিক ঘটনা ঘটে যায়।
এরা নিঃসঙ্গতা ভালোবাসবে, জীবনের নানা উত্থান পতনে সামিল হবে। কিন্তু এদের সঠিক মূল্যায়নের অভাব থাকবে (২রা আগস্ট থেকে ২১শে আগস্ট)।

আট

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২২শে আগস্ট থেকে ৩১শে আগস্টের মধ্যে হয়, তবে তার জীবনটা হয় সদা চঞ্চল। এরা এদের জীবনকে একটা সুর ও ছন্দে বাঁধতে পারবে। যদি কখনও কোনও সমস্যা আসে তা তারা নিজেদের মতন করেই সমাধান করে নিতে পারবে। এদের মধ্যে তেমন হিংসা ভাব থাকে না। আবার উদারতাও নেই। এদের মধ্যে প্রতিভা থাকে। এরা জীবনে ভালো আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, লেখক ও অভিনেতা হতে পারে। এদের কল্পনাশক্তি প্রবল। এরা বাণিজ্য করলেও উন্নতি হয়।

নয়

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে ১০ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তারা হবে সংযত, বন্ধু প্রিয়, উদার প্রকৃতির। অন্যের দুঃখে এরা দুঃখী হয়ে ওঠে। নানা ভাবে মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জীবনে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। এরা ভীষণ ভাবে সৌন্দর্য্য ও প্রেম চর্চা করে। আলস্য করলে এরা অনেক পিছিয়ে পড়ে।

এদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে শনি এবং শুক্র।

দশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১১ ই সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তাদের প্রথম জীবনটা নানা অশান্তি, শোক ও বাধার মধ্য দিয়ে কাটে। সময় এগোনোর সাথে সাথে সেই বাধা কাটতে থাকে । জীবনে একটা নীতি নিয়েই চলা উচিত। এরা জীবনে সৎ ও অসৎ, নানা উপায়ে অর্থ রোজগার করতে পারে। এরা বিপদে কোনও ভাবেই বিচলিত হয় না। তবে জীবনে এদের সংযত হয়ে চলা উচিত। নয়তো সমস্যা বাড়তে পারে। শনি এবং রাহু এদের জীবনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে।

এগারো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২৩ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবরের মধ্যে হয়, তবে তারা ভীষণ স্পর্শ কাতর ও সংবেদনশীল হয়। এরা উদার প্রকৃতির হয়। সুবিবেচক, সুবিচারক এবং আবেগ প্রবণ হয়। এরা কোনও কাজে ভীত হয় না। ভীষণ ভাবে বাক সংযমী। এদের মধ্যে নানা রকম প্রতিভা থাকে। জীবনে কীর্তিমান হয়। এবং দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করে। তবে এদের শত্রুর কোনও অভাব হয় না। পদে পদে তারা বাধার সৃষ্টি করে। এদের দুর্ঘটনা থেকে সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

চন্দ্র এদের নিয়ন্ত্রণ করে।

বারো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ৩রা অক্টোবর থেকে ১২ই অক্টোবরের মধ্যে হয়, তবে তারা প্রতিভাশালী, নিজের কাজে অবিচল, কামুক এবং জনপ্রিয় হয়। এদের দাম্পত্য

জীবনে কমবেশি অশান্তি থাকে। এবং সন্তান নিয়ে চিন্তা থাকে। এরা বিলাস বৈভব, কামনা বাসনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে চায়। এরা নানা বন্ধুর সান্নিধ্য পায়। এরা নিজেদের রাগকে সংযত করতে পারে না। আদর্শবাদী। এদের উপর অনেকেই আকৃষ্ট হয়। এদের আকর্ষণ ক্ষমতা প্রবল।

তেরো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১৩ ই অক্টোবর থেকে ২২শে অক্টোবরের মধ্যে হয়, তবে তারা বিলাস বৈভবের মধ্যে নিজেদের আনন্দ খুঁজে পায়। কামনা ও বাসনা সর্বদাই এদের সঙ্গী হয়। জীবনে অনেক প্রতিভাধর মানুষের সাথে এদের পরিচয় হয় এবং তাদের ভালোবাসা ও উপকার পায়। ক্রোধকে সংযম করতে পারলে এরা জীবনে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। নানা বন্ধুদের সান্নিধ্য এরা পাবে।
বুধ এদের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

চৌদ্দ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২২শে অক্টোবর থেকে ৩১ শে অক্টোবরের মধ্যে হয়, তবে তারা আপন মর্জির রাজা হয়। খেয়ালি ও মেজাজি। মঙ্গল এদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বলে এরা সাহসী ও পরিশ্রমী হয়। কোনও কাজ করতে ভয় পায় না। এরা কারো পরোয়া করে না। সঙ্গে কেউ না থাকলেও একলা চলার নীতি অনুসরণ করে। এরা কখনও খুব ভালো মনের মানুষ হয়, কখনও বা মন্দ হয়ে থাকে - তবে যেমনই হোক না কেন, অন্যের কাছে নাম পায়। অন্যের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

পনেরো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১ লা নভেম্বর থেকে ১০ ই নভেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তার উপর রবি প্রভাব বিস্তার করে। তাদের মানসিক শক্তি ও মানবিকতা বোধ থাকে প্রবল। যে কাজ শুরু করবে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিচল থাকবে সেই কাজে। নিজের প্রখর বুদ্ধি দ্বারা চালিত করতে পারে অন্যদের। এদের অবৈধ প্রণয় হওয়ার যোগ থাকে। সন্তান দ্বারা সুখ লাভ হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। মহিলারা স্ত্রী রোগ জনিত সমস্যায় কষ্ট পায়। এদের একাধিক বার বিদেশ যাত্রা হয়ে থাকে।

ষোল

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১১ ই নভেম্বর থেকে ২১ শে নভেম্বরের মধ্যে হয়, তবে এরা জীবনে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এদের জীবনকে শুক্র নিয়ন্ত্রণ করে। কাজ করার অদম্য প্রাণশক্তি এদের মধ্যে নিহিত থাকে। সমস্যাকে ভয় পায় না। বরং তার সমাধান করার জন্য এক পা এগিয়ে থাকে। এরা গান, বাজনা, নৃত্য, অভিনয়, লেখালেখি ভালোবাসে। এরা এসব নিয়ে এগোলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তবে এদের জীবনে অবাঞ্ছিত নানা বাধা বিপত্তি এবং ঝামেলা আসে। দাম্পত্য জীবনে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়।

সতেরো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২২শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তার মধ্যে একটা সহজ সরল ভাব থাকে। তারা অতি সাধারণ ভাবেই জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা সর্বদাই সতর্ক এবং তীক্ষ্ণ নজর বিশিষ্ট। এদের কোনও কিছু সম্পর্কে জানার কৌতূহল বা আগ্রহ প্রচুর। যে কোনও সৃষ্টির পিছনে এরা নানা রহস্যের সন্ধান করে। তবে অনেক সময় এদের কাজকর্ম কোনও পরিকল্পনা মাফিক ভাবে চলে না। বিবাহিত জীবনে এরা ভীষণ ভাবে অসুখী। তবে অনেক সময় নিজেদের বিপদ এরা নিজেরাই ডেকে আনে।

বুধ এদের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আঠেরো

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২ রা ডিসেম্বর থেকে ১১ ই ডিসেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তারা মেজাজি হলেও অন্যকে ভালোবাসায় বিশেষ আগ্রহী থাকবে। এদের নানা গুণ থাকবে এবং প্রতিভার বিকাশও ঘটবে। জীবন চলবে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এরা সুনিপুণ ভাবে সমস্ত সমস্যাকে এড়িয়ে চলবে। এই জাতক জাতিকারা জ্ঞান বিজ্ঞানে চর্চা করতে ভালোবাসবে। মঙ্গল এদের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেব। শিক্ষা বা বিদ্যা এরা ভালোবাসবে। প্রকৃত জ্ঞানের পূজারি হবে এরা।

ঊনিশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১২ ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে হয়, তবে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রা হন স্বয়ং শনিদেব। এদের দৈব প্রেরণা লাভ হয়। এদের জীবনে নানা গুণের সমাহার থাকে। কঠোর পরিশ্রমে এরা বিশ্বাসী। এরা ভালো দার্শনিক হয়। দর্শন শাস্ত্রের উপর এদের দখল থাকে। সহজে কারো কাছে এরা মাথা নত করে না। শত বিপদের মধ্যেও এরা ভেঙে পড়ে না। এদের অবাধ দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে। এবং এরা কখনই আদর্শচ্যুত হবে না।

কুড়ি

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২২ শে ডিসেম্বর থেকে ১ লা জানুয়ারির মধ্যে হয়, তবে তাদের জীবন বৃহস্পতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এরা একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এদের ভিতর স্বাধীন স্পৃহা বেশি থাকে। এরা কারো মত বা প্রভাব সহ্য করতে পারে না। এরা নিজস্ব চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হয়। তবে এদের ভিতর সহ্য ক্ষমতা অসীম। এরা জ্ঞানের পূজারি, পূজাপাঠ ভালোবাসে। এবং জীবনকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবে। এদের চুলের সমস্যা হতে পারে, চুল ওঠা বা পড়ে যাওয়া। লিভার বা যকৃতের সমস্যায় এরা কমবেশি কষ্ট পায়।

একুশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২ রা জানুয়ারি থেকে ১০ ই জানুয়ারির মধ্যে হয়, তবে

তাদের মধ্যে নানা গুণের সমাবেশ হলেও তারা ভীষণ চপল ও মুখরা হয়। যার ফলে অনেকের অপ্রিয় হয়। সবার কাছ থেকে ভালোবাসা গ্রহণ করতে পারে না। এদের জীবনে ছন্দের অভাব ঘটে, ফলে দ্রুত জীবন এগোয় না। বিবাহিত জীবন তেমন সুখের হয় না। প্রতিভা থাকলেও তা দিয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি এদের হয় না। তবে কাউকে নীচু করার মানসিকতাও এদের মধ্যে নেই।

বাইশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ১১ ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে হয়, তবে তারা হয় দ্বৈত প্রকার। অর্থাৎ ভালো হলে খুব ভালো, খারাপ হলে খুবই খারাপ। এদের জীবন পরিবর্তনশীল। গর্ব বা অহংকার থাকে। তবে খুব একটা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে না। যে কোনও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। হঠকারি সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই নিতে চায় না। সম্মান চায় সকলের থেকে, লজ্জাবোধ প্রবল। প্রকৃতি প্রেমী এবং নানা ভাবে এরা জীবন কাটায়।

বুধ এদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

তেইশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২১ শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে হয়, তবে তারা সৎ, স্বাধীনচেতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিভাবান হয়ে থাকে। এদের জীবনে শুক্রের প্রভাব থাকে। এরা সহজে কারো কাছে মাথা নত করে না। একলা চলো নীতি এরা অবলম্বন করে। এরা ভীষণ ভাবে স্বাধীনতা পিয়াসী। অপরের দুঃখকে নিজের মনে করে, সাহায্যের হাত বাড়িযে দেয়। এরা প্রকৃত অর্থে হয় দাতা, এরা সমাজ সেবা করতে ভালোবাসে - তার জন্য সংসার ছাড়তেও এরা প্রস্তুত। এদের মধ্যে নানা প্রতিভা থাকে। এরা সাধারণত বুকের কোনও সমস্যায় কষ্ট পায়। এদের আকর্ষণ শক্তি প্রবল। তাই সবার কাছ থেকেই ভালোবাসা পেয়ে থাকে।

চব্বিশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ৩১ শে জানুয়ারি থেকে ১৯ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে হয়, তবে এদের জীবনে শুক্র এবং বুধের বেশ প্রভাব থাকে। এরা নিজের লাভের জন্য অন্যের সাথে যেচে বন্ধুত্ব করবে। নানা ধরণের বন্ধু এদের থাকবে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন কাটালেও জীবনের পূর্ণতাকে এরা অনুভব করতে পারবে। কিছু সময় এদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে ধ্বংসের মধ্যেই যে সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে, সেটা এরা ভালো মতোই জানে। জীবনে অন্যের সাহায্য পাবে, মধ্য বয়স থেকে এরা জীবনকে এক নতুন পথে চালিত করে।

পঁচিশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২০ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১ লা মার্চের মধ্যে হয়, তবে তাদের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। এদের ধারণা শক্তি অত্যন্ত তীব্র। এরা

সত্য, সুন্দর ও শিবের পূজারি। এদের উচ্চাকাঙ্খা থাকে প্রবল। ননা বাধার মধ্য দিয়ে এরা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মধ্য বয়স অর্থাৎ ৪০ বছরের পর থেকে এদের জীবনে বিশাল উন্নতি ঘটে।
শুক্র এদের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ছাব্বিশ

যদি কোনও জাতক জাতিকার জন্ম ২রা মার্চ থেকে ২০শে মার্চের মধ্যে হয়, তবে তারা হবে সৌভাগ্যবান। এরা দৃঢ়চেতা হয় এবং কোনও কাজ শুরু করলে তাতেই অবিচল থাকে। এরা পরিশ্রম পটু হয়ে থাকে। আত্মবিশ্বাস মারাত্মক। যে কোনও শাস্ত্র শেখার নেশা প্রবল। এবং শিখলে এরা পারদর্শিতা লাভ করে। তবে এদের আবেগ বেশি থাকায় ছোটখাটো বিষয়েও দুঃখ অনুভব করে। ফলে আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়ে আত্মবিষণ্ণও হয়ে পড়ে। এরা সংগীত, কলা, অঙ্কন বিষয় বিশেষ পারদর্শী, দাম্পত্য জীবনে নানা ব্যথা, বেদনা এবং বিরহ এদের সঙ্গী। তবে এরা বিপরীত লিঙ্গকে বিষেয় ভাবে আকর্ষণ করতে পারে।
মঙ্গল এদের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অঙ্কের প্রয়োগ

প্রতিটি সংখ্যাই মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা। এবং সেই সংখ্যা কখনও শুভ হতে পারে, কখনও অশুভ। আপনি কোন তারিখে কোন মাসে কোন সালে জন্ম প্রহণ করেছেন, তাই দিয়েই আপনার ভাগ্য সম্পর্কে নানা আভাষ পাওয়া যায়। এবং এটা মনে রাখতে হবে যে, সব কিছুই ওই ১ থেকে ৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সংখ্যার খেলাই প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। শুভ এবং অশুভ রূপে। ঠিক সেরকমই আপনার বাড়ির নম্বর, গাড়ির নম্বর, মোবাইল ফোনের নম্বর - সব কিছু থেকেই আপনার ভালোমন্দের আভাষ দেওয়া সম্ভব। কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

কারো জন্ম যদি হয় - 16 / 10/ 2002 (অর্থাৎ 16 অক্টোবর 2002 সাল)
সময় বেলা 12 টা 10 মিনিট
জন্মস্থান kolkata

তাহলে অঙ্কটি এই রকম

16 + 10 + 2002
7 + 1 + 4
12 = 1+2 = 3

12/10 k o l k a t a
3 + 1 = 4 2+6+3+2+1+2+1 =17 1+7= 8

অর্থাৎ এই জাতক জাতিকার জীবনে স্থূল ভাবে 6 এর প্রভাব থাকবে।

এবং 3+4+8 = 15 1+5 = 6

অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে 3, 4, 8 এর প্রভাব থাকবে।

গাড়ির নম্বর WB 24 C N 4 9 5 2
5+1+2+4 3+5+4+9+5+2
1+2 = 3 2+8 = 10 = 1
3+1=4 এর প্রভাব থাকবে।

মোবাই ল নম্বর 9432519021
9+4+3+2+5+1+9+0+2+1= 36
3+6= 9 এর প্রভাব থাকবে

এই ভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্র বিচার করতে হবে। প্রতিটি সংখ্যাকে ভেঙে যদি বিচার করা যায়, তাহলে প্রতিটি সংখ্যার গুরুত্ব আলাদা করে ফলাদেশ করতে হবে।

এবার জেনে নেব নামের প্রথম অক্ষর ও তার সংখ্যা অনুসারে কী হতে পারে কারো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

আমি এখানে ইংরাজি বর্ণ মালার 'A' থেকে 'Z' পর্যন্ত নামের অক্ষর ও সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করবোঃ

Aঃ (সংখ্যা হলো 1)
A অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তাদের ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক উদারতা দেখার মতন। A অক্ষর উচ্চাকাঙ্খার প্রতীক। এরা আদর্শ নিয়ে চলে। নিজেদের সত্ত্বা এরা জীবনের প্রথম ধাপ থেকেই প্রকাশ করে। কারো কাছে সহজে মাথা নত করে না। এরা সর্বদাই উন্নতির চিন্তায় মগ্ন। তবে জীবনভোর সংগ্রাম করে তবেই উন্নতির শিখরে পৌঁছয়। এদের সৃজনশীলতা সকলকে মুগ্ধ করে। এদের চাতুর্য থাকবে। এরা কখনও বিষণ্ণ, কখনও মেজাজি। কিন্তু ভীষণ ভাবে ভদ্র ও বিনয়ী।

Bঃ (সংখ্যা হলো 2)
B অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তাদের কাজে কর্মে এক সুন্দর চিন্তার সেতু বন্ধন তৈরি হয়। এরা স্নেহ প্রবণ। B অক্ষর হলো ভাবপ্রবণতার প্রতীক। প্রকৃতি, আধিভৌতিক জগতে এদের বিচরণ। এরা অকৃত্রিম প্রেমিক। এদের লেখনিশক্তি প্রবল হয়। এরা যে কোনও সমস্যা এলে, সহজেই তার মোকাবিলা করে এবং সমাধান করতে পারে। এরা যদি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়, দ্রুত সুনাম অর্জন করতে পারে।

Cঃ (সংখ্যা হলো 3)
C অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা তাদের জীবনকে তীর্যক ভাবে দেখতে চায়। এরা ভীষণ ভাবে মানবতাবাদে বিশ্বাসী। C অক্ষর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার প্রতীক। এরা সব সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। এরা ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। কখনও নিজের সত্ত্বা বিসর্জন দিতে চায় না। তবে এদের মন যে কোমল, তা সকলের কাছে প্রকাশ পায়। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে এক মেল বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। এদের যে কোনও বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রবল।

Dঃ (সংখ্যা হলো 4)
D অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা জীবনের প্রথম থেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ। কখনই কারো মুখাপেক্ষী নয়। এরা একটু আত্মকেন্দ্রিক, তবে জীবনকে একটা ছন্দে বেঁধে চলে। কোনও কাজ করতে এরা পিছপা হয় না। এবং কাজ সম্পন্ন না করে থামতে চায় না। এরা স্বাধীন ভাবে থাকতে ভালোবাসে। নিজের আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবল। সর্বদা একটা রাজকীয় পরিবেশের আবেদন এদের থাকে। তা সত্ত্বেও এরা ভীষণ ভাবে আধ্যাত্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে থাকে। D হলো স্বয়ং সম্পূর্ণতার প্রতীক।

E ঃ (সংখ্যা হলো 5)

E অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা চির সজীব, প্রাণোচ্ছল। E অক্ষর চির সজীব ও প্রাণশক্তির প্রতীক। এরা সব সময় সামনের কথা ভাবতে ও সামনের দিকে চলতে ভালোবাসে। এদের কূটনৈতিক জ্ঞান ও চিন্তা অসাধারণ। এরা কামনাবাসনার মধ্যে জীবন উপভোগ করতে চায়। নানা প্রতিভার অধিকারী। এদের অনুরাগী বা ভক্তের সংখ্যা অনেক হয়। এদের সহ্যশক্তি প্রবল।

F ঃ (সংখ্যা হলো 6)

F অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু , তারা সর্বদাই একটা আধিভৌতিক জগতের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। আসলে F অক্ষর হলো আন্তরিকতা ও ভক্তিবাদের প্রতীক। এরা সেবার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে চায়। সহ্যশক্তি, ক্ষমাগুণ এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। এরা অদম্য পরিশ্রমী, কোনও কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। সাহিত্য সৃষ্টিতে নজির গড়ে। এরা রাজনীতি করলে উচ্চ ও ক্ষমতাশালী পদে আসীন হতে পারে।

G ঃ (সংখ্যা হলো 7)

G অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা ছোটবেলা থেকেই কষ্টসহিষ্ণু। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাংগঠনিক শক্তি এদের মধ্যে থাকে। G অক্ষর হলো দৃঢ়তার প্রতীক। এরা কোনও কিছুতেই সহজে হার মানে না। এরা ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে। এদের মধ্যে সাহিত্য প্রীতি থাকে। এবং এরা যে কোনও জটিল বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পটু। কোনও ভাবে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না। এরা নির্ভেজাল সমাজসেবক। এবং রাজনীতি করলে ভাল সংগঠক ও নেতা হতে পারে। অর্থকড়ি বিষয়ে খুব হিসেবি ও কৃপণ প্রকৃতির হয়।

H ঃ (সংখ্যা হলো 8)

H অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা নিজেকে খুব ভালোবাসে। এরা নিষ্ঠুর ও পরিশ্রম কাতর হতে পারে। H অক্ষর আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতীক। এরা জীবনকে সাধনার দ্বারা ফুটিয়ে তোলে। দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ এদের জীবনে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এরা নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারে। এরা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তবে অনেক সময় এরা নিজের বুদ্ধির ভুলে নিজের জীবনে বিপদ ডেকে আনে।

I ঃ (সংখ্যা হলো 9)

I অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা সর্বদাই সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। সংগ্রামই যে জীবন, তা তারা অক্ষরে অক্ষরে মানে। এদের প্রতিভা থাকে প্রচুর। I অক্ষর সজীব জীবনের প্রতীক। এরা কীভাবে অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে হয়, তা জানে। রাজনীতি করলে বড় পদে আসীন হতে পারে এবং যথেষ্ট নাম করতে পারে। এরা প্রবল জেদি হয় এবং বিরোধীপক্ষকে সমূলে বিনাশ করতে পারে। এদের আত্মপ্রত্যয় বেশি। এরা নতুন কিছু আবিষ্কার করার পক্ষপাতী এবং এদের উন্নতি আসবেই।

J ঃ অক্ষর মানে (1+0 = 1) ১ সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা চিরচঞ্চল এবং চিরব্যাপ্ত। এরা সর্বদাই সোজাপথে চলতে চান। এদের স্বভাব হয় উদার প্রকৃতির। J অক্ষর ক্ষুরধার বদ্ধির কারক বা প্রতীক। এরা কোনও বিষয়কে আইন, তর্ক বা বুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে চান। এদের কূটনৈতিক বুদ্ধি বেশ ধারালো। রাজনীতিতে এরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারে। অতর্কিতে কোনও শত্রুকে এরা আক্রমণ করতে এরা পটু। বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক সাধনায় এদের উন্নতি ঘটে। এদের মধ্যে সংগঠন করার দক্ষতা থাকে এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রবল। এরা সহজে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে না।

K ঃ অক্ষর মানে (1+1 = 2) 2 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নাম শুরু, তাদের একাগ্রতা প্রবল। তীব্র তাদের ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি এ একাগ্রতা দিয়ে তারা কাজ করে জীবনে এগিয়ে চলে। এরা ভগবান বিশ্বাসী এবং ভাগ্যকেও মানেন। সাংগঠনিক শক্তি প্রবল। সবার কাছেই মোটামুটি সম্মান পান এরা। সকলেই এদের কথা শোনে। K অক্ষর ভাবপ্রবণ ও একাগ্রতার প্রতীক। যে কাজ এরা করবেন বলে মনে করেন, সেই কাজই এরা করে দেখান।

L ঃ অক্ষর মানে (1+ 2 = 3) 3 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তাদের বিচারবুদ্ধি দেখার মতো। প্রবল সাংগঠনিক শক্তি এদের মধ্যে থাকে। এবং সকলকে সাথে নিয়ে চলার মানসিকতা এদের থাকে। পরিষ্কার ভাবনা চিন্তার মানুষ এরা। L অক্ষর হলো প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রতীক। এরা নীচতাকে প্রশ্রয় দেন না। স্পষ্ট বক্তা, একাধারে এরা স্নেহপ্রবণও। এবং প্রবল ভাবে আধ্যাত্মিকতাবাদে বিশ্বাসী। এরা সাহিত্য প্রেমে মশগুল, সাহিত্য চর্চা এদের কাছে একটা প্যাশন। এরা কর্মঠ। নেতৃত্ব করার ক্ষমতা এদের সহজাত। এরা হঠাৎ করেই মৃত্যুবরণ করে।

M ঃ অক্ষর মানে (1+3 = 4) 4 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা খ্যাতি এবং সম্মান দুইই পায়। কিন্তু তবু তাদের ভিতর কোনও অহংকার বোধ থাকে না। একলা চলো এদের কাছে প্রিয়, তাতেই এরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। M অক্ষর হলো সংঘাত বহুল জীবনের প্রতীক। এরা মানুষের জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখকে লাঘব করার জন্য বদ্ধপরিকর। বিপ্লবী মন এদের থাকে। এরা গাছপালা, প্রকৃতি প্রেমী হয়ে থাকে।

N ঃ অক্ষর মানে (1+4= 5) 5 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তাদের জীবনে উত্থান এবং পতন দুইই থাকে। এরা অনেক সময় রাতারাতি খুব নামকরা হয়ে ওঠে। N অক্ষর হলো শ্রেষ্ঠতার প্রতীক। দশের এক হতে পারে এরা। এদের মনে দেশপ্রেম সর্বদাই জাগ্রত থাকে। জগতকে এরা বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে দেখে। মানব সেবায় এরা আনন্দ পায়। অহংকার বোধ প্রবল। এরা

অল্পেতেই যেমন রেগে যায়, ঠিক তেমনই অল্পেতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এদের বাকপটুতার কারণে অনেকে এদের সঙ্গ পেতে মুখিয়ে থাকে।

O ঃ অক্ষর মানে (1+5= 6) 6 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু হয়, তাদের পিছুটান থাকে না। অনেক কষ্ট জীবনে আসে, তবে কষ্ট পেলেও এরা নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না। বা অপরের কাছে বিকিয়ে যায় না। এরা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী এবং সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। O অক্ষর সামনে এগিয়ে চলার প্রতীক। এরা আইন শৃঙ্খলার ধার ধারে না, যখন যেটা মনে হয়, সেটাই করে বসে। অনেকে এদের নিন্দেমন্দ করে, কিন্তু এরা কোনও কিছুরই পরোয়া করে না। তবে কথায় আছে, এরা জাতে মাতাল, তালে ঠিক। এরা কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকে।

P ঃ অক্ষর মানে (1+ 7 = 8) 8 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা সব সময়েই সক্রিয়। যুক্তি ছাড়া কোনও কথা বলে না। জীবনের প্রথম দিকে দারিদ্রের মধ্য দিয়ে কাটালেও ৩০ বছরের পর থেকে বেশ অর্থ ও সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে। কূটনৈতিক ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর। P অক্ষর ইতিবাচকতার প্রতীক। লেখালেখি, রাজনীতি প্রভৃতি করলে বেশ নাম করতে পারে। এরা এদের সহজাত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে। কিছু না পেলেও অনুশোচনা নেই। এদের পতন হঠাৎ হয়।

Q ঃ অক্ষর মানে (1+ 7 = 8) 8 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা মাথায় কাঁটার মুকুট নিয়ে জীবন কাটায়। জীবনের চরম সত্যকে পাওয়ার জন্য এরা দুঃখ ও দুর্দশাকে নিজেদের কণ্ঠের মালা করে ঘোরে। Q অক্ষর হলো এক বিরহ বা বিয়োগান্ত নাটকের প্রতীক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এরা বাধার সম্মুখীন হয়। নিজে অসুখী থেকেও চেষ্টা করে অপরকে সুখী রাখার। নিজের ঘর ভাঙলেও অপরের ঘর গড়তে এদের ক্লান্তি নেই। এক কথায় এদের জীবন অন্যের জন্যই তৈরি হয়।

R ঃ অক্ষর মানে (1+ 8 = 9) 9 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা বিশ্ব মৈত্রীবাদে বিশ্বাসী। নতুন কিছু করে দেখাবার অথবা নতুন দিগন্ত উদঘাটিত করার প্রয়াস এদের মধ্যে সর্বদাই থাকে। এরা মানবতার পূজারি। কোনও কিছুতেই পিছিয়ে পড়ে না। R অক্ষর নবমন্ত্র সূচনার প্রতীক। এদের রাগ ও জেদ প্রবল। কিন্তু রাগকে আশ্রয় করলে জীবনে চরম মূল্য দিতে হয়। সবকিছুতে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করলেও নিজের ভুলে পরাজয় ঘটে। সকলের সাথেই নিজের আত্মার সম্পর্ক খোঁজে।

S ঃ অক্ষর মানে (1+ 9 = 1) 1 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু, তারা সব বিষয়েই শানিত এবং কঠোর মনোভাবাপন্ন হন। দেশ ও সমাজ এদের কাজ থেকে অনেক প্রত্যাশা রাখে। প্রতিভা এদের প্রচুর থাকে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক মূল্যায়ন হয় না। A এবং J অক্ষরের কারকতা অনেকাংশেই এদের মধ্যে থাকে। S অক্ষর হলো প্রতিভার সম্পূর্ণতার প্রতীক। এরা কোনও কাজ শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত থামে না। এদের মধ্যে নমনীয়তা, ভদ্রতা যেমন থাকে, প্রয়োজনে ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতাও প্রবল।

T ঃ সংখ্যা মানে (2+ 0 = 2) 2 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তাদের আত্মসম্মান ও জেদ থাকে প্রবল। মনোযোগ দিয়ে সকল কাজ করে। এবং কোনও কাজ শেষ না করে ওঠে না। অন্যের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে পারে। নানা বাধা বিপত্তি জীবনে আসে, কিন্তু তার মধ্য থেকেও নিজেদের সম্মান অটুট রাখতে পারে। এদের মধ্যে B এবং K অক্ষরের গুণাবলীও লক্ষ্য করা যায়।
T আসলে নিরলস কর্মের প্রতীক। এরা জীবনকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। নিজের মতোন করে জীবন যাপন করে।

U ঃ সংখ্যা মানে (2 + 1 = 3) 3 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য। এদের চরিত্রে জটিলতা বেশি থাকলেও নানা দিক থেকে নানা সুযোগ সুবিধা এরা লাভ করে। এদের বুদ্ধি খুব শানিত হয়। U অক্ষর ঐশ্বরিয় প্রভাবের প্রতীক। এদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। প্রেমের ক্ষেত্রে এরা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না। আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করলেও কর্মকে এরা ভীষণ ভাবে প্রাধান্য দেয়। সাহিত্য চর্চা, নাটক, অভিনয় এরা পছন্দ করে।

V ঃ সংখ্যা মানে (2+2=4) 4 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা প্রকৃত অর্থে কর্মযোগী। এরা জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও প্রজ্ঞাবান হয়ে থাকে। এরা কোনও পরিস্থিতিতেই মাথা নত করে না। V অক্ষর হলো যুদ্ধ জয়ের প্রতীক। এদের মনে জগত জয়ের বাসনা থাকে। আধ্যাত্মিকতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়। এরা সমাজ সংস্কারক, উদার এবং প্রেমিক প্রকৃতির হয়।

U ঃ সংখ্যা মানে (2+3 =5) 5 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা ভীষণ ভাবে অনুভূতি প্রবণ হয়। এদের মনের জোর থাকে প্রবল। U অক্ষর হলো উচ্চাকাঙ্খার প্রতীক। এরা যে কাজে হাত দেয়, শেষ না করে শান্ত হয় না। প্রতিভার দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে চায় এবং করেও তাই। জীবনকে এরা নানাভাবে ভোগ করে। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। নানা ধরণের গুণে এরা গুনান্বিত।

X ঃ সংখ্যা মানে (2+4= 6) 6 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা জীবন ভোর কর্ম নিয়ে অশান্তির মধ্যে থাকবেন। ভালোবাসা এদের কাছে অভিশাপ। প্রেমের দুয়ার এদের জন্য বন্ধ। জোর করে খুললেও

শান্তি থাকবে না জীবনে। তবে এরা নিজের সত্ত্বাকে বিসর্জন দেবে না কোনও মূল্যেই। মনের দিক থেকে এরা হবে উদার। তাই জীবন প্রতিপদে এদের ঠকাবে। এবং অশান্তির মধ্যে রাখবে। X অক্ষর অশান্তির প্রতীক। নানা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নিয়ে এদের জীবন চলে।

Y ঃ সংখ্যা মানে (2+5=7) 7 সংখ্যা।
এই অক্ষর দিয়ে যাদের নামের শুরু তারা অত্যন্ত নীতি ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে। এরা স্পষ্ট বক্তা ও সত্যবাদী হয়ে থাকে। এরা নিঃসঙ্গতা ভালোবাসে। Y অক্ষর হলো নীতিবাদিতার প্রতীক। এরা স্নেহ প্রবণ হলেও তার বহিঃপ্রকাশ কম থাকে। এদের বুদ্ধি বিচক্ষণতা এক অন্য মাত্রার হয়ে থাকে। কলা বিদ্যা, সংগীত, বাজনা এরা ভালোবাসে।

Z ঃ সংখ্যা মানে (2+6=8) 8 সংখ্যা।
এই অক্ষর যাদের নামের প্রথমে শুরু হয়, তারা প্রকৃত অর্থে অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। সব বিষয়ে এরা ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করে। এদের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি থাকে প্রখর। এরা জীবনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন এবং সাফল্যও লাভ করেন। এদের চিন্তাশক্তি প্রখর হওয়ার ফলে যে কোনও সমস্যার আশু সমাধান করতে এরা সিদ্ধহস্ত। Z অক্ষর হলো অলসময় জীবনের সাফল্যের প্রতীক। এরা শম্বুক গতিতে জীবন কাটাতে বেশ পছন্দ করে।

এবার জানবো মিশ্র সংখ্যার তাৎপর্য

ঋতু পরিবর্তন থেকে শুরু করে নবগ্রহের নানা ক্রিয়াকলাপ - সমস্ত কিছুই সংখ্যার খেলা। ১ হলো মানুষের শুরু হওয়ার প্রতীক এবং ৯ হলো তার শেষ।

প্রতিটি মানুষের দুটি করে সংখ্যা আছে। একটি হলো একক সংখ্যা, অন্যটি হলো মিশ্র সংখ্যা।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ

আপনার নাম -	MADAN	MOHON	SARKAR
	M - 4	M - 4	S - 1
	A - 1	O - 6	A - 1
	D - 4	H - 8	R - 9
	A - 1	O - 6	K - 2
	N - 5	N - 5	A - 1
			R - 9
	15	29	23

15 + 29 + 23
6 + 11 + 5
6 + 2 + 5 = 13 এই হলো মিশ্র সংখ্যা।

মদন মোহন বাবুর জন্ম ধরে নিন 5 ই এপ্রিল 1960 সাল।

অর্থাৎ 5 + 04 + 1960
= 5 + 4 + 16
= 5 + 4 + 7
= 16
= 7 এই 7 হলো একক সংখ্যা।

এবার মদন মোহন বাবুর জানার ইচ্ছে হলো ২৩ জানুয়ারী দিনটা তার কেমন যাবে।

তাহলে 23 / 01 = 6

প্রতিটি মানুষের জীবনের শুভাশুভ দিন গণনার জন্য যৌগিক সংখ্যা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। ঠিক যেভাবে, প্রতিটি সংখ্যা বার করে দেখালাম - তেমন ভাবেই করতে হবে।

তাহলে মূখ্য বিষয় দাঁড়ালো -

মদন বাবুর নামের সংখ্যা	13
জন্ম দিন অনুযায়ী সংখ্যা	7
এবং ২৩ জানুয়ারী দিনটির সংখ্যা	6
	26

এবার নীচে দেওয়া তালিকাটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তাতে ২৬ নম্বর সংখ্যায় কী বলছে দেখুন। এভাবে প্রতিটি সংখ্যার ফল দিলাম। সংখ্যাগুলি যৌগিক বা মিশ্র সংখ্যা।

১০ সংখ্যা ঃ পরিকল্পনা প্রবণ, সমাজ সচেতন, মান যশ পায়। এবং যোগাযোগের ক্ষেত্র

ভালো। এরা চির সবুজ এবং প্রাণোচ্ছল। চির শুভের প্রতীক। জীবনে উন্নতি আসে। এবং সর্বদাই জীবনকে উন্নতির পথে চালিত করে।

১১ সংখ্যা ঃ এদের কাজ কর্মে কমবেশি বাধা। মনের দিক থেকে বেশ নরম। এদের উপর অতর্কিতে বিপদ আসে। এরা নানা পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলেও তা সম্পূর্ণ রূপে ফলপ্রসু হয় না। নানা মানুষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সঠিক কাজে তা ব্যবহার করতে পারে না।

১২ সংখ্যা ঃ এরা অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নানা ধরণের মানসিক অবসাদে ভোগে। শরীর স্বাস্থ্যও সব সময় ঠিক থাকে না। উচ্চাকাঙ্খাও প্রবল থাকে। লক্ষ্যে পৌঁছতে যে সহনশীলতা বা যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তা ঠিক মতো করতে পারে না।

১৩ সংখ্যা ঃ এদের মনের মধ্যে আগুন জ্বলে। সব সময় বিদ্রোহী মনোভাব। চেহারায় তেমন জৌলুস থাকে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কংকালসার চেহারা হয়। এরা গঠন খুব কম করবে, ধ্বংস করতে ওস্তাদ।

১৪ সংখ্যা ঃ নানা দুর্ঘটনার সাক্ষ্য বহনকারী, যান বাহন দ্বারা ক্ষতি আঘাত প্রাপ্তি, যে কোনও দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। সঠিক মনোনিবেশ ও পরিশ্রম না করলে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থ হানি। প্রতিকূলে চলার চেষ্টা না করাই ভাল।

১৫ সংখ্যা ঃ প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হয়। সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করার একটা প্রবণতা থাকে। জীবনে অর্থ আসে নানা দিক থেকে এবং নানা সূত্র ধরে। এদের আধিভৌতিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। দৈবকৃপা এরা পায়।

১৬ সংখ্যা ঃ আলস্য এবং দৈহিক কামনা নানা ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। দৈবের কৃপা তেমন পায় না। তবে তন্ত্র সাধনা, কালা যাদু - এই সব বিদ্যায় পারদর্শী হয়। নানা কারণে অর্থ নষ্ট হয়। এবং নিজের ভুলে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। নানা ধরণের দুর্ঘটনার শিকার হয়।

১৭ সংখ্যা ঃ এদের জ্ঞান বুদ্ধি এবং নিষ্ঠা থাকবে। গুরুর আশীর্বাদ সর্বদা মাথায় থাকে। প্রেম জীবনে আনন্দ লাভ করে। যে কোনও কাজে গেলে সেই কাজে জয় লাভ করতে পারে। নানা সূত্র ধরে জীবনে অর্থ আসে। মধ্য বয়সের পরে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেয়।

১৮ সংখ্যা ঃ নানা প্রতিকূলতাকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। আধ্যাত্মিকতার চিন্তা থাকলেও বাস্তবিকতার সাথে তার সংঘাত চলবে। চাওয়া পাওয়া, লেনদেন সব বিষয়ে যেন বেশি গুরুত্ব পাবে। কর্মঠ হবে।

১৯ সংখ্যা ঃ সাফল্য থাকবে। যে কাজই করুক না কেন, সাফল্য আসবে। বুদ্ধি দীপ্ত এবং তেজ থাকবে। হঠাৎ মাথা গরম। চোখের সমস্যা হবে।

২০ সংখ্যা ঃ কোনও কাজে হাত দিলে দায়িত্ব সহকারে তা সম্পন্ন করা কর্তব্য মনে করবে। নিজ কাজের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকবে এবং অন্যকেও অনুপ্রাণিত করবে। সকল কাজে দেবদূতের মতো ত্রাতা হয়ে অবতীর্ণ হবে।

২১ সংখ্যা ঃ মান সম্মান, যশ প্রতিপত্তি নিয়ে আসে। অর্ন্তনিহিত যে প্রতিভা তার সঠিক মূল্যায়ন ও বিকাশ ঘটে। সর্বদাই মঙ্গলময়।

২২ সংখ্যা ঃ জীবনের চলার পথ সঙ্কটময়। এবং শয্যা যে ফুল দ্বারা রচিত নয়, সেটা পদে

পদে বোঝায়। তবুও জয়ী হওয়ার ইচ্ছে অন্তরে আগুনের মতো জ্বলে, শত বাধা, দ্বন্দ্ব, শোক, দুঃখকে জয় করে এগিয়ে যায়। অবশেষে সর্বক্ষেত্রেই শুভ প্রকাশ পায়।

২৩ সংখ্যা ঃ ভীষণ ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও চতুর প্রকৃতির হয়। সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অবশেষে জয়ী হয়েই ফিরে আসে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সর্বদাই এদের মাথার উপরে থাকে। জীবনে প্রতিটি দায়িত্ব এবং কর্তব্য হাসি মুখে পালন করে। আবার নিজের প্রয়োজনে চতুরতার সাথে এগিয়ে যায়।

২৪ সংখ্যা ঃ সকল বিষয়ে জানার কৌতূহল থাকে। লেখাপড়া, সাজগোজ ভালোবাসে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। জীবনকে নিজের মতন করে গড়ে। স্বপ্নকে বাস্তব করতে সচেষ্ট থাকে।

২৫ সংখ্যা ঃ জমিজমা সংক্রান্ত কাজে সিদ্ধহস্ত হয়। জমির জরিপ, মুহুরি বা দালাল - যে কাজই হোক করে, মামলাবাজ হয়, এবং তা থেকে জয়ী হয়। অনেকে ভুল বোঝে। আবার সময় মতন ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

২৬ সংখ্যা ঃ ভালোমন্দ নির্ভর করছে এদের হাতে। ভালো সঙ্গ পেলে খুব ভালো নয় - জুয়া, রেস, মদ নিয়ে জীবন কাটে। ব্যবসা বাণিজ্য করলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। অর্থকড়ি তছরূপ করে। প্রতিযোগিতা থাকে।

২৭ সংখ্যা ঃ আর্থিক লাভ হয় নানা ক্ষেত্রে থেকে। প্রচুর ভ্রমণের নেশা - ভ্রমণে লাভ হয়। ট্র্যাভেলিং ব্যবসা করলে সফল হয়। সমাজের শক্তিশালী লোকেদের সাথে ওঠাবসা করে। এবং নিজেরও শক্তি বৃদ্ধি হয়।

২৮ সংখ্যা ঃ জীবনকে অনেক সহজ করার চেষ্টা করে। এবং সেই ভাবে এগিয়ে চলে। ঘাত প্রতিঘাত প্রচুর থাকে, কিন্তু কোনও বাধাকেই পরোয়া করে না। অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তবে এতো কিছুর পরেও লাভবান হয়। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকে।

২৯ সংখ্যা ঃ জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ঘাত প্রতিঘাত থাকে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে বেশির ভাগ সময় ক্ষতি হয়। মনে বার বার আঘাত লাগে। রাগকে বশীভূত করতে পারে না। অনেক সময় ভুল পথে চালিত হয়ে পড়ে।

৩০ সংখ্যা ঃ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ভাবুক প্রকৃতির, শান্তি চাইলেও সর্বদা মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে অনেক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। ভালোবাসার মানুষ দূরে চলে যায়। ঈশ্বর বিশ্বাসী, ফলে সামলে ওঠে।

৩১ সংখ্যা ঃ প্রেম বা ভালোবাসা এদের কাছে মরীচিকা সম। দেখা দেয়, কিন্তু ধরা দেয় না। নিঃসঙ্গতা এদের প্রিয়। সেভাবেই চলে জীবন। নিজেই নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। আত্মীয় পরিজনও এদের সান্নিধ্য ত্যাগ করে।

এই ৩১ সংখ্যা পর্যন্ত জানালাম। এবার যে সংখ্যাগুলি আসবে অর্থাৎ ৩২, ৩৩, ৩৪ থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে, প্রতিটি সংখ্যা, যেমন ৬০ দেখতে হলে ২৪ কে দেখুন। ৫৬ দেখতে হলে ২৯ কে দেখুন - ফলাফল জানা যাবে। সেই মতোই ফলাদেশ করতে হবে।

এবং নামের মতোই বাড়ি বলুন, গাড়ি বলুন, রাস্তার নাম, স্কুলের নাম এবং প্রতিটি জিনিস কেনার বা তৈরি করা অথবা ভর্তির সময় সবই সংখ্যার বিচার্য। যদি কোনও রোগী অসুস্থ হয়, সে যে হাসপাতালে ভর্তি হবে, সেখানকার নাম, রোগীর নাম, ভর্তির তারিখ ও সময়, এমন

কী বেড নম্বর - প্রতিটি সংখ্যাকেই আগের দেখানো পদ্ধতিতে বার করুন - শুভ অশুভ ফল পেয়ে যাবেন।

যে ডাক্তার বাবুর হাতে রোগী আছে, সেটাও যদি দেখা যায় সংখ্যা অনুযায়ী, তাহলে বোঝা যাবে রোগী তার দ্বারা কতটা সুস্থ হবে।
গাড়ির নম্বরকেও সেভাবেই ভাঙুন। আপনার নামের সংখ্যার সাথে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং গাড়ি নেওয়ার বার সংখ্যা তারিখ ও সময়কে যদি দেখা যায়, বোঝা যাবে আপনার পক্ষে সেই গাড়ি কতটা শুভ অথবা অশুভ।

দুটি উদাহরণ এখানে দেখনো হলো ঃ

১) মনে করুন রোগীর নাম DIPAK KUMAR DAS

D-4	K-2	D-4
I-9	U-3	A-1
P-7	M-4	S-1
A-1	A-1	
K-2	R-9	
23	19	6
	10	
	1	

= 5 + 1 + 6
= 12 সংখ্যা

হাসপাতালের নাম - NATIONAL MEDICAL COLLEGE

N-5	M-4	C-3
A-1	E-5	O-6
T-2	D-4	L-3
I-9	I-9	L-3
O-6	C-2	E-5
N-5	A-1	G-7
A-1	L-3	E-5
L-3		
32	28	32
5	10	5
	1	

5 + 1 + 5 = 11 সংখ্যা

ভর্তি হয়	সোমবার (MONDAY)	১৪ / ৬ / ২০২০	সময় ১০।২০
	M-4	14+6+2020	1+2
	O-6	5 + 6 + 4 =15	=3
	N-5		

D - 4
A - 1
Y - 7
27 27 + 15 + 3 = 45 = 9

তাহলে দেখা যাচ্ছে রোগীর নাম - 12
হাসপাতালের নাম - 11
ভর্তি হওয়ার বার ও তারিখ, সময় - 09
32 = 5 সংখ্যা।

এবার আপনারা দেখুন ৫ সংখ্যার মালিকের কারকতা। তার সাথে দেখুন ১২, ১১, ৯ সংখ্যার কী বলা আছে। তাহলে একটা ধারণা জন্ম নেবে রোগীর বিষয়ে।
তারপর রোগীর বেড নম্বর এবং ডাক্তারের নাম জানলে সেটিকেও এমন ভাবে বার করুন - রোগী কতটা সুস্থ হবে, সেটাও বলতে পারবেন। আরও সুক্ষ্ম বিচারে যেতে গেলে প্রতিটি একক সংখ্যার কারকতা ও কার্যকারিতা যদি লক্ষ্য করেন ভালো হবে।

এবার বলবো গাড়ির উদাহরণ
মনে করুন মালিক সেই DIPAK KUMAR DAS
23 19 6
10
1
= 5 + 1 + 6 = 12
গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর WB 24 / N 7580
W - 5 N - 5
B - 2 7
24 5
8
0
31 25
4 7 4 + 7 = 11 = 2
গাড়ি কেনার দিন 6/12/2019 6+12+2019
6 + 3 + 12
6 + 3 + 3 = 12 = 3
রবিবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট অর্থাৎ 17 / 15
8 + 6 = 14 = 5 অর্থাৎ দিন ও সময় 5+3= 8
রবিবার অর্থাৎ SUN DAY
1 3 5 4 1 7
9 12
3
9+ 3 = 12+ 8 = 20

মালিকের নাম - 12
রেজিস্ট্রেশন নং - 2
গাড়ি কেনার দিন, সময় বার - 20
মোট 34 = 3+ 4 = 7 সংখ্যা
এবার কেতুর কারকতা দেখুন, তার সাথে ২, ৮ এবং ২০ - এই সংখ্যার কারকতা দেখুন। যদি আরও সুক্ষ্ম বিচারে যেতে হয়, প্রতিটি একক সংখ্যার দৃষ্টান্ত দেখুন। গাড়িটি আপনার পক্ষে কতটা শুভ তা বেরিয়ে পড়বে।

ব্যবহারিক জ্যোতিষে সংখ্যার ব্যবহার

ব্যবহারিক জ্যোতিষের সাথেও সংখ্যাকে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করা যায়। আমরা যদি ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করি এবং দার্শনিক বা বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে ভাগ্য ও সংখ্যার পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পারব, প্রতিটি নামের যে অক্ষর এবং তার যে সাংকেতিক চিহ্ন তা সেই মানুষটির ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক যেমনটি এর আগে আমি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা বুঝিয়েছি। তাই নামের প্রতিটি অক্ষরকে যদি আমরা ঠিক মতো বিশ্লেষণ করি, সেখান থেকেই বোঝা যাবে কোন সংখ্যার দ্বারা মন, মানসিকতা, ইচ্ছাশক্তি হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়। প্রতিটি আক্ষরিক সংখ্যাই সেই মানুষটির ভাগ্যের শুভ অশুভের প্রতীক।

বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিত বিশেষজ্ঞ পিথাগোরাস তাই সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, সংখ্যাই এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে।

সংখ্যার মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে সমগ্র বিশ্ব। আর এই বিশ্বে যত বিশ্ববরেণ্য মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের নামের বানানে যে অক্ষর আছে, তার দ্বারাই হয়েছে তাদের উত্থান ও পতন। কখনও নামের বানান পাল্টানো বা অক্ষরের এদিক ওদিক থেকে জীবনে নেমে এসেছে কালো ছায়া। ধুলিসাৎ হয়ে গেছে বহু সভ্যতা, জাতি, অট্টালিকা, রাজা ও তার পরিবার।
এই অক্ষরের সংখ্যার যে শক্তি তার যে কম্পন বা ভাইব্রেশন, এটা ভীষণ ভাবে কাজ করে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে।
তাই তো উন্নত জাতিরা এই সংখ্যাকে কেউ ভয় পায়, কেউ সমীহ করে বা শ্রদ্ধা করে। আবার কেউ সংখ্যা লেখেই না, চিহ্ন ব্যবহার করে।
গ্রীকরা যেমন সংখ্যাকে জানতে চায়, তার মাহাত্ম্য শুনতে চায়, চীনারা ২, ৫ সংখ্যাকে শ্রদ্ধা করে মানে ভক্তি করে। জার্মানরা ৫ সংখ্যাকে ভালোবাসে, আবার ইংরেজদের প্রিয় সংখ্যা হলো ২, ৩, ৭। রাশিয়া ৭ সংখ্যার আরাধনা করে, ভারতীয়দের প্রিয় হলো ১, ৫, ৭। আবার রোমানরা সংখ্যার মধ্যে অশুভ দেখে, তাই তারা সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা সংখ্যাকে প্রকাশ

করে। তবে সেই সাংকেতিক চিহ্নও অনেক অর্থ বহন করে।
সেগুলি জানার আগে দেখে নেব নামের বানান ভেদে কীভাবে ব্যক্তি জীবনে উত্থান ও পতন হয়।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে নিতে পারি।
রোমান ভাষায় আমরা নেপোলিয়নের নামের বানান দেখতে পাই -

N A P O L E O N E
5 + 1 +8 + 6+ 3+ 1+ 6+ 5+ 1 = 36 = 9 মঙ্গল
B U O N A P A R T E
2 + 6 + 6 + 5 + 1 +8 +1 +2+ 4+1 = 36 =9 মঙ্গল
= 9+9 = 18 = 9

9 বা মঙ্গল অগ্নি, তরোয়াল, ক্ষমতা, সাহস, স্পর্ধা, বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রকাশ করছে।
নেপোলিয়ন যখন ক্ষমতার শীর্ষে তখন তার নামের বানান কিছুটা পরিবর্তন করেন। আর তার পরেই তার জীবনে নেমে আসে দুঃখ ও শোকের নানা কালো ছায়া।

NAPOLEONE BONAPARTE

ভালো করে খেয়াল করে দেখতে পাবেন, এই মতুন বানানে ইং U অক্ষরটা বাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রোমানে ১২ সংখ্যায় (XII) এসে দাঁড়ায়। যা 'হারানো স্বভাব, উন্মাদ, অকেজোর নিদর্শন' দর্শায়।

এবারে আসি সাংকেতিক চিহ্নের রহস্যে ঃ

I - ঋষি, তান্ত্রিক, পুরোহিত, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, মন্ত্রণাদাতা।
II- মায়াবাদী, অবৈধ প্রেম, কল্পনাশ্রয়ী, মানবতাবাদী, উদার, ধর্ম প্রচারক, বিচক্ষণ, ভোগী, কামার্ত, প্রতিভাবান, সংযত, সংস্কারক।
III - বিজ্ঞ, ধার্মিক, ধূর্ত, প্রতিভাবান, নানা শাস্ত্রে আগ্রহী, অর্থবান, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ।
IV - স্থাপত্য কলায় পারদর্শী, বাস্তববাদী, বোদ্ধা, বিষণ্ণ, সমকামী, সকলের মধ্যে আনন্দ খোঁজা, সমন্বয় সাধন।
V - সাহিত্যিক, ধার্মিক, আইনজ্ঞ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, শিক্ষক, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাবান, স্বাধীনচেতা, রাজনীতিজ্ঞ, প্রচারক, প্রভূত্ব করা।
VI- অনুভূতিপ্রবণ, চতুর, আকর্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন, প্রেমে দোনামনা, রুচি বোধ, সৌন্দর্য্যের পূজারি, হঠাৎ পতন, আশাবাদী, বুদ্ধিমান।
VII- সহ্য শক্তি, দক্ষ বিচারক, পণ্ডিত, প্রয়োজনে অস্ত্র তুলতে পারে, প্রয়োজনে ক্ষমা করতে পারে, তার্কিক, সমব্যথী।
VIII- শিক্ষক, অবৈধ প্রেম, স্বার্থত্যাগী, মাতাপিতার ভক্ত, যোদ্ধা, বিচারক, গ্রন্থকার, সন্তান স্নেহ প্রবণ।

IX - নানা ব্যাধিযুক্ত, যোদ্ধা, দুর্ঘটনা, রক্তপাত, প্রেমিক, যুক্তিবাদী, দক্ষকর্মী, সাধুতা, অহংকারী।

X - এগিয়ে চলার জন্য সদা ব্যস্ত, বিদ্রোহী, ভাগ্যকে বন্দী করা, আইনজ্ঞ, পরিবর্তনশীল, জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

XI - সমালোচক, বিজ্ঞানী, জাতিধর্মবর্ণাসক্ত, বীর্যশালী, ক্ষমতাবান, সাবধানী, সিংহের ন্যায় বলবান, লক্ষ্যভেদকারী।

XII- উন্মাদ ভাব, আপন ভোলা, স্বার্থত্যাগী, ভুলো বা হারানো স্বভাব, আধ্যাত্মিক, সংস্কারক।

XIII - হঠাৎ মৃত্যু, বিবর্তন বাদী, বিদ্রোহী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, কৃষক, সঞ্জীবনী শক্তিযুক্ত

XIV - রসায়ন বিদ্, একাধিক বন্ধু যুক্ত, কৃতজ্ঞ, সামাজিক, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত, স্নেহ প্রবণ

XV- আইন অমান্যকারী, দুঃখ, ইচ্ছাশক্তিহীন, দুর্বার গতি, লণ্ডভণ্ড করার স্বভাব, অসৎ, হাঙ্গামাকারী, লালসা, ধ্বংসাত্মক, নানা দ্বন্দ্ব।

XVI - রাজনীতিজ্ঞ, দাম্ভিক, ভূকম্প, হঠাৎ ধ্বংস, ঝড়, দুর্ঘটনা।

XVII- উচ্চাকাঙ্খা যুক্ত, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা, গায়ক, লক্ষ্য, উত্তীর্ণ, ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাসী, আধিভৌতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ।

XVIII- যে কানও কাজে দোনামনা স্বভাব, সন্দেহ জনক মন, হঠাৎ পরিবর্তন, বাধার মধ্যে অগ্রসর, অন্ধকার।

XIX- সুখ, আনন্দ, ক্ষমতা, তীব্র আনন্দ শক্তি, রবির আলোর মতন উজ্জ্বল, ক্ষমতা, সম্মান, যে কোনও স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

XX- নতুন কিছু গড়ার প্রচেষ্টা, কর্মী, চাকুরে, পুনরাবৃত্তি, আধ্যাত্মিক চেতনা, একতা, প্রতিভাবান, আশাবাদী।

XXI- সম্পদ, দীর্ঘ জীবন, ক্ষমতা, রাজ সম্মান, মান, যশ, উচ্চপদ, দক্ষতা, জীবন উপভোগ।

XXII- ভুল বোঝা, নিঃসঙ্গ, প্রয়োজন, আঘাত, অন্ধবিশ্বাস, উন্মাদভাব।

উপরের এই সংখ্যাগুলি কিন্তু নামের থেকে নেওয়া। কোন নামের একক সংখ্যা করার আগে দশক সংখ্যাগুলোকে অর্থাৎ ১০, ২৩ এর মধ্যে আনার চেষ্টা করুন।

বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিত বিশারদ পিথাগোরাস সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বেশ গভীর জলেই নেমেছেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ববিদদের মতো ১ থেকে ৯ সংখ্যার মধ্যেই জীবনকে বাঁধতে পারেন নি। তাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে এই সংখ্যার মধ্যে রাখতে পারেন নি।

তার কারণ যদি নিরীকক্ষণ করি, তাহলে দেখব, সংখ্যাতত্ত্ব যে নাক্ষত্রিক বিচার দ্বারা চালিত হয়, নক্ষত্রের সেই সুক্ষাতিসুক্ষ অনুকরণ বা অনপসরণ করার ক্ষমতা ভারতীয় ঋষিগণ ছাড়া কারো মধ্যে পাওয়া যায় নি।

তবে পিথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্ব ফেলে দেওয়ার বস্তু নয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই

বিষয়টিও জ্ঞাত থাকা উচিত।
ভারতীয় পদদ্ধতি একটু বেশি জটিল, তুলনায় পিথাগোরাসের তত্ত্ব অনেকটাই সহজ।
এ কথাও ঠিক, যদি জটিল তত্ত্বের ভিতর না গিয়ে শুধুমাত্র সহজ পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা কিছুতেই জানতে পারব না। তাই -
প্রথমে আমরা দেখে নেব পিথাগোরাসের মতে কোন অক্ষরের কী সংখ্যা। যেমন আগে আমরা দেখেছি $A=1, B=2, C=3$ এখানে কিন্তু তেমন নয়।

Pythagoreas

1 - A, K, T
2 - B, L, U
3 - C, M, X
4 - D, N, Y
5 - E, O, Z, W
6 - F, P, S
7 - G, Q, V
8 - H, R, Hi
9 - I, S, U

এবার লক্ষ্য করুন পিথাগোরাস তার পিথাগোরিয়ান পদ্ধতিতে কী ভাবে সংখ্যাকে ব্যবহার করেছেন। সেই পদ্ধতি দেওয়া হলো ঃ

১ বাসনা, উচ্চাকাঙ্খা, খামখেয়ালি, মনের রাজা।
২ বীভৎস, ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, আঘাত, ভয়ংকর।
৩ এগিয়ে চলা, বিশ্বাস, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, অধ্যাপনা।
৪ শক্তি, উৎসাহ, শক্তির উৎস, নিঃসঙ্গতা, কামুক, পর্যটক।
৫ সুখ, আনন্দ, মাতামাতি, বিবাহ, মিশুকে, আলাপচারিতা, বাচালতা।
৬ পবিত্রতা, পূজা, ধর্ম, প্রেম, পরিপূর্ণতা, শৌখিন।
৭ সাম্য, এক সাথে চলা, সুখ, বিশ্বাস, বাধার মধ্যে অগ্রগতি, পরিবেশক।
৮ বিচার, যাজন, দীক্ষা, বাধা দেওয়া, চর্মকার, শুকনো খাবার।
৯ মান ভঞ্জন, চিন্তা, মানসিক অবসাদ, করায়ত্ব করা।
১০ উচ্চাশা, মনোবাসনা, চরিতার্থ করা, কারণ, উচ্ছাস, সাহস, নেত্রপীড়া
১১ পরিজন, অনমনীয় মনোভাব, মানসিক দ্বন্দ্ব, বিরক্তি প্রকাশ, পীড়া।
১২ স্থায়ী বসবাস, শহর, সাহিত্যিক, অভিনয়, সংগীত।
১৩ অন্যায় কাজে সামিল, রাহাজানি, হত্যা, মন্দ, বাধা, অশুভ অবস্থা।
১৪ ক্ষতি, স্থান ত্যাগ, বাণিজ্যে ক্ষতি, অপমান বোধ, পীড়া।
১৫ সংহতি, সাম্য, ভালোবাসা, বিজ্ঞতা, অধ্যাপনা, জ্ঞান, গুণ, বুদ্ধি।
১৬ সৌভাগ্য, সংবেদনশীল, স্পর্শ কাতর, বিলাসিতা, লাভ, একাগ্রতা।
১৭ অসম্মান, ক্ষয় ক্ষতি, বন্যা, দারিদ্র, ভাগ্যহানি, কঠোর, অনুশাসন।

১৮ নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, কঠিন মনোভাব, দুঃখ, পীড়িত, দুর্ভোগ।
১৯ উন্মাদ ভাব, বোকামি, ভুল করা, কর্মে ভুল, বাধা, হতাশা।
২০ বিষণ্ণতা, আনমনা, ন্যায় পরায়ণতা, বিজ্ঞতা, অবসাদ, আকাঙ্খা।
২১ কর্মঠ, উৎপাদক, রহস্য, পরিশ্রমে আনন্দ, পরিচারক, সেবা কাজ।
২২ তিক্ততা, বুকের ব্যামো, ক্ষতি, পীড়া, ফুসফুসের সমস্যা, টনসিল।
২৩ সংস্কার, উদ্যম, বিপ্লব, বিদ্রোহ, স্বপ্ন দেখা।
২৪ ভ্রমণ, সৌন্দর্য বোধ, উৎসাহ, পরিপাটি, আনন্দ, কবিতা, সাহিত্য।
২৫ উন্মাদনা, চালাকি, মজা, ধামাধরা, পাগলামি।
২৬ করুণা, দরদী, দিল দরিয়া, দয়া, আবদার, আগমনি, সংকেত।
২৭ সাহস, নায়ক, বীরত্ব, অকুতোভয়, কাজের নেশা।
২৮ কসম, অঙ্গীকার, দান করা, নাম কেনা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, শপথ করা।
২৯ লেনদেন, আদান প্রদান, খবর, অপ্রাসঙ্গিকতা, উড়ান, খাদ্য রসিক।
৩০ আনন্দ, প্রেম, বিবাহ, উৎসব, বিলাসিতা, কামুক।
৩১ সব কাজে উৎসাহ, এগিয়ে চলা, বিজ্ঞাপন, সততা, একনিষ্ঠ, বাধ্য।
৩২ দ্বিস্বভাবযুক্ত, কূট চিন্তা, লণ্ডভণ্ড, প্রেম, বিবাহ, অস্থিরতা।
৩৩ দয়া দাক্ষিণ্য, ভদ্রতা, গুণাবলী, প্রতিভা, আনন্দ, সকলের সাথে মেশা।
৩৪ ক্ষতিপূরণ, দাতা, কষ্ট, দয়ালু, নিষ্ঠাবান, পূজারি।
৩৫ শান্তি, একাগ্রতা, স্বাস্থ্য সচেতন, প্রফুল্ল।
৩৬ প্রতিভা, শিক্ষাব্রতী, ছাত্র, জ্ঞানী, কৌতূহলী, মনোনিবেশ।
৩৭ আনন্দ, বাস্তব বাদী, খাওয়ানো, বাবুর্চি, হোটেল, সরাইখানা।
৩৮ বাচালতা, চেতনাহীন, দুঃখ, বাক্যবাগীশ, স্বপ্ন, অপমানিত।
৩৯ সম্মান, জ্ঞানী, মানী, সামাজিক, পূজ্য, বিশ্বাসী, প্রতিভাধর।
৪০ চঞ্চল, ভোজনপ্রিয়, দাম্পত্য সুখ, ভ্রমণ বিলাসী, প্রিয়।
৪১ ভর্ৎসনা, পরনিন্দা, পরচর্চা, দুঃখ, চেতনাহীন, ক্ষমার অযোগ্য, সিংসুক।
৪২ দুঃখ, পরশ্রীকাতরতা, স্বল্প জীবন, স্বপ্নময়।
৪৩ সংরক্ষণ, কারখানা, শ্রমপ্রিয়, ধর্ম, মান, বিবেক, আধার।
৪৪ ঐশ্বর্য, রাজসম্মান, পরিবর্তনশীল, সংস্কারবাদী, বাস্তব জ্ঞান, উন্মাদ।
৪৫ উত্তাল, সৃষ্টি, মগ্ন, আন্তরিক, প্রতিবাদী, অশুভ বিনাশকারী।
৪৬ শান্তিকামী, সাহিত্যপ্রেমী, আদর, প্রেমিক, অন্যের দুঃখে কাতর।
৪৭ সুখ, আনন্দ, দীর্ঘ জীবন, প্রচেষ্টা, সাফল্য, ভ্রমণ।
৪৮ আইন, আদালত, বিচার, প্রচার, জান, প্রজ্ঞা, প্রলোভন, অস্থির।
৪৯ সৌম্যকান্ত, কামুক, আকর্ষক, প্রেমিক, দুঃখী, কল্পরাজ্য, স্বপ্নবিলাসী।
৫০ সারল্য, মুক্তিদাতা, স্বাধীনতাকামী, যোদ্ধা, ভাবুক, লড়াকু, শক্তি।
৬০ কামনা বাসনা, ঝামেলা, অসুখ, জীর্ণ, বিধ্বস্ত, ঝড়, অন্দোলন।
৭০ সৃষ্টি, বিজ্ঞান, সমতারক্ষা, বহুগুণ, উদ্ভাষিত হওয়া।
৮০ বিশ্লেষণ, আনন্দ, লাভ, বাধা, পুনরুদ্ধার।

৯০ চোখের সমস্যা, ক্ষয়ক্ষতি, অন্যায়, বাধা, অসামরিক, অন্তজ, চিরদুঃখ, স্বজন বিরোধ।
১০০ মন্ত্রণাদাতা, ঐশ্বরিক শক্তি, দেবদূত, শক্তিশালী, অস্তিত্ব, সংহার।
২০০ দূর্গ, দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা, ভয়, জ্ঞান, দর্শন।
৩০০ বিজ্ঞ, বাধা, সংযমী, অন্তর্মুখী, আশাবাদী।
৪০০ ধার্মিক, আনন্দ, ভ্রমণশীল, তীর্থযাত্রী, দূর যাত্রা।
৫০০ বিশ্লেষণ, পবিত্রতা, পূজারি, বাছাই, আনন্দ, উচ্ছ্বাস।
৬০০ সুন্দর, পূর্ণতা, ভালোবাসা, পরিবেশ, আন্দোলন, কবিতা।
৭০০ কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র, শক্তি, তেজ, অহংকার, উন্মেষ, সংযোগ।
৮০০ সাম্রাজ্য, ক্ষমতা, ভয়, সীমাহীন ক্ষমতা, রাজা, গর্ব, প্রকাশ, পরিণয়।
৯০০ দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, রোগ, শোক, এলার্জি, রক্ত, অকুতোভয়, অদমনীয়।
১০০০ সহানুভূতি, করুণা, দয়া, নরম মন, বিস্তার, অখণ্ড।

এবার দেখা যাক, পিথাগোরিয়ান পদ্ধতিতে কী ভাবে সংখ্যা থেকে ভাগ্য জানা যায়। যদিওবা ভাগ্য বিষয়টিকে আমি আপেক্ষিক মনে করি। কেন না, একক ভাবে ভাগ্য বলে কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভাগ্যের সংজ্ঞা তেমন ভাবে হয় না। সব কিছুর মিলিত ফলই হচ্ছে ভাগ্য।
যেমন ধরুন আপনার অর্থ ভাগ্য, কর্ম ভাগ্য, সন্তান ভাগ্য - এমনই আলাদা আলাদা বিষয় জুড়ে ভাগ্য।
সে যাই হোক, এবার দেখুন পুরো নাম লিখে তার আক্ষরিক মূল্য বার করা। তবে এ বিষয়ে বলাে, আগেই একক সংখ্যা বার রবেন না।
ধরুন কারো নাম BISWANATH
299 5 1 4118= 40= 4

CHOWDHURY
৩৮৫৫৪৮২৮৪ = 47 = 11 = 2
বেরিয়ে এলো 4 এবং 2 = 42
এবার 42 সংখ্যার নির্দেশ লক্ষ্য করুন।
42 = স্বল্প জীবন, দুঃখ ইত্যাদি।
এবার দেখুন 4+ 2 = 6 = VI
এই VI হলো মানব জীবনের ভাগ্য নিয়ন্তা।
VI = প্রেমে দোনামনা, আশাবাদী, হঠাৎ পতন ইত্যাদি।
তবে নামের উচ্চারণ এবং সংখ্যা দিয়ে ভারতীয় আর্য ঋষিগণ এবং গ্রীক পণ্ডিতেরা সুন্দর ভাবে ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি জানতেন। কেননা অনেক সময় যদি নামের উচ্চারণ যদি সঠিক না হয়, তার ভাইব্রেশন বা কম্পন অনেক সময় ভাগ্যহানি ঘটায়। এবং জীবনভোর জাতক জাতিকাকে নামের ভুল উচ্চারণ শুনে বড় হতে হয়। যেমন কারো নাম যদি হয় রমাপতি, তাকে শুধু রমা বলে ডাকা - অথবা কারো নাম যদি হয় শিবরাম - তাকে শিব্রাম ডাকা।

সংখ্যা ও লটারি

খুব প্রাচীন একটি খেলা পদ্ধতি হলো লটারি। যুগের সাথে তার গঠন প্রণালী এবং নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে। লটারিতে অর্থ প্রাপ্তির নেশা বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। তবুও এ খেলা চলছেই।

যাই হোক, লটারি কাটতে গেলে কী উপায়ে কাটা উচিত তার একটি পদ্ধতি দেখাবো। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লটারির প্রচলন আছে। তবে এখানে ভারতীয় লটারি পদ্ধতির আলোচনা করবো।

আমাদের দেশে বহু রাজ্য আছে, যারা লটারি খেলায়।

প্রথম তাদের নামের একক সংখ্যা বের করুন। যেমন -

I. WEST BENGAL
* 5512 255713
13 23
4 5 4+5= 9

II. HIMACHAL PRADESH
89413813 7914518
37 35
10 8
1
1+8=9

III. PANJAB
715112
17
8
= 8

IV. BIHAR
29819
29
11
2 = 2

এবার আপনার জন্ম তারিখ এবং সেই রাজ্যের একক সংখ্যা যোগ করুন। সেই যোগফলে যে সংখ্যা বেরোবে তাকে 9 দ্বারা গুণ করুন। যেটা গুণফল হবে, সেই সঁখ্যা যুক্ত টিকিট ক্রয় করুন।

অর্থাৎ আপনার জন্ম তারিখ যদি হয়

25 03 1972
7 3 19
10
1 7+3+1=11=2

HIMACHAL PRADESH = 9+2=11=2
2X9=18= 9

এই 9 সংখ্যার টিকিট ক্রয় করুন।

সংখ্যার দ্বারা চুরি বা হারানো দ্রব্য উদ্ধার

বহু বছরের গবেষণা চলেছে এবং চলছে এই সংখ্যা নিয়ে। সংখ্যা এমন একটি জিনিস, যা দিয়ে সকল কিছুকেই নিজের আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়। সংখ্যার মধ্যে গ্রহদের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না।

প্রাচীন কালের মুনিঋষি থেকে বর্তমান গবেষক গ্রহ-সংখ্যা নিয়ে নানা গুণাগুণ প্রকাশ করে চলেছেন। যে দিকে দেখবেন বা ভাববেন, সংখ্যাই শেষ কথা। আপনার বাড়ি অথবা অফিস কোনও জায়গা থেকে যদি কোনও জিনিস হারিয়ে যায়, অথবা চুরি যায়, তাহলে সংখ্যার দ্বারাই আপনি তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

যদি কোনও বস্তু হারিয়ে যায় বা চুরি যায়, তাহলে মনে মনে যে কোনও একটি সংখ্যা ভাবুন। সেই সংখ্যাকে ৯ দ্বারা গুণ করুন। গুণফলকে ১ দিয়ে যোগ করুন। এবং সেই যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করুন।

যদি ভাগশেষ ১ হয় - নষ্ট দ্রব্য আর উদ্ধার হবে না।

যদি ভাগশেষ ২ হয়, হারানো দ্রব্য ঘরেই আছে।

যদি ভাগশেষ ০ হয়, চোর সেই বস্তুকে পাচার করতে পারে নি।

ধরুন আপনি মনে মনে ৭ ধরলেন।

৯ দিয়ে গুণ করলে হবে ৭ X ৯ = ৬৩

১ দিয়ে যোগ করুন। হবে ৬৩ + ১ = ৬৪

এবার ৩ দিয়ে ভাগ করলে হবে ৩ । ৬৪ । ২১

৬

৪

৩

ভাগশেষ হলো ১ তাহলে বস্তুটির না পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

জ্যোতিষ বিচার ও সংখ্যার মেল বন্ধনে মানব জীবনের উত্থান পতন

আমরা সবাই জানি সূর্যের সাতটি রঙ আছে, যা বিচিত্র ভাবে চরাচরকে আবৃত করে রাখে। কিন্তু সূর্য একটিই। তেমনই একটি সংখ্যার মধ্যে অন্তর্নিহিত অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন শিক্ষা, সহানুভূতি, স্পর্শ। চিন্তা, চরিত্র, ইচ্ছা, দয়া, মায়া, প্রেম। - যা মানবীয় জীবন বৃত্তান্তে একাকার হয়ে আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র দেখলেও দেখা যায়, চন্দ্রের যে ক্ষয় বৃদ্ধি হয়, তাও সেই সংখ্যারই প্রভাব।

আমরা দেখি প্রতি ৫৪ থেকে ৫৬ ঘণ্টায় চন্দ্র ৩০ ডিগ্রি পার করে। অর্থাৎ এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে।

ফলে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থান করে সেই রাশির বশ্যাধিপতির শুভ অশুভ ভাব প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার প্রকাশ করে।
কারণ ৬০- ১২ = ৫

নীচের চার্টটি লক্ষ্য করুন -

মেষ ও বৃশ্চিক	রাশি অধিপতি	মঙ্গল	নিজের সংখ্যা	৯
বৃষ ও তুলা	রাশি অধিপতি	শুক্র	নিজের সংখ্যা	৬
মিথুন ও কন্যা	রাশি অধিপতি	বুধ	নিজের সংখ্যা	৫
কর্কট	রাশি অধিপতি	চন্দ্র	নিজের সংখ্যা	২ - ৭
সিংহ	রাশি অধিপতি	রবি	নিজের সংখ্যা	১ - ৪
ধনু ও মীন	রাশি অধিপতি	বৃহস্পতি	নিজের সংখ্যা	৩
মকর ও কুম্ভ	রাশি অধিপতি	শনি	নিজের সংখ্যা	৪

এই রাশি ও সংখ্যা দ্বারাই বিচার করা যায় প্রতিটি মানুষের জীবনের উত্থান পতন।

১) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাই আবার ধরলাম।

জন্ম ১৫।৮।১৭৬৯

তার জন্মের সময় চন্দ্র ছিল মকরে। এবং শনি ছিল তার ঠিক সপ্তম স্থানে কর্কটে। চন্দ্র যে ঘরে বসে, সেখানের গৃহ সক্রিয় সংখ্যা ১ । আবার শনি যেখানে বসে, সেখানে নিস্ক্রিয় সংখ্যা ৭ । জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, শনি এবং চন্দ্র ক্ষেত্র বিনিময় করেছে।
ফলত, নেপোলিয়নের জীবনে শনি এবং চন্দ্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।
এবার দেখুন জন্মের সময়ের অঙ্কটি।

15 / 8 / 1969
6 8 23
5 6+8+5 = 19 = 10 = 1 রবি

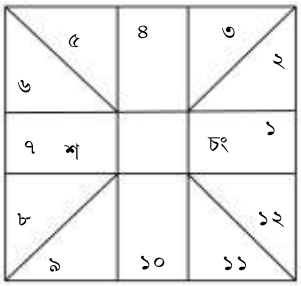

এই রবিই তাকে খ্যাতি, যশ, ক্ষমতার মধ্যগগনে নিয়ে গিয়েছিল। এই ১ এর জন্যই নেপোলিয়ন ছিলেন অজেয়। কিন্তু ৭ এবং শনির সংখ্যা ৮ তার জীবনে ঘন ঘন বদল আনে। ক্রোধ, অনৈক্য, বিপ্লব, আঘাত, নৃশংসতা, বিচ্ছেদ, বিবাহিত জীবনে চরম অশান্তি। শেষে পরাজয় ও বন্দী।

রাশি, গ্রহ, সংখ্যা অনুযায়ী বর্ণ ও নির্ণয় ও স্বর নির্ণয়

রাশি, গ্রহ এবং সংখ্যা অনুযায়ী যে বর্ণ বা রঙ পাওয়া যায়, সেই ধরণের বার্ণের বা রঙের পোশাক ধারণ করলে শুভ ফল পাওয়া য়ায়। এবারে নীচে দেওয়া তালিকাটি ভাল করে লক্ষ্য করুন ঃ

রাশি	গ্রহ	সংখ্যা	বর্ণ
মেষ	মঙ্গল	৯	লাল
বৃষ	শুক্র	৬	সাদা
মিথুন	বুধ	৫	সবুজ
কর্কট	চন্দ্র	২/৭	ক্রিম / সাদা
সিংহ	রবি	১/৪	লালচে / ধুম্র
কন্যা	বুধ	৫	সবুজ
তুলা	শুক্র	৬	সাদা / আকাশি
বৃশ্চিক	মঙ্গল	৭	লাল
ধনু	বৃহস্পতি	৩	হলুদ
মকর	শনি	৮	কালো / নীল
কুম্ভ	শনি	৮	কালো / নীল
মীন	বৃহস্পতি	৩	হলুদ

নামের অক্ষর অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষরের যে উচ্চারণ তা দিয়ে সেই জাতক জাতিকার মানসিক গড়ন ও ব্যক্তিত্ব বোঝা যায়।

AEY বা I	(দীর্ঘস্বর)
B. K. R. P. G	(কঠিন স্বর)
J. G	(হ্রস্ব স্বর)
L. T	(কোমল স্বর)
D. M	(অতি দীর্ঘ স্বর)
N. H. X	(নাতিদীর্ঘ স্বর)
U. O. V. W. S	(কর্কশ ও কঠিন স্বর মিশ্রিত)
F. Z. C. Q	(কোমল স্বর)

এবার আলাদা করে সংখ্যার বর্ণ জানুন ঃ

০ - সাদা
৯ - লাল
৮ - ঘোর কালো / বাদামী
৭ - শুভ্র বর্ণ / হালকা আকাশী
৬ - হালকা নীল / টারকুইজ
৫ - সবুজ / গাঢ় নীল
৪ - কমলা / স্বর্ণাভ
৩ - ভায়োলেট
২ - হলুদ / ক্রিম
১ - সাদা

সংখ্যার সাথে গ্রহের বর্ণের বেশ সংহতি আছে।
যেমন (তালিকা দেখুন)

তুঁতে	রংকে	আকর্ষণ	করে	শনি
নীল	রংকে	আকর্ষণ	করে	শুক্র
হলুদ	রংকে	আকর্ষণ	করে	বুধ
ভায়োলেট	রংকে	আকর্ষণ	করে	বৃহস্পতি
লাল	রংকে	আকর্ষণ	করে	মঙ্গল
কমলা	রংকে	আকর্ষণ	করে	রবি
সবুজ	রংকে	আকর্ষণ	করে	চন্দ্র

এর আগে আমরা হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া দ্রব্যের পাওযা বা না পাওয়া প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট অঙ্ক দেখেছি।
এবারে জানবো ১ থেকে ৬০ সংখ্যার মধ্যে লুকিয়ে আছে হারিয়ে যাওয়া দ্রব্যের রহস্য - যেখানে কোনও অঙ্কের প্রয়োজন নেই।
মনে মনে চিন্তা করুন ১ থেকে ৬০ সংখ্যার ভেতরে যে কোনও একটি সংখ্যা।

১ঃ বাড়িতে মাস্টার বেডরুমে খুঁজুন। কোনও বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করুন।
২ঃ কোনও বাসনপত্রের মধ্যে বা যেখানে বাসন রাখা হয় সেখানে খুঁজুন।
৩ঃ কাগজ, বইপত্রের তাকে বা স্তূপে খুঁজুন।
৪ঃ ঘরের সব কোন খুঁজুন।
৫ঃ নিত্যনৈমিত্তক ব্যবহৃত জিনিসের মাঝে খুঁজুন।
৬ঃ জুতো রাখা তাকে বা তার আশপাশে খুঁজুন।

৭ঃ আলমারিতে, দেরাজে খুঁজুন। বাড়িরল কাজের লোককে জিজ্ঞাসা করুন।
৮ঃ বাড়ির বৃত্যকে জিজ্ঞাসা করুন।
৯ঃ কোনও বালক খেলার ছলে সরিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করুন।
১০ঃ ঘরে থেকেই জিনিস ফেরত পাওয়া যাবে।
১১ঃ বাড়ি থেকে এগিয়ে কোনও ঝোপঝাড় বা জলাশয়ের কাছে খুঁজুন।
১২ঃ আপনি নিজেই আনমনা বশত রেখেছেন। হয়রানি হবে, তবে পাবেন।
১৩ঃ কোনও কাপড়ের ভাঁজে বা ব্যাগে খুঁজুন।
১৪ঃ পড়ার ঘর, প্যান্টের পকেট প্রভৃতি জায়গায় খুঁজুন।
১৫ঃ স্ত্রী বা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন, পশু রাখার স্থানে খুঁজুন।
১৬ঃ বাড়ির রান্নার লোক বা আয়াকে জিজ্ঞাসা করুন।
১৭ঃ ড্রয়ারে, আলমারির ভেতরে খুঁজুন।
১৮ঃ বাড়ির বয়স্ক মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।
১৯ঃ রোজ চলার পথের ধারে খেয়াল করুন বা খুঁজুন ঘাসের ধারে।
২০ঃ কোথাও পড়ে গেছে, পাওয়ার আশা কম।
২১ঃ একটু হয়রানি হবে, চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে।
২২ঃ আলমারি বা কোনও তাকে আছে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।
২৩ঃ প্রতিটি ঘর ভালো করে ঝাড়ু দিলেই পাওয়া যাবে।
২৪ঃ সারাদিনের শেষে, একটু মগজ লাগালেই পাওয়া যাবে।
২৫ঃ কোনও চিনা মাটির পাত্রে বা সাদা গোলাকার পাত্রে খুঁজুন।
২৬ঃ বাড়ির বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করুন।
২৭ঃ আপনার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন।
২৮ঃ দ্রব্যটি চুরি গেছে, পাওয়া আশা কম।
২৯ঃ বাড়ির ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করুন, সেই খোঁজ দেবে। পাওয় যাবে।
৩০ঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করুন।
৩১ঃ বাড়িতে ময়লা ফেলার জায়গা, বা নোংরা জায়গা দেখুন।
৩২ঃ বারান্দা বা করিডোরে খুঁজুন।
৩৩ঃ পুরনো জামা কাপড়ের ভাঁজে দেখুন বা স্তূপে দেখুন।
৩৪ঃ রান্না ঘরে, গ্যাস ওভেন বা তার আশপাশে খুঁজুন।
৩৫ঃ বাথরুমে খোঁজ করুন, পাওয়ার সম্ভাবনা মধ্যম।
৩৬ঃ আয়া অথবা বাড়ির কাজের লোককে জিজ্ঞাসা করুন।
৩৭ঃ বাড়ির ভেতরেই খুঁজুন পাবেন।
৩৮ঃ বাড়ি থেকে একটু দূরে পাওয়া যাবে।
৩৯ঃ হয়রানি হবে, কিন্তু পাওয়া যাবে না।
৪০ঃ জামা কাপড়ের স্তূপে বা পকেটে খুঁজুন।
৪১ঃ গৃহের ভিতরেই কোথাও আছে। খুঁজলেই পাওয়া যাবে।
৪২ঃ খাওয়ার টেবিলে বা রেফ্রিজারেটরের সামনে খুঁজুন।

৪৩ঃ বাড়ির আশপাশে বা পোষ্য রাখার স্থানে খুঁজুন।
৪৪ঃ খাটের নীচে বা ল্যাম্পের আশপাশে খুঁজুন।
৪৫ঃ গাড়ির মধ্যে খোঁজ করুন, নয়তো কোনও আত্মীয়ের বাড়ি।
৪৬ঃ স্ত্রী/স্বামীর কাছে খোঁজ করুন।
৪৭ঃ বাড়ির খুব কাছের লোকের সাজিশ আছে, আপনি বুঝতে পারবেন, কিন্তু বলতে পারবেন না।
৪৮ঃ পানীয় জলের আধারের কাছে খুঁজুন।
৪৯ঃ না পাওয়ার কথা, পেলেও আস্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।
৫০ঃ হয়রানি হবে, বাক্সপ্যাঁটরা খুলে দেখুন।
৫১ঃ পুরনো ফাইলে থাকেব, খুঁজুন।
৫২ঃ বাড়ির প্রধান যিনি, তিনি কোথাও সরিয়ে রেখছেন।
৫৩ঃ বাড়ির ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করুন।
৫৪ঃ ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গায় খুঁজুন।
৫৫ঃ কলপাড় অথবা কুয়োর পাড়ে লক্ষ্য করুন।
৫৬ঃ বাড়ির আশপাশে কোনও ঝোঁপে আছে।
৫৭ঃ পুরনো জামাকাপড়ের মধ্যে বা কাচার জায়গায় দেখুন।
৫৮ঃ হাত বদল হয়েছে, তাও পেয়ে যাবেন।
৫৯ঃ পুরনো ভৃত্য থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন।
৬০ঃ কাছে পিঠেই আছে, বিছানা বা বালিশের তলায় - পেয়ে যাবেন।

তাস এবং তার সংখ্যা দ্বারা ভাগ্য নিরূপন

তাস আমরা কমবেশি সকলেই চিনি। হয়তো খেলা বা ব্যবহার তেমন একটা সকলে জানে না। দেশে বিদেশে - সব জায়গাতেই তাস খেলা হয়ে থাকে।
তবে কথিত আছে প্রায় খ্রীষ্টিয় চৌদ্দ শতকে একদল যাযাবর গোষ্ঠী, তারা ভারতবর্ষে তাদের প্রথম খেলা শেখে, এবং এখান থেকেই তারা মিশর আরব ইউরোপে তা নিয়ে যায়। এবং তাস খেলার প্রচলন করে। আপনি খেলার সময় হাতে কী তাস পাবেন, তার পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার ভাগ্যের উপর। এবং সেই নম্বরের তাস আপনার জন্য কতটা শুভ সংখ্যা নিয়ে আসছে সেটাও সম্পূর্ণ ভাগ্যের খেলা। তাসের প্রতিটি খেলাতেই নম্বর বা ফোঁটা থাকে। তাসের মধ্যেও নম্বর থাকে। আগে একটি প্যাকেটে ৭৮টি তাস থাকতো। তারপর এলো ৫১টি। বর্তমানে জোকার ইত্যাদি বাদ দিয়ে থাকে ৫২ টি কার্ড বা তাস।
যেমন সাহেব, বিবি, গোলাম, দশা, নয়া, আটা, সাতা, ছয়া, পাঁচ, চার, তিন, দুই ও টেক্কা। টেক্কা সব তাসের উপরে।

প্রাচীন কালে প্রতিটি তাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকতো।
১) প্রবঞ্চক ২) পুরোহিত প্রধান ৩) সম্রাজ্ঞী ৪) সম্রাট ৫) ধর্ম উপদেষ্টা ৬) প্রেমিকদ্বয় ৭) রথ ৮) বিচারক ৯) ঋষি ১০) সৌভাগ্য ১১) শক্তি ১২) জল্লাদ ১৩) মৃত্যু ১৪) সংযম ১৫) দানব ১৬) বিদ্যুৎ ১৭) নক্ষত্র চক্র ১৮) চন্দ্র ১৯) রবি ২০) বিচার ২১) ভূমণ্ডল ২২) মূর্খ ইত্যাদি।

তাস দ্বারা ভাগ্য জানতে হলে সবার আগে ৫২ টি তাসকে চার ভাগে ভাগ করতে হবে।
যেমন ধরুন ১) হরতন (Hearts) ২) চিড়িতন (Clubs) ৩) ইস্কাবন (Spades) ৪) রুইতন (Diamonds)
প্রতিটি ভাগে মোট ১৩টি করে কার্ড বা তাস থাকবে। এবার আপনি একটি প্যাকেট থেকে যে কোনও একটি তাস টেনে বের করুন। যদি আপনি --
হরতনের টেক্কা পান ঃ সবাই আপনাকে সাহায্য করবে। গৃহে বিবাদ থাকবে, তা আপনাকেই কৌশলে মেটাতে হবে। গৃহ পরিবর্তন হবে। একান্নবর্তী পরিবারে সুখ পাবেন। গৃহে অতিথির আগমন ঘটবে।
সাহেব - উপদেষ্টা হিসেবে আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি নন। তবে আপনি জ্ঞানী গুণী, সবার সম্মান ও ভালোবাসা পাবেন। সৎ ও সরল ভাবে জীবন চালিত করবেন। হঠাৎ মাথা গরম হবে।
বিবি - কামনা বাসনায় আপনার সুখ। সহকর্মী ও প্রেমিক প্রেমিকার বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ।
গোলাম - আপনি ভাই ও প্রাণের বন্ধু পাবেন। মানুষ জন আপনার ভক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের সাথে কামনা নয়, সৌহার্দ্য পূর্ণ মনোভাব থাকবে।
১০ নং - জীবনে সাফল্য নিয়ে আসবে। সৌভাগ্যবান আপনি। অসৎ ব্যক্তিরা অনেক চেষ্টা করলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।
২ নং - সুযোগ ছাড়বেন না। আপনি সৌভাগ্যবান, সম্মাননীয়।
৩ নং - ধূর্ত, কৃতজ্ঞতা বোধ রাখা উচিত। অসৎ।
৪ নং ঃ আপনি অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়বেন। ভ্রমণ হবে।
৫ নং - জীবনে মাঝে মধ্যেই পরিবর্তন আসবে। সুখ দুঃখকে সমান ভাবে আলিঙ্গন করুন। মনকে তৈরি করুন।
৬ নং - অশান্তি ও নানা ঘটনা আসবে জীবনে। শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হবেন।
৭ নং - আপনি স্বাধীনচেতা। অন্যের উপর নির্ভশীল হবেন না। মনোযোগী, যে কোনও কাজে আপনি একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী।
৮ নং - আপনার পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা আসবে। খেলাধুলো পছন্দ করবেন। আপনি ভোজন রসিক। পান পেয়ালা আপনার হাতে আলাদা মাত্র পাবে।
৯ নং - জীবনে নানা ধরণের বাধাবিপত্তি আসবে। সব টপকে আপনি এগিয়ে যেতেপারবেন। আপনি বাস্তববাদী।

চিড়িতনের টেক্কা - সারাজীবন সুখ পাবেন, দুঃখ কম। ধনে জীবন পরি পূর্ণ হবে। মান সম্মান যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করবেন।
সাহেব - আপনি সৎ, সবলমনা। আপনি অজাত শত্রু, তবুও প্রতিদ্বন্দ্বী এলে সে পরাজিত হবে। আপনি নানা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
বিবি - আপনি সত্যবাদী। আপনি কামুক। আপনি দয়ালু।
গোলাম - ভালো সহকারি হিসেবে খ্যাতি পাবেন। আপনিএকজন প্রকৃত বন্ধু। সবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।
২ নং - সবাই আপনাকে ভুল বুঝবে। অন্ধের মতো সবাইকে সমর্থন করতে যাবেন না।
৩ নং - আর্থিক উন্নতি হবে। অবৈধ প্রণয়ে জড়িয়ে পড়বেন। দ্বিতীয় বিবাহের যোগ। মহিলা / পুরুষ দেখলেই প্রেমে পড়বেন।
৪ নং - নানা কাজে বাধা আসবে। অসম্মান লাভ, অর্থহানি। ভাগ্যবিপবর্যয়।
৫ নং - সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট। বিবাহের পরে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি। ক্রীড়াপ্রেমী আপনি।
৬ নং - যে কোনও কাজে শুভ ফল লাভ। অংশদারী ব্যবসায় উন্নতি। অর্থলাভ। বিলাসী হলেও কর্মঠ।
৭ নং - নানা ভাবে উননতি লাভ হবে। বিবাহের পরে সৌভাগ্যের উন্নতি। অন্যের উপর শাসন করবেন।
৮ নং - স্বাধীনচেতা, সৎ বন্ধু লাভ হবে। বন্ধুর দ্বারা জীবনে উন্নতি আসবে। পরিশ্রম দ্বারা অর্থলাভ।
৯ নং - অন্যের সম্পত্তি পাবেন। লটারিতে ধনলাভ। পুরস্কার বা প্রাপ্তিযোগ। বন্ধু থেকে সাবধানে থাকুন। আত্মীয়রা সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে।
১০ নং - নানা ক্ষেত্র থেকে উন্নতি। সৌভাগ্য লাভ। মান সম্মান ও খ্যাতি লাভ। দাম্পত্য জীবনে শুভ ভাব ও উন্নতি।

রুইতনের টেক্কা - সকলের ভালোবাসা লাভ করবেন। আসর জমাতে আপনি একাই একশো। সাফল্য আপনার প্রতিপদে আসবে।
সাহেব - যে কোনও কাজে আপনার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে - চাকুরি, ব্যবসা, প্রেম - সকল ক্ষেত্রে। লড়াই করে জিত হাসিল করতে হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব থাকবে কঠোর।
বিবি - বিপরীত লিঙ্গ দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হবেন। পুরুষ হলে মেয়েলি ভাব আর মহিলা হলে পুরুষালি ভাব থাকবে।
গোলাম - আত্মীয়, বন্ধুরা আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে। খারাপ সংবাদ বেশি পাবেন। স্বার্থপরতা থাকবে। আপনি নানা ভাবে প্রতারিত হবেন।
২ নং - নানা ভাবে ভাগ্যোন্নতি। তবে বাধা থাকবে। প্রেমে উদারতা।
৩ নং - আপনি মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে পারেন। অশান্তিময় জীবন। বিবাহের ইঙ্গিত।
৪ নং - কলহ, বিবাদ, বিতর্ক লেগেই থাকবে। ঘরে বাইরে সমস্যা থাকবে।
৫ নং - জীবনে সৎ বন্ধু লাভ। বিবাহের পর ব্যবসায় উন্নতি। জীবনে বিপুল অর্থ রোজগার করতে পারবেন।

৬ নং - বিবাহে অশান্তি। দ্রুত প্রেম ও হঠাৎ বিবাহ। দ্বিতীয় বিবাহের যোগ আছে। সম্পর্ক থিন্ন হতে পারে। ভ্রমণশীল।
৭ নং - প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। নানা ভালো কাজে লিপ্ত থাকবেন। জুয়ার বা রেসের নেশা থাকবে। তাতে লিপ্ত হলে জীবনে ক্ষতি।
৮ নং - ভ্রমণ বিলাসী। ঘোরার মধ্যে আনন্দ পাবেন। বিবাহ হবে অনেক দেরিতে। প্রেম হলেও দেরিতে হবে।
৯ নং - আপনি জানেন অর্থ অনর্থের মূল। তাই নানা কাজে ব্যয় করবেন অর্থ। আপনি পরিব্রাজক। রোমাঞ্চ আপনার প্রিয়। অন্যের দুঃখে মন কাঁদবে। দেখতে কঠিন হলেও মন হবে নরম।
১০ নং - ভ্রমণে আপনার আনন্দের সাথে সৌভাগ্য লাভ। জীবনে হঠাৎ করেই প্রেম আসবে এবং বিবাহ হবে। আর্থিক লাভ হবে। বিবাহের পরেই উন্নতি।

ইস্কাবনের টেক্কা - দুঃখ এবং শোক। আবেগের মধ্য দিয়ে জীবনে নানা দুঃখময় ঘটনার সৃষ্টি।
সাহেব - আপনি যে কোনও বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আপনার উচ্চাকাঙ্খা আপনার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করবে। অন্যায় সহ্য করতে পারবেন না। আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব করলে সেটি খাঁটি হবে।
বিবি - আপনি নিষ্ঠুর এবং কঠোর। নারীসঙ্গ লোভী। বিশ্বাসঘাতকতা, অবৈধ প্রেম।
গোলাম - আংশীদারী ব্যবসা ভালো হবে। সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার থাকবে। অর্থ আসবে। সকলেই আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।
২ নং - প্রেমে আঘাত, বিচ্ছেদ ও বেদনায় ভরা জীবন। সংসার অশান্তিময়। প্রবাসে গেলে সেখানেও সমস্যা।
৩ নং - যে কোনও কর্মে বাধা। অসুস্থতা। বিবাহ ও প্রেমে অশান্তি।
৪ নং - অর্থাভাব। অসুস্থতা, নানা বাধা। হতাশা ও গ্লানি।
৫ নং - বিবাহ সূত্রে সম্পত্তি লাভ। আনন্দ। ব্যবসায় সাফল্য। জীবনে মান সম্মান ও খ্যাতি লাভ।
৬ নং - পরিকল্পনা নেবেন বড়, ফল পাবেন খুব ছোট। সবার কাছ থেকে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে এগিয়ে দেওয়ার বা অনুপ্রেরণা দেওয়ার কেউ থাকবে না।
৭ নং - সকলের সাথেই কমবেশি ভুল বোঝাবুঝি থাকবে। বিবাদ ও কলহে জড়াবেন। দুঃখ ও যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবন।
৮ নং - আপনার প্রিয়জন বা বন্ধুরা আপনার সাথে শত্রুতা করবে। বিপরীত লিঙ্গ থেকে বিপদ ও সম্মান হানি। নানা কাজে বাধা আসবে।
৯ নং - অর্থ হানি এবং সম্পদ হানি। অসুস্থতা, দুর্বলতা। নেশাগ্রস্থ। অন্যের ক্ষতির চিন্তা।
১০ নং - জীবন ভোর দুঃখ যন্ত্রণা সাথে নিয়ে চলতে হবে। অর্থহানি, ব্যবসায় ভরাডুবি। হতাশার ইঙ্গিত দেয়।

আপনার ভাগ্য দেখতে গেলে তাসের যে ৫২ টি কার্ড আছে, যদি সেগুলি নীচে দেওয়া যে পদ্ধতি আছে তেমন ভাবে পান, তাহলে আপনার জীবন শুভ ও সৌভাগ্যপূর্ণ হবে। জীবনে যে কোনও বাধাবিঘ্নই আসুক না কেন, আপনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
সব বিষয়ে সব কাজে আপনি বিজয়ী হবেন।

KC	SC	4S	8H	QS	AS	SH	7S	3D
JD	5C	4C	4D	KS	JS	9H	10H	QH
10D	6H	7C	9D	5S	5H	9C	7H	2D
3H	7D	6D	QC	JC	KH	2H	QD	10C
8S	4C	9S	6S	10S	3S	AC	4H	5D
	AD	6C	JH	2S	KD	2C	8D	

যদি আপনি ৫২ টি তাস এই পদ্ধতিতে পান, তাহলে আপনি জানবেন আপনার হাতের নাগালেই সব কিছু। ধন সম্পত্তির কোনও অভাব আপনার হবে না। চাকুরি অথবা ব্যবসায় উন্নতির যোগ। দেশ বিদেশ সব স্থান থেকেই আপনি অর্থ পাবেন। কোনও কর্তব্য আপনি অবহেলা করতে পারবেন না। নানা বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলবে আপনার জীবন।

AC	SC	9D	3S	10H	6S	3C	JH	10D
KH	9H	2S	4S	8H	9H	3D	9S	AD
8C	7H	3H	JD	5S	QD	10S	KC	2D
AS	5D	4C	6H	JS	7D	8D	KD	2H
9C	7C	QC	AH	5H	6C	6D	7S	4H
	JC	10C	4D	QS	KS	8S	2C	

যদি আপনি ৫২টি তাসের কার্ড নীচে দেওয়া পদ্ধতির মতো পান, তাহলে আপনার জীবন নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে চলবে। সবাই আপনাকে ভুল বুঝবে। আপনি একলা চলো নীতি নিয়েই নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে জীবন পথে অগ্রসর হবেন। ফলে নিজের ভুল বুদ্ধির দ্বারা সর্বস্ব খুইয়েও যদি পথে এসে দাঁড়ান তাতেও আপনার আনন্দ হবে। প্রশ্রয় শব্দ আপনার অভিধানে নেই, ফলে আপনি দুঃখকেও হাসি মুখে বরণ করতে সক্ষম হবেন।

6H	7H	5D	QC	9C	5H	QD	8S	JD
QS	KS	2C	AS	5S	7C	2S	10D	8C
4C	10H	7D	4D	JG	8D	AH	10C	6S
JS	4S	6C	8H	3H	9S	2D	3D	9D
3C	AC	4H	7S	KD	6D	10S	9H	KC
	JH	QH	2H	AD	3S	5C	KH	

সাংকেতিক অক্ষরগুলি এই রকম - H মানে হরতন (Hearts)। C মানে চিড়িতন (Clubs) D মানে রুইতন (Diamonds)। S মানে ইস্কাবন (Spades)
A মানে টেক্কা, K মানে সাহেব, Q মানে বিবি, J মানে গোলাম।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা যে ২৭ টি নক্ষত্রকে হিসাব করি, প্রতিটি নক্ষত্র এক এক জন গ্রহের অধিপতি হয়ে বিবেচিত হয়। এবং নক্ষত্রের নিজস্ব কারকতা ছাড়াও তারা গ্রহের কারকতা প্রকাশ করে। ২৭ টি নক্ষত্রের মধ্যে প্রতিটি গ্রহের তিনটি করে নক্ষত্র ভাগ করা হয়েছে। যেগুলির নিয়ন্তা এই ন'টি গ্রহ।
এবারে আমরা দেখবো, এই ২৭টি নক্ষত্র সংখ্যার সাথে কী লুকিয়ে আছে আমাদের ভাগ্যাকাশে।

ক) ১, ১০, ১৯ - এই তিনটি নক্ষত্র হলো কেতুর নক্ষত্র। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব বিচার অনুযায়ী কেতুর সংখ্যা হলো ৭। এখানে প্রতিটি সংখ্যা দেখলে বোঝা যাবে ১ এর প্রভাব বেশ। সর্বশেষ সংখ্যা ১৯ = ১+৯ = ১০ = ১ এখানে মঙ্গলেরও একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে। ফলত এদের মধ্যে জীবনী শক্তি থাকবে। বুদ্ধি থাকবে তীক্ষ্ণ। কথাবার্তা বেশ শানিত হবে। আলস্য থাকলেও কাউকে বুঝতে দেবে না। শাসন করার ক্ষমতা থাকবে। কূটনৈতিক বুদ্ধসম্পন্ন হবে। বাবপ্রবণ। এরা দৈব শক্তি লাভ করে। আবার সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী ৭ সংখ্যা চন্দ্রের নিস্ক্রিয় সংখ্যা। এরা সত্যবাদী, শান্ত ভাব। তবে এরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দর্শন, সাহিত্য, ধর্মচর্চা করতে ভালোবাসে। অসৎ পথে কিছু করতে চায় না। এদের পক্ষে শুভ বার হলো শনিবার ও সোমবার। এদের বর্ণ ঈষৎ সবুজ। এদের পক্ষে শুভ রত্ন হলো বিড়ালাক্ষামনি ও পুস্পরাগমনি।

খ) যদি কারও জন্ম হয় ২, ১১, ২০ নক্ষত্রে - যেটা শুক্রের নক্ষত্র। কিন্তু সংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী শুক্রের সংখ্যা হলো ৬। এখানে জন্ম নক্ষত্রে রবির একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১+১ = ২ এরা প্রবঞ্চক নয়, আপোষ করার চেষ্টা করে, রাগ মনে চাপতে পারে। বন্ধু বান্ধব আড্ডা পছন্দ করে। নিজের সম্মান সম্পর্কে যেমন সচেতন, অন্যকেও সম্মান দিতে জানে। মায়া মমতা থাকলেও প্রয়োজনে শস্ত্রধারীও হতে পারে। সুখ বিলাসী। আবার অজান্তে নিজের কাঁধে অনেক বোঝা তুলে নেন। আত্মবিশ্বাস এদের মধ্যে প্রচুর থাকে। সহজে ভেঙে পড়ে না। পরিকল্পনা মাফিক চলতে ভালোবাসে। অতিরিক্ত কামনা বাসনা আছে। তবে ভুল করলে সেটা স্বীকার করতে জানে। আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে। এদের পক্ষে শুভ বার হলো মঙ্গল এবং শুক্রবার। এদের বর্ণ হালকা সবুজ ও সাদা। এদের পক্ষে শুভ রত্ন হীরা বা ওপ্যাল।

গ) যাদের জন্ম নক্ষত্র ৩, ১২, ২১ - এ হয় - এটা মূলত রবির নক্ষত্র। যার সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী সংখ্যা হলো ১। কিন্তু এর উপর বৃহস্পতির প্রচ্ছন্ন প্রভাবও থাকে। বিশেষ করে ১+২=৩ এবং ২+১=৩ সংখ্যার।
এদের জীবনীশক্তি প্রচুর, সাংগঠনিক শক্তি প্রবল। এরা যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। সাংসারিক জীবনে স্নেহ প্রবণ। প্রেম করে বিবাহের যোগ বেশি পাওয়া যায়। এরা একটা দৈব শক্তির ইচ্ছায় কাজ করে যায়। তবে মাঝে মধ্যে হঠাৎ অসুস্থও হয়ে পড়ে। এদের মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। সাধারণত কোনও কাজ ফেলে রাখতে চায় না।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং সকলের সম্মান পায়। আমুদে প্রকৃতির হয় এবং ব্যঙ্গ করতে পারে। অর্থ যেমন সঞ্চয় করতে পারে, তেমনই পরিকল্পনা করে খরচও করতে পারে। দার্শনিক এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রতি এদের আকর্ষণ প্রবল।
নিজেদের প্রকাশ করার শক্তি অবশ্যই আছে। তেজ ও বিনয় এক সঙ্গে অবস্থান করে। এদের পক্ষে শুভ বার রবিবার। শুভ রঙ হলো কমলা, মেরুন। শুভ রত্ন মানিক্য এবং টোপাজ।

ঘ) যাদের জন্ম ৪, ১৩, ২২ নক্ষত্রে হয় - এই নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের নক্ষত্র। কিন্তু ৪ সংখ্যারও একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী চন্দ্রের সংখ্যা হলো ২।
এদের যেরকম আত্মবিশ্বাস, সেরকম প্রবল ভাবাবেগ সম্পন্ন হয়। ধীরে সুস্থে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে। যে কোনও মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতে পারে। অতিরিক্ত কামনা বাসনা আছে। এরা একটু লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। যে কোনও কাজের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করে থাকে। যে কোনও মুহূর্তে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। একটু চপল হয়, হাসি মজাও বেশ পছন্দ করে। সংসারকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তাই সন্তান সন্ততি নিয়ে বেশ খুশি থাকে।
এরা প্রতিবাদের ভাষা জানে। তাই প্রতিবাদ করতে পারে। রেগে গেলে নিজেকে সংযত করতে পারে না। চাকুরি জীবনেও উপর ওয়ালাকে ছেড়ে কথা বলে না। মনের ভিতর কী চলছে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। এরা প্রজ্ঞাবান এবং কর্তব্যে অবিচল থাকে।
এদের পক্ষে শুভ বার হলো রবিবার, সোমবার এবং শুক্রবার । শুভ বর্ণ হলো হালকা সবুজ এবং সাদা ও ক্রিম। এদের পক্ষে শুভ রত্ন হলো চন্দ্রকান্তমনি এবং মুক্তা।

ঙ) যাদের জন্ম ৫, ১৪, ২৩ নক্ষত্রে হয়। এই নক্ষত্রগুলি মঙ্গলের নক্ষত্র। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী মঙ্গলের সংখ্যা হলো ৯। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১+৪=৫, ২+৩=৫ অর্থাৎ বুধের প্রভাবও এদের প্রভাবিত করবে।
এরা সর্বদাই সকল বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে বিশ্বাসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এদের মধ্যে বড় হওয়ার একটা স্পৃহা থাকে। জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন এরা হয়। কিন্তু সব শেষে জয়ের হাসি কিন্তু এরাই হাসে। আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্খা থাকে এদের। অনেক সময় নিজের হঠকারি সিদ্ধান্তের জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে কথা দিলে কথার দাম রাখে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চাকুরি করলে উচ্চপদে আসীন হয়। মারাত্মক রাগ থাকে এবং সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে কোনও না কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। আর্থিক উন্নতি আসে, তবে একটু বেশি হিসেবি বা কৃপণ বলা যায়। আয় বুঝে ব্যয় করে। নাস্তিক বা আস্তিক নয়, মানবতাবাদী, মহতের ভক্ত হয়। স্বার্থ ত্যাগ করতে জানে। সাফল্য এলেও নিজে ঠকে। এদের ক্লান্তি নেই। মানসিক দৃঢ়তা প্রবল, সহজে ভেঙে পড়ে না। প্রকৃতি প্রেমী। পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল সকল স্থানে ভ্রমণ করতে ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারে। এদের পক্ষে শুভ বার হলো মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধবার। শুভ বর্ণ হলো লাল। এদের শুভ রত্ন হলো লোহিতাঙ্গ মনি।

চ) যাদের জন্ম ৬, ১৫, ২৪ নম্বর নক্ষত্রে। এগুলি রাহুর নক্ষত্র। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী রাহুর সংখ্যা হলো ৪। এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই নক্ষত্রের উপর ১ + ৫ = ৬ এবং ২+৪=৬ এর একটি প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে।

এরা চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকতে চায় না। সর্বদাই কর্মব্যস্ত। কর্মহীন জীবন এদের কাছে যেন মৃত্যু তূল্য। ভাবপ্রবণতা দেখা যায়। কোনও কাজই খুব সহজ ভাবে হয় না। এরা নিঃসঙ্গ জীবন বেশি পছন্দ করে। একা থাকলে নানা সৃজনশীল সৃষ্টি এদের দ্বারা সম্ভব। এদের চরিত্র কঠোর এবং সুদৃঢ়। এরা সংস্কার ধর্মী। নিজে যেন কাজ করতে পারে, অন্যকে দিয়েও কাজ করিয়ে নিতে পারে। প্রেমিক হিসেবে এরা খুবই সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। তবে নিজে পরকীয়া প্রেমে পড়ে। সহজে কাউকে ঘাঁটায় না, আবার সত্যি কথা বলতে পিছপা হয় না। আবার কেউ যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাদের জন্য কূটিলতার আশ্রয় নিতেও পিছপা হয় না। নিজের ভালোটা ভালোই বোঝে। তাই সহজে বিপদে পড়ে না। সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। এবং গোপন কথা কাউকে বলেও না। কাউকে কথা দিলে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালোবাসে। এদের কাছে হতাশার কোনও স্থান নেই। প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল। এরা নিজের অর্থ ছাড়াও কোনও না কোনও সম্পত্তি পায়।

এদের পক্ষে শুভ বার হলো সোমবার ও শনিবার। এবং রবিবারের অর্ধ দিবস। শুভ বর্ণ হলো উজ্জ্বল নীল রঙ এবং কালো রঙ। এদের পক্ষে শুভ রত্ন হলো মরকতমনি ও গোমেদ রত্ন।

ছ) যাদের জন্ম ৭, ১৬, ২৫ নম্বর নক্ষত্রে। এগুলি বৃহস্পতির নক্ষত্র। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী বৃহস্পতির সংখ্যা হলো ৩। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ৬+১=৭ এবং ২+৫=৭ সংখ্যার একটা প্রভাব এদের উপরে পড়ে।

এরা সর্বদাই আত্মা ও পরমাত্মার উপর সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। এরা সাত্ত্বিক, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। চরম কষ্টের মধ্যেও এরা সত্যভ্রষ্ট হয় না। এদের ভাবমূর্তি বেশ গম্ভীর হলেও কথাবার্তায় সারল্য পাওয়া যায়। সাহিত্য, গণিত, দর্শন শাস্ত্র এদের প্রিয়। সমাজ সেবায় এরা ব্রতী হয় এবং এরা সুপণ্ডিত হয়ে থাকে। এদের উচ্চাকাঙ্খা গগনচুম্বী। কখনও নিজের সত্ত্বাকে বিসর্জন দেয় না। আত্মসম্মান বোধ প্রখর। নিজেকে এবং নিজের মতামতকে প্রকাশ করতে জানে। সবাইকে নিজের বশে আনতে পারে। সকলকে আদর আপ্যায়ন করতে জানে। বেশ রসিক প্রকৃতির হওয়ার কারণে যে কোনও আসর জমিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথাও বলে, ফলে সব সময় তা গ্রহণযোগ্য বলে মনেও হয় না। জমি বাড়ি করতে পারে। এবং সংসার ও সন্তানদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। যাতে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রতি মুহূর্তে। এরা একবার রেগে গেলে বা উত্তেজিত হয়ে পড়লে শান্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ বক্তা হয়। অনুপ্রেরণা দিতে ও নিতে পারে। সোজা মাথা উঁচু করে চলতে চায়। অসৎপথে কিছুই করতে চায় না। কামনা বাসনা প্রবল, তবু আত্মপ্রকাশ করে না। এরা দৈব কৃপা লাভ করে,

আতি প্রাকৃত বিষয় দিয়ে নিজেকে যাচাই করে। সবার মধ্য দিয়ে আনন্দ পায়।
এদের পক্ষে শুভ বার হলো বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গলবার। শুভ বর্ণ হলো হলদে ও বেগুনি। শুভ রত্ন হলো পুষ্পরাগমনি ও নিশীকান্তমনি।

জ) যাদের জন্ম ৮, ১৭, ২৬ নম্বর নক্ষত্রে হয়। এই নম্বরগুলি শনির নক্ষত্র। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী শনির সংখ্যা ৮।
এরা জীবনকে অমৃতের সন্ধান দেয়। এরা বৈদান্তিক ও কর্মবাদী। এদের দৈবই সর্বদা পরিচালনা করে। এরা জীবনকে কর্মময় রাখতে ভালোবাসে। প্রথম জীবনে নানা দুঃখ যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে তপ্ত হয়ে মধ্য বয়সে অনাবিল ানন্দ, তৃপ্তি ও সুখের সন্ধান পান।
এরা তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ, পুরান, জ্যোতিষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে। এবং পারদর্শী হয়ে ওঠে। শিল্প ও সাহিত্য সাধনার সুক্ষ্ম ও গোপন জ্ঞান এদের থাকে। এরা নিজেদের প্রস্তুত করে ভবিষ্যত জীবন সংগ্রামের জন্য। এদের তেমন অর্থ লিপ্সা নেই। তবে সমাজ থেকে বা কারো কাছ থেকে ঠকতেও চায় না। সবার উপরে কর্তৃত্ব করতে চায়। মানসম্মানের দিক থেকে সর্বোচ্য আসন পায়। তবে ধীর গতিতে। এরা স্বাধীনচেতা মনোাভাবের। দায়িত্ববান হয়। সত্যক জানে ও জানার চেষ্টা করে। বড় বড় পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। মানবতার পূজারি হয়। দৈবের দ্বারা সমৃদ্ধশালী হয়। আবার দৈবের দ্বারাই লাঞ্ছিত হয়। দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের হয় না। সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রবণ।
এদের পক্ষে শুভ বার হলো শনিবার। শুভ বর্ণ হলো কালো, ধূসর ও সাদা। শুভ রত্ন হলো নীলকান্তমনি।

ঝ) যাদের জন্ম ৯, ১৮, ২৭ নক্ষত্রে। এই নক্ষত্র গুলি হলো বুধের নক্ষত্র। সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী যার সংখ্যা হলো ৫ । আবার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১+ ৮= ৯ এবং ২ + ৭= ৯ সংখ্যার প্রভাবও থাকে এদের উপরে। এবং প্রভাবিত করে। এরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। পরিকল্পনা মাফিক কাজকর্ম করে। অনেকটা এদের নিজেদের মেজাজের উপর নির্ভর করে। এরা কুসংস্কার বা গোঁড়ামির ধার ধারে না। এদের জীবন পরিবর্তনশীল। এরা চির সবুজ ও চির নবীনের ভক্ত। এদের মধ্যে একটা শিশু সুলভ মন থাকে। সব সময় বৈচিত্র্যের খোঁজ করে। প্রকৃতিকে ভালোবাসে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে ভালোবাসে। সর্বার্থ ত্যাগ করতে জানে। মানসিক শক্তি প্রবল। এদের কল্পনাশক্তি ও স্মৃতি শক্তি প্রখর। পাণ্ডিত্য অগাধ। বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। প্রবল বাধা অতিক্রম করে জয়ের হাসি হাসে। সর্বদা সতর্ক থাকে। ও অবস্থা বুধে ব্যবস্থা নেয়। তাই সহজে বিপদে পড়ে না। আদর্শবাদী ও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে। জীবনে বড় হওয়ার একটা স্পৃহা আছে। এবং জীবনে নিজেকে একজন আদর্শবান প্রেমিক হিসাবে উপস্থাপন করতে পারে। এদের পক্ষে শুভ বার হলো বুধবার ও শুক্রবার। শুভ বর্ণ সাদা এবং কোনও হালকা রঙ। শুভ রত্ন হলো মরকতমনি এবং হীরক।

বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষরগুলি কী সংখ্যায় পাঠ্য হবে তাই দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর দিতে পারব। যেমন কোনও রোগীর আয়ু কত হতে পারে তার ফলাদেশ, ব্যবসায় লাভ না লোকসান হবে তার হিসেবও ফলাদেশ। মামলায় জয় হবে না পরাজয় - তার ফলাদেশ। সমস্ত কিছুই বলা সম্ভব।

স্বরবর্ণ ও সংখ্যা

অ = ১০ = ১ রবি
ই = ৩০ = ৩ বৃহস্পতি
উ = ৫০ = ৫ বুধ
এ = ৭০ = ৭ কেতু
ও = ৯০ = ৯ মঙ্গল

আ = ২০ = ২ চন্দ্র
ঈ = ৪০ = ৪ রাহু
ঊ = ৬০ = ৬ শুক্র
ঐ = ৮০ = ৮ শনি
ঔ = ১০০ = ১ রবি

ব্যজন বর্ণ ও সংখ্যা

ক = ১ = রবি
খ = ২ = চন্দ্র
গ = ৩ = বৃহস্পতি
ঘ = ৪ = রাহু
ঙ = ৫ = বুধ

চ = ৬ = শুক্র
ছ = ৭ = কেতু
জ = ৮ = শনি
ঝ = ৯ = মঙ্গল
ঞ = ১০ = ১ রবি

ট = ১১ = ২ চন্দ্র
ঠ = ১২ = ৩ বৃহস্পতি
ড = ১৩ = ৪ রাহু
ঢ = ১৪ = ৫ বুধ
ণ = ১৫ = ৬ শুক্র

ত =১৬ = ৭ কেতু
থ = ১৭ = ৮ শনি
দ = ১৮ = ৯ মঙ্গল
ধ = ১৯ = ১০ = ১ রবি
ন = ২০ = ২ চন্দ্র

ট =১১ = ২ চন্দ্র
ঠ= ১২ = ৩ বৃহস্পতি
ড = ১৩ = ৪ রাহু
ঢ= ১৪ = ৫ বুধ
ন = ১৫ = ৬ শুক্র

প = ২১ = ৩ বৃহস্পতি
ফ= ২২ = ৪ রাহু
ব = ২৩ = ৫ বুধ
ভ= ২৪ = ৬ শুক্র
ম = ২৫ = ৭ কেতু

য = ২৬ = ৮ শনি
র = ২৭ = ৯ মঙ্গল
ল = ২৮ = ১০ = ১ রবি
ব = ২৯ = ১১ = ২ চন্দ্র
শ = ৩০ = ৩ বৃহস্পতি

ষ = ৩১ = ৪ রাহু
স = ৩২ = ৫ = বুধ
হ = ৩৩ = ৬ শুক্র
ক্ষ = ৩৪ = ৭ কেতু

এবার জেনে নেব রোগীর আয়ু গণনা কী ভাবে করতে হয়

কোনও মানুষের কোনও রোগ হলে তা থেকে তিনি আরোগ্য লাভ করবেন কী না তা জানতে লক্ষ্য করুন নীচের পদ্ধতিটি ঃ

প্রশ্নকারিক অক্ষরগুলির বর্ণাঙ্ক বার করুন। এবং সেগুলিকে যোগ করুন। আকার, ওকারগুলিকে (া, ো ইত্যাদি) যোগ করুন।
যেমন 'কালো' - ক + আ + ল + ও এরকম। এবার বর্ণাঙ্কের যোগফলকে ২ দিয়ে গুণ করুন। আকার ওকারের যোগফলকে ৪ দিয়ে গুণ করুন।
এবার দুটো গুণফলকে এক সাথে যোগ করুন। যা ফলাফল হবে সেটাকে আবার ৮ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগশেষ যদি ১, ৩, ৫ বা ৭ হয়, তাহলে তার আরোগ্য লাভ হবে। আর ভাগশেষ যদি ২, ৪, ৬ বা ০ (শূন্য) হয়, তাহলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা কম।
আবার সেই যোগফলকে যদি ৩ দিয়ে ভাগ করা যায় এবং ভাগশেষ যদি ১ হয়, তবে রোগী জীবিত থাকবে। ২ নং হলে মৃত্যু যোগ। এবং ০ (শূন্য) হলে বহুদিন পর্যন্ত রোগে ভোগার সম্ভাবনা।

অর্থাৎ, বর্ণাঙ্ক + = যোগফল X ২ = গুণফল
আকার ওকার + = যোগফল X ৪ = গুণফল

+ যোগফল ÷ ৮ = আরোগ্যলাভ
+ যোগফল ÷ ২ = আয়ুফল

এবার যদি কেউ তার ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চায়, লাভ বা লোকসানের বিষয়ে তাহলে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নটা ভালো করে শুনে লিখে নিন। এবং সেই অক্ষরগুলির বর্ণাঙ্ক বার করুন। যোগফল যা হবে তাকে ৪২ দিয়ে যোগ করুন। এবার যে যোগফল বের হবে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগশেষ ১ হলে লাভ, ২ হলে অল্প লাভ, ০ হলে ক্ষতি।

কারো যদি বহুদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে বা কোনও আইন ঘটিত সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেই মামলা সে জিতবে না হারবে - তার গণনা কী ভাবে করবেন দেখুন।

প্রশ্নকারীর প্রশ্ন সংখ্যা শুনে সেটি লিখে নিন। সেই অক্ষরগুলি থেকে বর্ণাঙ্ক বার করুন। এর পরের পদ্ধতি আগেই দেখানো হয়েছে।
এবার বর্ণাঙ্কের যোগ ফল যা হবে তার সাথে ৩৪ যোগ করুন। এবং যোগফলকে ৩ দিয়ে ভাগ করুন।
ভাগশেষ যদি ১ হয় তাহলে জয় নিশ্চিত। ২ ভাগশেষ হলে মিটমাটের সম্ভাবনা। এবং ০ হলে পরাজয় জানতে হবে।

সমাপ্ত

‘সংখ্যার খেলা’ গ্রন্থের
মূল্যায়ন

ডঃ দেবাশিস গোস্বামী

জ্যোতিষ পরামর্শদাতা। সাধারণ সম্পাদক ঃ অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোলজার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। প্রধান ট্রাস্টি ঃ আদিগুরু শঙ্করাচার্য মন্দির ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট। উপদেষ্টা ঃ সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিষদ। সভাপতি ঃ আদিত্য বাহিনী (পুরী), পশ্চিমবঙ্গ শাখা

ভগবদ্ গীতা অধ্যয়নে পূণ্যার্জন হয়। তেমনই গুরু মহাশয়ের উপদেশ পালন করলে জীবন সমৃদ্ধ এবং মঙ্গলময় হয়।

সুজিত পাঠক এই রকম একজন শিক্ষাগুরু, তাঁর সান্নিধ্যে যিনি আসবেন, তার কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ হবেই। অনেক দিন ধরেই সুজিতদাকে কাছ থেকে দেখছি ও জানছি। ওনার নিজের প্রকাশিত কিছু বই আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং বহু মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। ওনার প্রকাশিত সংখ্যাতত্ত্বের উপর এই বইটিও খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে আগামী প্রজন্মের কাছে।

ওনার জন্য থাকল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আগামী দিনে ওনার থেকে আরো বিভিন্ন ভাবধারার বই প্রকাশ পাবে এবং আমাদের জ্যোতিষ জগতে তার প্রয়োগের দ্বারা জ্যোতিষ জগতের উন্নতি হবে, এটাই আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

ডঃ অভিজ্ঞান আচার্য্য

মহাগুরু জ্যোতিষ পদ্মশ্রী। (MARP, MAAC, MAIAS (USA), Gem Therapist, Astro-Palmist Fengsui & Vastubid)

সভাপতি ঃ সাউথ কলকাতা অ্যাস্ট্রোলজি অ্যান্ড বাস্তু সায়েন্স। চ্যান্সেলর ঃ শ্রীলঙ্কা হেরিটেজ কনর্জাভেশন ফাউন্ডেশন। রাজ্য চেয়ার পার্সন ঃ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোলজি ফেডারেশন (ইউ এস এ)। সম্পাদক ঃ অ্যাস্ট্রো সায়েন্স অ্যান্ড হেরিটেজ রিসার্চ কাউন্সিল (দিল্লি)

শ্রী সুজিত পাঠক মহাশয়ের সুলিখিত ‘সংখ্যার খেলা’-র পাণ্ডুলিপি পড়া আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। ততোধিক সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে, যখন বিদগ্ধ লেখক নিজেই তার বইয়ের মূল্যায়ন করে কিছু লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন।

বর্তমান যুগে সংখ্যা ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে সংখ্যার ব্যবহার। জোতিষ, বাস্তু, তন্ত্র, বিজ্ঞান, অর্থনীতি সহ প্রতিটি কার্যে সংখ্যার ব্যবহার। আর এই সংখ্যা নিয়ে বই রচনা প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রী সুজিত পাঠক, তার বইয়ের প্রতিটি পর্বে ও ছত্রে যে বিশাল মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন তা তার লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখেই বোঝা যায়।

এই বইয়ে সংখ্যার বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশলকে তুলে ধরা হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ প্রয়াস। এই বই বহু মানুষের কাজে লাগবে, তেমনই সংখ্যার গুঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে পারবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করে উপকৃত হবেন।

এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, তিনি যে কোনও সংখ্যার গুরুত্ব বোঝাতে তথ্য দিয়েছেন, তেমনই বিভিন্ন বিষয়কে বোঝাতে প্রচুর উদাহরণও দিয়েছেন।

আমার স্থির বিশ্বাস, আমার ভাতৃপ্রতিম শ্রী সুজিত পাঠকের এই বইটি মানুষের জ্ঞান আহরণে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে।

এই বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করি।